শ্রীযুত নবাব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যেং বিষয়ের যেং আইন ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের যেং তারিখে জারী হয় তাহার মধ্যে যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার বিবরণ—

২ দ্বিতীয় আইন .... ১৪ ফেব্রুয়ারি—

কোনং বিষয়ে ফৌজদারী ও পোলীসের কর্ম্ম [illegible] চালাইবার কারণ—

৩ তৃতীয় আইন .... ১৩ মার্চ—

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের লিখিত হুকুমসকল বিস্তার করিবার—

৪ চতুর্থ আইন .... ১৩ মার্চ—

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৪১ ধারার অর্থ ও অভিপ্রায় স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিবার—

৬ ষষ্ঠ আইন .... ৩১ জুলাই—

দেওয়ানী ও ফৌজদারী যে কর্ম্মের নির্ব্বাহকরণে ইঙ্গরেজী কার্য্যকারক সাহেবেরা ভারতবর্ষের [illegible] লোক

দিগের—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের যে আইনের বাঙ্গলা তর্জমা
হইল তাহার নির্ঘণ্ট।

দিগের সাহায্যব্যতিরেকে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার এবং কোনং মোকদ্দমায় মুফ্তীদিগের ফতওয়া মতান্তরকরণের অথবা তাহা না লইয়া কার্য্যকরণের।

৭ সপ্তম আইন .... ১৬ অক্টোবর

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের ৫ আইনের কোনং হুকুম মতান্তর করিবার এবং ঐ আইনের বিষয়ি অন্য কতক হুকুম নির্দিষ্ট করিবার।

৮ অষ্টম আইন .... ২০ নবেম্বর

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইন রদ করিবার।

সমাপ্ত ঃ

A True Translation.
C. G. UDNY,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সাল ২ দ্বিতীয় আইন

কোন ২ বিষয়ে ফৌজদারী ও পোলীসের কর্ম্ম সুন্দর রূপে চালাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত ইবস্ প্রেসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের তারিখ ১৪ ফেব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৮ সালের ৩ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৯ সালের ২৮ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৯ সালের ৪ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৮ সালের ১৩ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৭ সালের ১১ রমজানে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৩ ও ১৫ ধারায় ও ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ৭ ধারায় লিখিত যে২ সকল হুকুমক্রমে দারোগা ও পোলীসের অন্য২ আমলার [illegible] কি চুরী হইলে [illegible] যাইয়া তাহার তহকীক করে ঐ সকল হুকুম এবং ঐ

আইনের

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সাল ২ দ্বিতীয় আইন—

আইনের যে২ হুকুমানুসারে ঐ২ আমলার প্রতি কোন২ বিষয়ে অপরাধিদিগকে ধরিবার ক্ষমতার্পণ হইয়াছে ঐ সকল হুকুম শুধরা যাওয়া আবশ্যক বোধ হইল. আর যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ৩ আইনের ৩ ধারা ক্রমে বিচারের নিমিত্তে সোপর্দ্দকরা মোকদ্দমাসকলে জিলা ও শহরের আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত: এবং সদর আমীনদিগকে ক্ষুদ্র২ চুরীকরণের অপরাধিদিগকে পরিশ্রম করিবার হুকুম দিবার ক্ষমতার্পণকরাতে ফৌজদারীর কর্ম্ম তাঁহারদিগের দ্বারা সুন্দররূপে চলিবেক আর যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ১৫ ধারার হুকুমানুসারে সদর চৌকীদারী বক্সীদিগের যে মাসিক বেতন এবং নগদ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা চৌকীদারী পোলীসের সিরিশ্তার খরচের নিমিত্তে উপরের লিখিত আইনের হুকুমানুসারে যে মাথোট আদায় করা যায় সেই মাথোট হইতে দেওয়া যাইতে পারিবেক কি না ইহাতে সন্দেহ জন্মিয়াছে একারণ শ্রীযুত বৈস প্রেসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন সমস্ত দেশে জারী হইবেক ইতি—

২ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সাল ২ দ্বিতীয় আইন—

২ ধারা—

১ প্রথম প্রকরণ— পোলীসের আমলার আচরণের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৩ ও ১৫ ধারার ও ১৮১৮ সালের ১২ আইনের ৭ ধারার লিখিত হুকুমসকল নীচের লিখনানুসারে শুধরা যাইতেছে ইতি—

পোলীসের আমলার আচরণের বিষয়ে পূর্ব্বে ঐ আইনের যে হুকুম সকল আছে তাহা শুধরিবার কথা—

২ দ্বিতীয় প্রকরণ—শারীরিক হানিহওন ব্যতিরেকে চুরী কি সিঁধ হইলে যদি যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়া থাকে সে ব্যক্তি চোরা জিনিসের অনুসন্ধানকরণের নিমিত্তে কিম্বা অপরাধি কি অপরাধিদিগের দণ্ড করিবার নিমিত্তে দারোগা কি পোলীসের অন্য২ আমলার নিকটে সাদা কাগজে দরখাস্ত না করে কি যদি যে মাজিষ্ট্রেট কি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাবে ঐ দারোগাপ্রভৃতি থাকে ঐ মাজিষ্ট্রেট কি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটহইতে তাহারা ঐ ২ কৰ্ম্মকরণের নিমিত্তে বিশেষ হুকুম না পায় তবে সেই দারোগা কি পোলীসের অন্য২ আমলা ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৩ ও ১৫ ধারার লেখা হুকুমানুসারে সরেজমীনে যাইয়া যে তহকীক করিবার আবশ্যক তাহা করিতে এবং ঐ অপরাধকরণের সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে গেরেফ্তার করিতে পারিবেক না ইতি—

সাদা কাগজে দরখাস্ত দাখিল না হইলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটহইতে বিশেষ হুকুম না পাইলে শারীরিক হানিহওনব্যতিরেকে চুরী কি সিঁধ হইলে দারোগা কি পোলীসের অন্য২ আমলা সরেজমীনে যাইয়া তহকীক না করিবার এবং অপরাধের সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে গেরেফ্তার না করিবার কথা—

৩ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ৩ আইনের ৩ ও ৪ ধারার লিখনানুসারে—

যে ব্যক্তির উপর চুরির অপরাধ প্রমাণ

হয় তাহারদিগকে শারীরিক শাস্তি ও মিয়াদী কয়েদের অতিরিক্ত পরিশ্রমকরণের দণ্ডের হুকুম দিতে আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরা পারিবার কথা

লিখনানুসারে জিলা ও শহরের আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত ও সদর আমীনদিগের প্রতি যে২ ক্ষমতার্পণ হইয়াছে এবং ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে প্রধান সদর আমীনদিগের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তাহা বিস্তার করিবাতে এই হুকুম হইল যে ঐ মৌলবীপ্রভৃতির নিকটে ক্ষুদ্র২ চুরীর মোকদ্দমা বিচারের কারণ সোপর্দ্দ হইলে যে ব্যক্তিদের ঐ অপরাধ প্রমাণ হয় সেই সকল অপরাধিকে উপরের লিখিত আইনক্রমে শারীরিক শাস্তি ও মিয়াদী কয়েদকরণের যে ক্ষমতা আছে তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রমকরণের দণ্ডের হুকুম দিতে পারেন ইতি

৪ ধারা

চৌকীদারী পোলীসের সিরিশ্তার খরচের নিমিত্তে যে মাথোট আদায় হয় তাহাহইতে সদর চৌকীদারী বক্সীদিগের মাসিক বেতন ও নগদ টাকা দেওয়া যাইবার কথা

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২২ আইনের ১৫ ধারার বিষয়ে এই নির্ধার্য্য হইল যে সদর চৌকীদারী বক্সীদিগের মাসিক বেতন এবং চৌকীদারী পোলীসের সিরিশ্তার কাগজ লেখাপড়ার সরঞ্জামের খরচের নিমিত্তে যে নগদ টাকা নির্ধারিত আছে তাহা উত্তর কালে ঐ২ সিরিশ্তার খরচের নিমিত্তে শহর ও নগরহইতে যে মাথোট আদায় হয় তাহাহইতে দেওয়া যাইবেক ইতি

সমাপ্ত ঃ

(A True Translation,)

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সাল ৩ তৃতীয় আইন

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১০ আইনের লিখিত হুকুম সকল বিস্তার করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসী ডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের তারিখ ১৩ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৮ সালের ২ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৯ সালের ২৬ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৯ সালের ৩ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৮ সালের ১২ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৭ সালের ৯ শওয়ালে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি

ভিন্নাধিকার দেশহইতে দাস ও দাসী আনিতে নিবারণের বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১০ আইন জারীহওনের পর ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতার ব্যাপ্য দেশের বাহুল্য হওনপ্রযুক্ত সন্দেহ জন্মিয়াছে যে ঐ আইন জারীহওনের পর সরকারের পাওয়া দেশসকলের কোন দেশহইতে পূর্ব্বের হেতুবাদ

পাওয়া

পাওয়া দেশনকলে দাস ও দাসী আনীত হইলে তাহারদের বিষয়ে ঐ আইনের লেখা হুকুম খাটিবেক কি না এই সন্দেহ নিবারণের নিমিত্তে এবং সরকারের শাসিত দেশের এক দেশ হইতে অন্য দেশে বাণিজ্যের নিমিত্তে দাস ও দাসী আনয়নের নিতান্ত নিষেধকরণের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য হুকুম সকল নির্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারী হওনের তারিখঅবধি জারী হইবেক ইতি

২ ধারা

যে সকল দাস ও দাসী বাণিজ্যের কারণ ইঙ্গলণ্ডীয় বাদশাহের অধীন দেশ কি ভিন্নাধিকার দেশহইতে কোর্ট উলিয়মের শাসিত দেশে কি কোর্ট উলিয়মের শাসিত এক দেশ হইতে অন্য দেশে আনীত হয় তাহারা দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার কথা

১ প্রথম প্রকরণ — ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১০ আইন জারীহওনের পর যে সকল দাস ও দাসী সমুদ্রপথে কি খুস্কী পথে ইঙ্গলণ্ডীয় বাদশাহের অধীন কোন দেশ কি ভিন্নাধিকার দেশ কি রাজ্য হইতে এক্ষণে যে সকল দেশ কি রাজ্য কোর্ট উলিয়মের অধিকার হইয়াছে কিম্বা হইবেক ঐ সকল দেশে যে তারিখে অধিকার হইয়াছে কি হইবেক ঐ তারিখের পর বাণিজ্যের নিমিত্তে আনীত হইয়াছে কি হইবেক অথবা যাহারা যে সকল দেশ এক্ষণে কোর্ট উলিয়মের অধিকার হইয়াছে কি পরে হইবেক সেখানহইতে অন্য যে দেশ কোর্ট উলিয়মের অধিকার অধীন হইয়াছে কি পরে হইবেক সেই দেশে যে তারিখে অধিকার হইয়াছে কি হইবেক ঐ তারিখের পর আনীত হইয়াছে কি হইবেক তাহারা এই আইনক্রমে দাসত্বহইতে মুক্ত হইবেক ইতি

২ দ্বিতীয়প্র

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সাল ৩ তৃতীয় আইন —

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এ আইন জারী হইলে পর যে সকল লোক কোন পুরুষ ও স্ত্রী কি বালক দাস ও দাসী করিবার কারণ আনিয়াছে এমত জানিয়া তাহারদের ক্রয়বিক্রয় করণের অংশী হইয়াছে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে ইহা প্রমাণ হইলে তাহারা ৬.ছয় মাসের মিয়াদে কয়েদের এবং তাহারদের সংস্থান ও শক্তি বুঝিয়া ২০০ দুই শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং যদি ঐ জরীমানার টাকা না দেয় তবে আরো ৬ ছয় মাসের মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি — দাস ও দাসীকরণের নিমিত্তে আনীত পুরুষ ও স্ত্রী কি বালক বিক্রয় করণের শাস্তির কথা —

সমাপ্ত: —

(A True Translation,)

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সাল ৪ চতুর্থ আইন—

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৪১ ধারার অর্থ ও অভিপ্রায় স্পষ্ট ও ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের তারিখ ১৩ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৮ সালের ২ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৯ সালের ২৬ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৯ সালের ৩ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৮ সালের ১২ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৭ সালের ৯ শওয়ালে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি—

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৪১ ধারাতে হুকুম আছে যে যদি কেহ এই আইনের ৩৬ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত সরহদ্দসকলের মধ্যে নৌকাপথে কিম্বা খুস্কীপথে রওয়ানা কিম্বা চালানের অথবা নূতন কিম্বা তবদীলী রওয়ানার কি আৎরাফী রওয়ানার কিম্বা পরমিট ও আফীন ও হেতুবাদ—

নিমকের—

নিমকের বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটহইতে পাওয়া অন্য বিশেষ রওয়ানার অনুসারে লবণ লইয়া যাইতে উদ্যত হয় ও সেই লবণের পরিমাণ রওয়ানার কি উপরের লিখিত অন্য দস্তাবেজসকলের কোন দস্তাবেজের লিখিত পরিমাণহইতে বেশী থাকে তবে লবণ ওজন করিয়া যদি বেশী লবণের ওজন রওয়ানা কি অন্য দস্তাবেজের লিখিত পরিমাণের কিশত মোনে ২॥ আড়াই মোনের অধিক হয় তবে রওয়ানার লিখিত পরিমাণহইতে যত লবণ বেশী হয় তাহা এবং রওয়ানার লিখিত লবণ বিনা অনুমতির লবণ জানা যাইয়া ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ও গোমাস্তা কি অন্য যে লোকের হাওয়ালে হইয়া ঐ লবণ যায় সে লোক উপরের লিখিত বিষয় প্রমাণ হইলে যত লবণ রওয়ানার কি উপরের উক্ত অন্য কোন দস্তাবেজের লিখিত পরিমাণহইতে বেশী হয় তাহার প্রত্যেক মোনের কারণ ১০ দশ টাকা করিয়া জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক আর যেহেতুক সন্দেহ জন্মিয়াছে যে যদি একহইতে অধিক ভাগে কি নৌকায় লবণ বোঝাই করিয়া লইয়া যায় এবং উপরের উক্ত আইনের ৩৬ ধারার লিখনানুসারে সমুদয় লবণের কারণ যে সামান্য রওয়ানার আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত প্রত্যেক ভাগের

কি—

কি নৌকার কারণ স্বতন্ত্র২ চালান থাকে এবং যদি রওয়ানার লিখিত পরিমাণহইতে কিশত মোনে ২॥ আড়াই মোনের অধিক লবণ পাওয়া যায় তবে ঐ সমুদয় লবণ কি যে ভাগ কি নৌকার লবণ চালানের লিখিত পরিমাণহইতে অধিক হয় কেবল তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক এ বিষয়ের সন্দেহ নিবারণকরা আবশ্যক হইল অতএব উপরের লিখিত আইনের ধারার অর্থ ও অভিপ্রায় স্পষ্ট করিবার নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন সমস্ত দেশে জারী হইবেক ইতি

২ ধারা

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৪১ ধারার লিখিত কথাসকলের ব্যাখ্যা করিবাতে এই হুকুম হইল যে সুবে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নির্দ্ধারিত চৌকীসকলের সরহদ্দের মধ্যে যে কেহ লবণ লইয়া যায় এবং ঐ লবণের সঙ্গে রওয়ানা নূতন কি তবদীলী রওয়ানা অথবা আৎরাফী রওয়ানা কিম্বা পরমিট ও নিমক ও আফীমের বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটহইতে পাওয়া বিশেষ রওয়ানা থাকে তবে ঐ রওয়ানাপ্রভৃতিক্রমে বিনা অনুমতির লবণ লইয়া যাওনের নিমিত্তে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার জরিমানা হয় ইহাভিন্ন অন্য কোন দণ্ডাবজ্ঞক্রমে হয় না কিন্তু ইঙ্গরেজী

মূলের লিখিত বিশেষ বিষয় এবং রওয়ানা নূতন কি তবদীলী অথবা আৎরাফী রওয়ানা কি বিশেষ রওয়ানা ভিন্ন অন্য কোন বস্তা মোতাবেক লইয়া যাওনের দণ্ডের জন্য না হইবার কথা

১৮১৯

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সাল ৪ চতুর্থ আইন—

১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৩৬ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণের লিখিত হুকুমমত ছাড়চিঠীর অনুসারে ১০০ একশত মোনের অধিক না হয় এমত অল্প পরিমাণের লবণ লইয়া যাইতে দণ্ডের যোগ্য হয় না অতএব লবণ জব্দ কি অন্য কোন দণ্ডকরা জাবেতামত চালান কি সাহায্যকারি অন্য যে কোন দস্তাবেজ রাখিতে ও দেখাইতে আবশ্যক তাহাতে দৃষ্টি না করিয়া কেবল পূর্ব্বের লিখিত দস্তাবেজ অর্থাৎ রওয়ানা ইত্যাদিতে দৃষ্টি করিয়া ধার্য্য হইবেক আর যদি ওজন করিয়া লবণ বেশী পাওয়া যাওনহেতুক উপরের লিখিত আইনের ৪১ ধারার লেখা হুকুমানুসারে তাহা জব্দের যোগ্য হইবেক কি না এমত সন্দেহ জন্মে তবে ঐ সমুদয় লবণ রওয়ানা নূতন কিম্বা তবদীলী রওযানা অথবা আৎরাফী রওয়ানা কি বিশেষ রওয়ানার লেখা পরিমাণের সমুদয় লবণের সহিত মিলান যাইয়া ঐ সমুদয় লবণ জব্দ হইবেক কিম্বা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবেক কিন্তু এই আইনের লিখিত কোন হুকুমক্রমে এমত বোধ না হয় যে লবণ লইয়া যাওনিয়ার জাবেতামত চালান লইতে কি তাহা না লওনের কিম্বা অন্য কোন অবিহিত কর্ম্মকরণের নিমিত্তে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা হইতে বারণ আছে ইতি—

অতএব লবণ জব্দ কি অন্য কোন শাস্তি চালান কি সাহায্যকারি অন্য কোন দস্তাবেজে দৃষ্টি না করিয়া কেবল রওয়ানাপ্রভৃতিতে দৃষ্টি করিয়া ধার্য্য হইবার কথা—

লবণ লইয়া যাওনিয়া জাবেতামত চালান লইবার ও তাহা না লইলে তাহার কি অন্য কোন অবিহিত কর্ম্মের কারণ যে শাস্তি নিরূপিত আছে তাহা পাইবার কথা—

সমাপ্ত ঃ—

(A True Translation,)
C. G. UDNY,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন

দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার নির্ব্বাহকরণে ইউরোপীয় কার্য্যকারক সাহেবেরা ভারতবর্ষীয় শিষ্টবিশিষ্ট লোকদিগের সাহায্যাবলম্বনে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার এবং কোনং মোকদ্দমায় মুফ্তীদিগের ফতওয়া মতান্তরকরণের অথবা তাহা না লইয়া কার্য্যকরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের তারিখ ৩১ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৯ সালের ১৭ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৩৯ সালের ১৯ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৩৯ সালের ১৮ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৯ সালের ৪ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৮ সালের ২ রবীয়ল আউওলে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি

হেতুবাদ— দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের ইউরোপীয় কার্য্যকারক সাহেবেরা তাঁহারদের সম্মুখে যেং মোকদ্দমা উপ

হঁত—

হিত হয় তাহার বিচারকরণের অর্থে এতদ্দেশীয় মান্য লোক দিগের সহায়তা লইয়া কার্য্য করিতে উচিত বোধ হইল এবং কলিকাতা রাজধানীর অন্তঃপাতী যে২ লোক মুসলমানের মতাবলম্বী নহেন তাঁহারদের মধ্যে অনেকের মনে এ বিষয়ে খেদ হয় যে মুসলমানের শরার মতে তাঁহারদের মোকদ্দমা চলিতেছে ও শাস্তির হুকুম হইতেছে মধ্যে২ সরকারের যে সকল আইন জারী হইয়াছে তাহাতে এপ্রকার লোকদিগের মোকদ্দমার একপে বিচারকরা অনাবশ্যক অতএব ঐ সকল বিচারের মতান্তর হওয়া বড় উপযুক্ত বোধ হইল এবং নিজামৎ আদালতের এক২ জন জজসাহেবের [illegible] যে২ ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে মুফতীদিগের ফতওয়া অন্যথা করিতে ঐ২ সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে ঐ ক্ষমতাক্রমে ঐরূপ সমস্ত মোকদ্দমায় ফতুয়া লওনের যে আবশ্যক ছিল তাহা রহিত হইয়াছে এবং তৎসংপৃক্ত মুফতীকে বেতন দিয়া রাখণের যে প্রয়োজন ছিল তাহাও বিলুপ্ত হইল অতএব নীচের লিখিতব্য অনুমতক্রমে নির্দিষ্ট হইল এবং ঐ২ হুকুম কোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর অধীন সমস্ত দেশে জারী হইবেক ইতি [illegible]

[illegible] ধারা [illegible]

এই আইনের [illegible] [illegible]

এই আইনানুসারে হুকুম হইল যে এ আইনের ইহার

পরের

পরের ধারার লিখিত ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতের ইউরোপীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবকে অর্পণ করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে উচিত বোধ করিলে তাহা দিতে পারিবেন এবং ঐ কার্য্যকারক সাহেব ঐ ক্ষমতানুসারে কোন বিশেষ জিলার কোন বিশেষ মোকদ্দমায় অথবা সামান্যতঃ ঐ কার্য্যকারক সাহেবের সম্মুখে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সেই মোকদ্দমায় এবং তিনি দেশের মধ্যে যে কোন স্থানে নিযুক্ত থাকেন সেই স্থানে কার্য্য করিতে পারিবেন. কিন্তু জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ঐরূপ ক্ষমতা রহিত করিতে উচিত বুঝিলে করিতে পারিবেন ইতি—

দেওয়ানী আদালতের ইউরোপীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবকে অর্পণ করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা রাখিবার কথা—

এবং অর্পণকরা ঐরূপ ক্ষমতা রহিত করিতে উচিত বুঝিলে করিতে পারিবার কথা—

৩ ধারা—

১ প্রথম প্রকরণ— প্রথমতঃ উপস্থিত কি আগামি হওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারকরণে উপরের উক্তমত ক্ষমতাপন্ন ইউরোপীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি অনুমতি আছে যে নীচের লিখিতব্য তিন প্রকারের কোন এক প্রকারে এদেশীয় মান্য লোকদিগের সহায়তা লইতে পারেন ইতি—

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যকারক সাহেব এরূপ ক্ষমতাপন্ন হইলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে এ দেশীয় মান্য লোকদিগের সহায়তা লইতে পারিবার কথা—

২ দ্বিতীয় প্রকরণ— প্রথমতঃ ঐ সাহেব পঞ্চাইতরূপে নিয়োজিত ব্যক্তিদিগকে ঐ মোকদ্দমা অথবা তদঘটিত কোন

পঞ্চাইতের কথা—

বিশেষ—

বিশেষ বিষয়ের বিবেচনার ভার অর্পণ করিতে পারেন্ তাঁহার দিগের কর্ত্তব্য যে আদালতহইতে স্বতন্ত্র হইয়া তাহা তদন্ত করিয়া তাহার রিপোর্ট করেন্ পঞ্চাইতের লোক দিগের স্থানে যাহা অর্পণ হইবেক তাহা ও তাহার উত্তর লিখিয়া দিতে হইবেক এবং তাহা মোকদ্দমার কাগজের নথীতে গাঁথিয়া রাখিতে হইবেক ইতি—

আসেসরের কথা—

৩ তৃতীয় প্রকরণ— দ্বিতীয়তঃ ঐ সাহেব দুই অথবা ত তোধিক লোককে আসেসর অর্থাৎ সহকারী এতাবতা আদা লতের মেম্বর নিযুক্ত করিতে পারিবেন তাঁহারদিগকে নিযুক্ত করণের অভিপ্রায় এই যে তাঁহারদের বিবেচনাক্রমে বিশেষতঃ সাক্ষি দিগের জোবানবন্দী লওয়াতে উপকার হইবেক প্রত্যেক আসেসর আপনং মত স্বতন্ত্রং কহিলে পর তাহার বিচার হই বেক এবং কোন আসেসর অথবা ঐ সাহেব ইচ্ছা করিলে আসেসরেরদের বিবেচনার কথা লেখা গিয়া মোকদ্দমার কাগজের নথীতে গাথা যাইবেক ইতি—

জুরীর কথা—

৪ চতুর্থ প্রকরণ— তৃতীয়তঃ কার্য্যকারক সাহেব জুরীর ন্যায় তাঁহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন ঐ রূপ হইলে তাঁহারা মোকদ্দমার বিচারের সময়ে উপস্থিত থাকিবেন এবং মোকদ্দমাহওনসময়ে যে বিষয় তাঁহারদের জিজ্ঞাস্য বোধ হয় তাহা জানাইবেন এবং তাহাতে যদি কোন আপত্তি বোধ না হয় তবে ঐ সাহেব যথাসাধ্য তাঁহারদের

জিজ্ঞাসিত—

জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সম্বাদ পাওনের উদ্যোগ করিবেন এবং বিবেচনাকরণের পর তাঁহারা আপনারদের মত জানাইবেন জুরীর ব্যক্তিরা যে রূপে বাচনী করা যাইবেক এবং কত জন তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইবেনএবং তাঁহারা যেরূপে আপনারদের মত জানাইবেনএসকল ঐ আদালতেরসাহেব নিরূপণ করিবেন ইতি

৫ পঞ্চম প্রকরণ—কিন্তু ইহাও স্পষ্টরূপে জানা কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত তিন প্রকরণের লিখিত যে কোন মতে কার্য্য সম্পাদন হউক চূড়ান্ত হুকুমের ভার আদালতের কর্ত্তৃত্ব কারি সাহেবের প্রতিই থাকিল ইতি—

এই রূপ হইলেও চূড়ান্ত হুকুমকরণের ভার কর্ত্তৃত্বকারি সাহেবের উপরেই থাকিবার কথা

৪ ধারা—

১ প্রথম প্রকরণ—যে সকল ফৌজদারী আদালতে দায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেব অথবা সশন জজসাহেব বৈঠক করেন সেই আদালতে পূর্ব্বোক্ত ধারার হুকুমসকল খাটি বেক কিন্তু সরকারহইতে এ বিষয়ের কোন বিশেষ ক্ষমতা পাওনের আবশ্যক নাই এই আইনের হুকুমানুসারে যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক সে সকল মোকদ্দমায় মৌলবীর ফতওয়া লইবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু আদাল তের সাহেবের ইচ্ছানুসারে ফতওয়া লওয়া কি না লওয়া যাই বেক এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত কোন হুকুম তাহার বিরুদ্ধ থাকিলেও প্রতিবন্ধক হইবেক না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ফতওয়া না লওয়া গিয়া যে২ মোকদ্দমার বিচার হয় এবং

উপরের উক্ত হুকুম ফৌজদারী আদালতে খাটিবার কিন্তু সরকার হইতে তদ্বিষয়ি কোন বিশেষ ক্ষমতাপাওনের আবশ্যকতা না হইবার কথা—

এরূপে যে২ মোকদ্দমার বিচার হয় তাহাতে মৌলবীর ফতওয়া লওনের আবশ্যক না হইবার কথা—

ফতওয়া না লওয়া গিয়া থাকিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা—

অপ[illegible]ধির—

অপরাধির যে অপরাধ সাব্যস্ত হয় যদি সেই অপরাধের শাস্তিকরণের ক্ষমতা বিশেষরূপে আইনানুসারে ঐ২ সাহেবেরে না দেওয়া গিয়া থাকে তবে ঐ সাহেব শাস্তির হুকুম না দিয়া নিজামৎ আদালতের বিবেচনাকরণের নিমিত্তে তাহা অর্পণ করিবেন এবং বাহুল্যরূপে আপন রোয়দাদে যে অপরাধ প্রমাণ হইল তাহার নাম ও যে প্রকার বা যেপর্য্যন্ত শাস্তিকরা উচিত এবিষয়ে পঞ্চাইতের কি আসেসরের অথবা জুরীর এবং আপনার মত লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি

কর্ত্তৃত্বকারি সাহেবের প্রতি শাস্তির হুকুম করিতে ক্ষমতা থাকিলে ফৌজদারী মোকদ্দমাতে চূড়ান্ত হুকুমকরণের ভার তাঁহার প্রতিই থাকিবার কথা—

২ দ্বিতীয় প্রকরণ — ফৌজদারী মোকদ্দমার বিষয়ে ইহা জানা কর্ত্তব্য যে এআইনক্রমে যে সকলমতে কার্য্য করিতে হয় তাহার কোন এক মতে কার্য্য হইলে চূড়ান্ত হুকুমকরণের ভার ঐ আদালতের কর্ত্তৃত্বকারি সাহেবের প্রতিই থাকিল কিন্তু ইহাও আবশ্যক যে যদি যে শাস্তির হুকুম দেওয়া গিয়া থাকে চলিত আইনানুসারে সেই শাস্তির হুকুম দেওনের ক্ষমতা ঐ সাহেবের প্রতি থাকে ইতি—

৫ ধারা —

মুসলমানের মতাবলম্বি ভিন্নেরা মুসলমানের শরার মতে তাঁহারদের মোকদ্দমার বিচার না হওনের জন্যে দাওয়া করিতে পারিবার কথা—

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইন ও ১৮০৩ সালের ৭ আইনে অথবা ঐ রূপ যে কোন আইনে নিজামৎ আদালত এবং দওরায়সায়েরী আদালতে ফতওয়াদেওনের হুকুম আছে এবং ঐ২ আদালতে শরিয়তের হুকুম মুসলমানের শরার মতে দেওনের হুকুম আছে তাহা মতান্তর হইবাতে এই হুকুম হইল

যে —

যে মুসলমানের মতাবলম্বিভিন্ন যে কোন ব্যক্তির আসামি আইনানুসারে বিচার্য্য কোন অপরাধের মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইয়া উপস্থিত থাকে সে ব্যক্তি মুসলমানের শরার ফতওয়ামতে বিচার না হওনের জন্যে দাওয়া করিতে পারিবেক এবং তাহা হইলে যে ছয়েরনায়েরীর কমিশ্যনর সাহেব অথবা যে জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে বৈঠক করেন ঐ সাহেব ঐ আপত্তি গ্রাহ্য করিয়া এই আইনের ৪ ধারার লিখিত তিন মতের কোন এক মতানুসারে মোকদ্দমার বিচার করিবেন এবং মৌলবীর ফতওয়া ঐ মোকদ্দমায় লইবেন না ইতি—

[illegible]

এই২ স্থানে জজেরা হেব এআইনের ৪ ধারার লিখিত তিন মতের কোন এক মতানুসারে মোকদ্দমার বিচার করিবার কথা—

৬ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৭৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৮ আইনের ১২ ধারা ও ১৮০৮ সালের ৮ আইনের ৭ ধারা ও ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ৩ ধারা এবং ১৮৩১ সালের ৬ আইনের ৪ ধারা এবং চলিত অন্য যে কোন আইনে নিজামৎ আদালতের কাজীওলকুজ্জাত অথবা মুফ্তীদের সংখ্যা ও কর্ম্ম লিখিত আছে তাহা গুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে উত্তর কালে শ্রীযুক্ত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ঐ২ আদালতের কার্য্যের বাহুল্য অথবা অল্পতা দেখিয়া যত জন মুফ্তী নিযুক্ত করিতে উচিত বুঝিবেন তত জনকে নিযুক্ত করিবেন এবং যে সকল মোকদ্দমা

নিজামৎ—

নিজামৎ আদালতের চূড়ান্ত হুকুমের নিমিত্তে অর্পণ হইবেক সেই সকল মোকদ্দমার প্রত্যেক মোকদ্দমায় মুফ্তীর ফতওয়া লওনের আবশ্যক হইবেক না কিন্তু যে জজ অথবা জজসাহেবদিগের নিকটে এই আইনের ৫ ধারানুসারে যে মোকদ্দমাতে ফতওয়া লইতে নিষেধ আছে তাহা ভিন্ন অন্য যে মোকদ্দমা দরকার হইয়া থাকে তাহাতে ঐ সাহেব কি সাহেবেরা আপনারদিগের বিবেচনানুসারে উচিত ও আবশ্যক বুঝিলে ফতওয়া লইতে বা না লইতে পারিবেন ইতি

নিজামৎ আদালতের জজসাহেবেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে ফতওয়া লইতে বা না লইতে পারিবার কথা

বিশেষ বিধির কথা

সমাপ্ত ঃ

(A True Translation,)

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সাল ৭ সপ্তম আইন—

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের কোন২ হুকুম মতা ওর করিবার এবং ঐ আইনের বিষয়ি অন্য কতক হুকম নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের তারিখ ১৬ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৯ সালের ১ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ৭ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ২ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৯ সালের ৭ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৪৮ সালের ২১ জমাদীয়ল আউওলে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।—

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ রূপে সফলকরণের অর্থে আবশ্যক হইল যে ঐ আইনের লেখা হুকুমক্রমে যে২ রূপে কার্য্য করিতে হইবেক তাহা যথাসাধ্য হেতুবাদ—

প্রকৃতরূপে—

প্রকৃতরূপে নির্দ্দিষ্ট করা যায় এবং এমত বোধ হইল যে ঐ আইনের লেখা কোন২ হুকুম মতান্তর করিলে উপকার দর্শিবেক একারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ২ হুকুম ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী হইবেক ইতি।—

২ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে জিলা আদালতের করা ফয়সলার উপর আপীল তিন মাসের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবার কথা—

১ প্রথম প্রকরণ—ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২ ধারানুসারে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে অর্পণকরা ক্ষমতাক্রমে যে২ জিলা বা শহরে ঐ শ্রীযুত ঐ আইনের হুকুম চলন করিতে হুকুম দিয়াছেন কি উত্তর কালে দিবেন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারায় প্রবিন্স্যল আদালতের সাহেবদিগের করা ফয়সলার উপর আপীলকরণের যে মিয়াদ অর্থাৎ যে তিন মাস মিয়াদ নিরূপণ আছে ঐ২ জিলা বা শহরের জজসাহেবের করা ফয়সলার উপর আপীল কি খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করিবার অর্থে সেই মিয়াদ নিরূপিত থাকিল ইতি

প্রধান সদর আমীনের করা ফয়সলার উপর আপীল তিন মাসের মধ্যে জজসাহেবের নিকট করিতে হইবার কথা—

২ দ্বিতীয় প্রকরণ—ঐ২ মতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১২ ধারায় জিলা বা শহরের আদালতের জজ সাহেবের করা ফয়সলার উপর প্রবিন্স্যল আদালতে আপীল করণের অর্থে যে তিন মাস মিয়াদ নিরূপণ আছে প্রধান সদর

আমীনের—

আমীনের করা ফয়সলার উপর ঐ মিয়াদের মধ্যে জিলা বা শহরের জজসাহেবের নিকটে আপীল করিতে হইবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ— সদর আমীন কি মুনসেফের করা ফয়সলার উপর আপীলকরণের মিয়াদ পূর্ব্বের মত ৩০ ত্রিশ দিন নিরূপিত থাকিল এই প্রকরণের আপীলকরণের মিয়াদ ও পূর্ব্বের লিখিত দুই প্রকরণের আপীলকরণের নিরূপিত মিয়াদ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ প্রকরণের লেখা হুকুমানুসারে হিসাব করা যাইবেক ইতি।—

মুনসেফ ও সদর আমীনের করা ফয়সলার উপর আপীল ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে করিতে হইবার কথা—

৪ চতুর্থ প্রকরণ— জানান যাইতেছে যে আপীলকরণের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে মুসলমানের কি হিন্দুর কোন পরব অথবা নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামের দিন পড়িলে পূর্ব্বের লিখিত মিয়াদের ন্যূনতা হইবেক না কিন্তু কোন পরব কি বিশ্রামপ্রযুক্ত আদালত বন্ধ হইলে যদি সেই দিন পূর্ব্বোক্ত মিয়াদের শেষ দিন হয় তবে পুনরায় আদালত আরম্ভ হইবামাত্র আপেলাণ্টদরখাস্ত করিলে তাহার কোন অপরাধ হইবেক না ইতি।—

পরব মধ্যে পড়িলে উপরের লিখিত হুকুমের অন্যথা না হইবার কথা—

৩ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলে যে হুকুম আছে যে জিলা কি শহরের জজসাহেবের আদালতের সওয়ালজওয়াব ১ এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক তাহা নতাহর হইবাতে হুকুম হইল যে

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনক্রমে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের আদালতের সওয়ালজওয়াব ৪ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা হইবার কথা

১০০০ এক হাজার টাকার অনধিক সংখ্যা বা মূল্যের দাওয়ার বিষয়ি প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা এবং সদর আমীন ও মুনসেফের করা ফয়সলার উপর আপীলহওয়া মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াবব্যতিরেকে যেং জিলা বা শহরে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম চলন হইয়াছে কিউত্তর কালে হইবেক সেইং জিলা বা শহরের জজসাহেবের আদালতের সমস্ত সওয়ালজওয়াব ৪ চারি টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক উপরের বিশেষ করিয়া লেখা দুই প্রকার মোকদ্দমার সমস্ত সওয়ালজওয়াব পূর্ব্বের মত কেবল ১ এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ইতি।

বিশেষ বিধির কথা

৪ ধারা

প্রধান সদর আমীন দস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণের ভারের যোগ্য হইবার কথা

দস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণবিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ৪ আইনের লিখিত হুকুম মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শহরের জজসাহেব উচিত বুঝিলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতি পাইয়া দস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণের ভার সদর মোকামনিবাসি প্রধান সদর আমীনের হাতে দিতে পারিবেন এবং ঐ কার্য্য নির্ব্বাহের অর্থে যে সকল হুকুম এক্ষণে চলন আছে তাহা ঐ প্রধান সদর আমীনের উপর খাটিবক ও ঐ প্রধান সদর আমীন যত কাল ঐ কর্ম্ম করিতে থাকেন তত কাল ঐ কার্য্যনির্ব্বাহের

অর্থে

অর্থে যত রসুম আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা পাইবেন ইতি।—

৫ ধারা—

১ প্রথম প্রকরণ—ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৯ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে সাক্ষিরদিগ্‌কে হাজির করাইবার নিমিত্তে তলবচিঠী জারীকরণের কারণ কোন রসুম দাওয়া করিতে কি লইতে মুনসেফদিগ্‌কে নিষেধ আছে এবং ঐ ধারার ৪ প্রকরণক্রমে উভয় বিবাদির মধ্যে কোন ব্যক্তি অথবা তাহার উকীল নিজে তলবচিঠী জারী করিবেক এমত হুকুম আছে কিন্তু ঠিক ঐ হুকুমমতাচরণ করিলে ক্লেশ হইতে পারে এবং সম্প্রতি মুনসেফেরা যে ভারি মোকদ্দমা শুনিতে ক্ষমতা পাইয়াছে ঐ মোকদ্দমাতে বিশেষ ক্লেশ হইতে পারে এপ্রযুক্ত এক্ষণে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে ঐ তলবচিঠী বাহির হয় সে ব্যক্তি তাহা নিজে কি অন্য ব্যক্তির দ্বারা জারী না করিয়া যদি এক জন পেয়াদার মারফতে জারী করিতে চাহে তবে মুনসেফের ক্ষমতা আছে যে ঐ বিষয়ের তলবানা লয় ইতি।—

যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে হুকুমনামা বাহির হয় তাহার ইচ্ছানুসারে হুকুম জারীকরণের নিমিত্তে মুনসেফেরা তলবানা লইতে পারিবার কথা—

২ দ্বিতীয় প্রকরণ—যে জিলা বা শহরের এলাকার মধ্যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম চলন হইয়াছে কি হইবেক ঐ জিলা কি শহরের জজসাহেবেরা আপনারদিগের এলাকার মধ্যের মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরা দেওয়ানী বিষয়ের হুকুমনামা জারী

হুকুমনামা জারীকরণের অর্থে যেং পেয়াদা নিযুক্ত হইবেক তাহারদের ইসমনবীসী প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরা রাখিবার কথা—

করিবার—

করিবার নিমিত্তে যে২ পেয়াদা নিযুক্ত করিতে চাহেন তাহারদের ইসমনবীসী মুনসেফপ্রভৃতির স্থানে তলব করিবেন এবং যত পেয়াদার দরকার তাহা তহকীক করিয়া যে২ ব্যক্তিকে এ কর্ম্ম করণের নিমিত্তে উপযুক্ত জানেন তাহারদিগকে বাচনী করিয়া তাহারদের নাম ও তাহারদের পিতার নাম ও তাহারদের বয়ঃক্রম ও বাসস্থান ও চেহারা ইসমনবীসী বহীতে লিখিতে হুকুম করিবেন ইতি।

উপরের লিখিত রেজিষ্টরীকরা পেয়াদাভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীন দিগকে নিষেধের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ — এই ধারার হুকুমক্রমে যে২ গতিকে উভয় বিবাদির মধ্যে কোন ব্যক্তির দ্বারা হুকুমনামা জারী না হইয়া আদালতের কোন পেয়াদার মারফতে জারী হয় সেই২ গতিকে মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনদিগকে নিষেধ হইল যে জজসাহেবের বিশেষ অনুমতিব্যতিরেকে তাঁহারা উপরের লিখনমতে রেজিষ্টরীকরা পেয়াদাভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না ইতি।

ঐ২ গতিকের তলবানা বিষয়ি হুকুমের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ — উপরের লিখিত হুকুমক্রমে যে২ পেয়াদা নিযুক্ত হইবেক তাহারদের উপর ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৪ ধারার ৪।৫।৬।৭ প্রকরণের লিখিত হুকুম খাটিবেক ঐ২ প্রকরণের হুকুমেতে জজসাহেবের আদালতের নাজিরের যে২ কর্ম্ম করিতে হয় তাহা মুনসেফের আদালতে মুনসেফেরা নিজে করিবেক কিন্তু ঐ২ গতিকে যে

তলবানা

তলবানা লওয়া যাইবেক তাহা জজসাহেবের আদালতসম্পকীয় তলবানার চারি হিস্যার তিন হিস্যা হইবেক ও ঐ তলবানার কোন হিস্যা মুনসেফেরা নিজে লইবেক নাইতি।

প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরা আপনং সিরিশ্তায় নাজির রাখিবার কথা

৫ পঞ্চম প্রকরণ—প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরা আপনং সিরিশ্তার মধ্যে নাজিরনামে খ্যাত আমলা রাখিবেক এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৪ ধারার ৮ প্রকরণের হুকুম ঐ নাজিরের উপর খাটিবেক ইতি।

৬ ধারা

ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ৩ আইনের ৪ ধারা রদ হইবার কথা

১ প্রথম প্রকরণ—ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ৩ আইনের ৪ ধারায় মুনসেফের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা রাজীনামাক্রমে রফা হইলে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের ইষ্টাম্পের রসুম ফিরিয়া দিতে নিষেধ আছে তাহা সম্প্রতি রহিত হইল ইতি।

মুনসেফের সমক্ষে রাজীনামাক্রমে মোকদ্দমা রফা হইলে কোনং গতিকে রসুম ফিরিয়া দিবার কথা

২ দ্বিতীয় প্রকরণ—জানান যাইতেছে যে মুনসেফের আদালতে রাজীনামা হইয়া যে মোকদ্দমার রফা হয় তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারার ২।৩ প্রকরণের হুকুম খাটিবেক ইতি।

৭ ধারা

সদর আমীন ও মুনসেফেরা আপনং ডিক্রী জারীকরিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার কথা

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১১ ধারা রদ হইল ও ঐ সালের ৫ আইনের ২২ ধারায় প্রধান সদর আমীনদিগকে আপনারদিগের করা ডিক্রী জারী করিবার যে হুকুম

দেওয়া

বিশেষ বিধির কথা

দেওয়া গিয়াছে ঐ হুকুম ঐ আইনানুসারের নিযুক্ত মুনসেফ ও সদর আমীনের উপরও খাটিবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে দেওয়ানীবিষয়ি কোন হুকুমনামা জারীকরণের অর্থে ঐ কার্য্যকারকেরা উক্ত হুকুমক্রমে আপন২ ক্ষমতায় কোন আসামীকে কয়েদ করিবার হুকুম দিতে পারিবেন না ঐ প্রকার কয়েদকরণের হুকুমদেওনের আবশ্যক হইলে যে কার্য্যকারকের দ্বারা আসামী গেরেপ্তার হইয়া থাকে ঐ কার্য্যকারক তাহাকে কয়েদরাখণের নিমিত্তে যে খোরাকী আমানৎ হইয়া থাকে তাহাসমেত জিলা বা শহরের জজসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং জিলা বা শহরের জজসাহেব তাহাকে কয়েদ না করিবার কোন হেতু দেখা যাওনব্যতিরেকে আপন আমলার দ্বারা তাহাকে জেলখানায় কয়েদ করিবার হুকুম দিবেন ঐ২ গতিকে মুনসেফ বা সদর আমীনের করা হুকুমের আপীল হইলে জিলা বা শহরের জজসাহেব যে হুকুম করিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

মুনসেফ ও সদর আমীনের করা হুকুমের আপীল হইলে জজসাহেবের হুকুম চূড়ান্ত হইবার কথা—

৮ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণ রদ হইবার কথা—

বারাণসদেশের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে যে মোকদ্দমার ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ে এক ধর্ম্মাক্রান্ত না হইয়া জাতিভেদ থাকে সে মোকদ্দমায় আসামীর জাতিধর্ম্মানুসারে আর মুসলমান ও হিন্দু উভয় জাতির মোকদ্দমাছাড়া

কোন—

কোন বিলায়তী কি বর্ণান্তরের মোকদ্দমা হইলে তাহাতে ফরিয়াদীর জাতিধর্ম্মক্রমে ফতওয়া কি ব্যবস্থা লন্ তাহা এক্ষণে রদ হইল এবং হকদারী কি ওয়ারিসী কিম্বা পুণ্যক্রিয়ার সম্পর্কীয় কিম্বা কুলাচার ও ব্যবহারক্রমের বিবাহ ও নিকা কিম্বা জাত্যংশাদিঘটিত যেং মোকদ্দমা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মধ্যে২ উপস্থিত হয় সেই মোকদ্দমায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৫ ধারার হুকুম এবং তদনুরূপ ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ১ প্রকরণের হুকুম খাটিবেক ইতি।

যেং গতিকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৫ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ১ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক তাহার কথা।

৯ ধারা

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হুকুমের অভিপ্রায় এই যে যে সময়ে ধর্ম্মসম্পর্কীয় যে কোন বিধিক্রমে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় সেই সময়ে যে ব্যক্তি ঐ প্রকার ধর্ম্মের মতাবলম্বী নিতান্ত ছিল সেই প্রকার লোকভিন্ন অন্য কাহারু সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না যেহেতুক ঐ২ লোকদিগের স্বত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্তে ঐ২ হুকুম দেওয়া যায় এবং অন্য২ লোকের স্বত্বহানির নিমিত্তে নহে অতএব দেওয়ানী কোন মোকদ্দমাতে উভয়পক্ষেরা ভিন্ন২ মতাবলম্বী হইলে অর্থাৎ একপক্ষে হিন্দু হইলে ও অন্য পক্ষে মুসলমান হইলে অথবা উভয়পক্ষের মধ্যে এক কিম্বা তোধিক পক্ষীয় লোক না হিন্দু না মুসলমান হইলে ঐ২ ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিধিব্যতিরেকে

যেং ব্যক্তির উপর উপরের লিখিত আইনের হুকুম খাটিবেক তাহার কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমায় উভয় বিবাদী ভিন্ন মতাবলম্বী হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা

ঐ২

ঐ২ লোকের যে২ স্বত্ব হইত ঐ২ স্বত্বের হানি ঐ২ ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিধিতে হইবেক না এ প্রকার সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ন্যায় ও ধর্ম্ম ও উত্তম বিবেচনানুসারে হইবেক কিন্তু স্পষ্ট জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের হুকুমের তাৎপর্য্য এমত নহে যে তা হাতে ইঙ্গলণ্ডীয় কি অন্য২ দেশীয় ব্যবস্থা চালান যায় অথবা উপরের উক্ত ন্যায় ও ধর্ম্ম ও উত্তম বিবেচনানুসারে যে কোন হুকুম না হইতে পারে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে ইতি।

১০ ধারা

ভূমির মালগুজারীর বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথাকরণের অর্থে জাবেতামত যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরা শুনিতে পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৯ ধারা মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে ভূমির মালগুজারীর বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথাকরণের নিমিত্তে জাবেতামত মোকদ্দমা মূল্য বুঝিয়া প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফের নিকটে উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক ইতি।

১১ ধারা

উকীল ও মোখ্তারের রসুমবিষয়ি এবং ঐ রসুম উসুলকরণবিষয়ি হুকুমের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৫ ধারার ৪ প্রকরণ মতান্তর হইল এবং মুনসেফের আদালতে যে উকীল ও মোখ্তার সওয়ালজওয়াবকরণের কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারদিগকে দাওয়ার সংখ্যা বা মূল্য বুঝিয়া শতকরা ৫ পাঁচ টাকা রসুমের অধিক দিতে এবং আপন২ করা ডিক্রীর মধ্যে যে২ রসুম লেখা থাকে তাহাভিন্ন অন্য কোন রসুম

উসুল

উসুল করিবার হুকুমনামা জারী করিতে মুনসেফদিগকে নিষেধ হইল ইতি।—

১২ ধারা—

১ প্রথম প্রকরণ—ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইন কোন জিলায় চলনহওনের পরঅবধি করিয়া ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার ১ প্রকরণের লেখা হুকুম বিশেষ ক্ষমতা না পাওয়া রেজিষ্টরসাহেবেরা যে ডিক্রী করিবেন তাহার আপীলের উপর খাটিবেক ইতি।—

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইন কোন জিলার চলন হইলে রেজিষ্টরসাহেবের করা ডিক্রীর উপর যেং আপীল হয় তাহার নিষ্পত্তি যেরূপে হইবেক তাহার কথা—

২ দ্বিতীয় প্রকরণ—ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইন কোন জিলায় বা শহরে চলনহওনের পরঅবধি করিয়া বিশেষ ক্ষমতাপন্ন রেজিষ্টরসাহেবদিগের করা ফয়সলার উপর জিলা বা শহরের জজসাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক এবং ঐং মোকদ্দমাতে যেং আইন খাটে সে আইনের হুকুমক্রমে দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।—

বিশেষ ক্ষমতাপন্ন রেজিষ্টরসাহেবের করা ফয়সলার উপর যেং স্থানে আপীল হইবেক তাহার কথা—

১৩ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২৬ ধারা এবং ঐ আইনের ৩০ ধারার ১২ প্রকরণ মতাভর হইবাতে হুকুম হইল যে ঐ আইনের নিরূপিত জিলার জজসাহেবেরদের করা ফয়সলার উপর ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইন চলনহওনের পরঅবধি করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল করিতে হইবেক ইতি।—

জিলার জজসাহেবের করা ফয়সলার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল করিতে হইবার কথা—

১৪ ধারা—

আইনের ২৩ ধারার হুকুম খাটিবার কথা

তাহার উপর ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার হুকুম খাটিবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে জজসাহেবেরা যাহা করিয়াছেন তাহার অন্যথা না হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ — ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৮ আইন জারীহওনের পর অবধি করিয়া ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৪ ধারার ২ প্রকারণে যে সরাসরী বিচারকরণের হুকুম আছে জিলা বা শহরের জজসাহেবের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক কি না এ বিষয়ের সন্দেহ হওয়াতে পুনরায় হুকুম হইতেছে যে সে আইন জারীহওনের পূর্ব্বে ও পূর্ব্বের লিখিত প্রকরণের হুকুমানুসারে জজসাহেবেরা যে সরাসরী বিচার ও হুকুম করিয়াছেন তাহা শেষোক্ত আইনের হুকুমক্রমে মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের দ্বারা তাহার বিচার বা নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল বলিয়া অন্যথা হইবেক না ইতি।

৭ ধারা

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ২ আইনের ১১ ধারা ও ১৮২৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের হুকুম জিলা আদালতের মোকামভিন্ন অন্য কোন স্থানে থাকা প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের উপরও খাটিবার কথা

ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ২ আইনের ১১ ধারা এবং ১৮২৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের লিখিত হুকুম জিলা বা শহরের আদালতের মোকামভিন্ন অন্য কোন স্থানে থাকা প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের অথবা কোন মাজিষ্ট্রেটী বা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটী বা কালেক্টরী অথবা ডেপুটী কালেক্টরী সাহেবের এলাকার মধ্যের প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের উপর খাটিবেক ইতি।

১৮ ধারা

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সাল ৭ সপ্তম আইন—

১৮ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারার লিখিত কোন কথাক্রমে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের প্রতি ঐ ১৮৩১ সালের ৫ আইন চলন হওনসময়ে ভারতবর্ষজাত ব্যক্তিভিন্ন অন্য যে কোন ব্যক্তি সদর আমীনের পদে নিযুক্ত ছিলেন সেই ব্যক্তিকে ঐ আইন চলনহওনের পরেও ঐ সদর আমীনের পদে বহাল রাখিতে নিষেধ নাহি এবং ঐ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে বা পরে ঐ প্রকার ব্যক্তিরা আদালতসম্পকীয় যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা মঞ্জুর ও বলবৎ থাকিবেক ইতি—

ভারতবর্ষজাত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য যে ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইন কোন জিলায় চলনহওনের পূর্ব্বে সদর আমীনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন সেই ব্যক্তি তৎকর্ম্মে বহাল থাকিতে পারিবার কথা—

সমাপ্ত :—

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

[illegible]

১৮ ধারা

[illegible]

ইতি

A True Translation.

C. G. DUNY.

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের আইনের মধ্যগত স্থূলং বিষয়—

পোলীসের দারোগা—

দাস—

নিমক—

এদেশীয় জুরী ব্যক্তি—

সদর আমীন—

চব্বিশ পরগনা জিলা—

ঐ স্থূল বিষয়ান্তর্গত বিষয়সকল—

আসেসর	এদেশীয় জুরী ব্যক্তির বিষয়ান্তর্গত
সিঁধ ও চুরী	পোলীসের দারোগার বিষয়ান্তর্গত—
ছাড়চিঠী	নিমকের বিষয়ান্তর্গত—
মৌলবীর ফতওয়া	এদেশীয় জরী ব্যক্তির বিষয়ান্তর্গত
জিলা ও শহরের আদালতের মৌলবী	পোলীসের দারোগার বিষয়ান্তর্গত—
মুনসেফ উকীলপ্রভৃতি	সদর আমীনের বিষয়ান্তর্গত—
পঞ্চাইত	এদেশীয় জুরী ব্যক্তির বিষয়ান্তর্গত—
রওয়ানা ও চালানপ্রভৃতি	নিমকের বিষয়ান্তর্গত—
কলিকাতার শহরতলী	চব্বিশ পরগনা জিলার বিষয়ান্তর্গত—
সদর চৌকীদারী বক্শী	পোলীসের দারোগার বিষয়ান্তর্গত মতান্তরকরণ—

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের আইনের খোলাসা

মতান্তরকরণ ও শুধরণ ও রদকরণ ও বৃদ্ধিকরণইত্যাদি

যে২ আইন মতান্তরইত্যাদি করা গেল					যে২ আইনের দ্বারা		
সন	আইন	ধারা	প্রকরণ		আইন	ধারা	প্রকরণ
১৮০৯	৫	০	০				
১৮১৩	৮	০	০				
১৮২৩	৫	৬	০	বৃদ্ধিকরণ	১	০	০
১৮২৯	৮	০	০				
১৮১৭	২০	১০।১৫	০	মতান্তরকরণ	২	০	০
১৮১৮	১২	৭	০				
১৮১১	১৩	০	০	বৃদ্ধিকরণ	৩	০	০
১৮১৯	১০	৪১	০	স্পষ্টকরণওশুধরণ	৪	০	০
১৮০৩	৭।৮	০	০				
১৭৯৩	৯	৭৭	০				
১৮০৮	৮	৭	০	মতান্তরকরণ	৬	০	০
১৮১৭	৭	৩	০				
১৮৩১	৬	৪	০				
১৮৩১	৫	২	০	মতান্তরকরণ			
১৮২৯	১০	৪ চিহ্নিত তফসীল	০		৭	০	০
১৮২৪	৪	০	০	বৃদ্ধিকরণ			
ঐ	১৩	৩	০				
১৮১৭	৩	৪	০	রদ			

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের আইনের খোলাসা—

মতান্তরকরণ ও শুধরণ ও রদকরণ ও বৃদ্ধিকরণইত্যাদি—

যেই আইন মতান্তরইত্যাদি করা গেল					যেই আইনের দ্বারা		
সন	আইন	ধারা	প্রকরণ		আইন	ধারা	প্রকরণ
১৮৩১	৫	১১	০	রদ	৭	০	০
১৭৯৫	৮	৩	০	ঐ			
১৮৩১	৮	১৯	০	মতান্তরকরণ			
১৮১৪	২৩	১৫	১২				
১৮১৯	২	৩০	০				
১৮৩১	৬	৮	০				
১৮১৯	৮	০	০				
১৮২০	১	০	০				
১৮১৪	১৪	০	০	রদ	৮	০	০

পোলীসের

	আইন	ধারা	প্রকরণ
পোলীসের দারোগার বিষয়—			
পোলীসের দারোগার ক্ষমতার হুকুম শুধরা যাইবার এবং সাদা কাগজে দরখাস্ত দাখিল না হইলে কি মাজিষ্ট্রেট্ কিম্বা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের নিকটহইতে বিশেষ হুকুম না পাইলে শারীরিক হানিহওনব্যতিরেকে চুরী কি সিঁধ হইলে দারোগা কি পোলীসের অন্য আমলা সরেজমীনে যাইয়া তহকীক না করিবার এবং অপরাধের সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে গ্রেফ্তার না করিবার কথা ...	২	২	০
যে২ ব্যক্তির প্রতি ক্ষুদ্র২ চুরীর অপরাধ প্রমাণ হয় তাহারদিগকে শারীরিক শাস্তি ও মিয়াদী কয়েদের অতিরিক্ত পরিশ্রমকরণের শাস্তির হুকুম দিতে আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরা পারিবার কথা	ঐ	৩	০
চৌকীদারী পোলীসের সিরিশ্তার খরচের নিমিত্তে যে মাথোট আদায় হয় তাহাহইতে সদর চৌকীদারী বক্শীদিগের মাসিক বেতন ও নগদ টাকা দেওয়া যাইবার কথা	ঐ	৪	০
দাসের বিষয়—			
যে সকল দাস ও দাসী বাণিজ্যের কারণ			

ইঙ্গলণ্ডীয়—

	আইন	ধারা	প্রকরণ
ইঙ্গলণ্ডায় বাদশাহের অধান দেশ কি ভিন্নাধিকারদেশহইতে ফোর্ট উলিয়মের শাসিত দেশে কি ফোর্ট উলিয়মের শাসিত এক দেশহইতে অন্য দেশে আনীত হয় তাহারা দাসত্বহইতে মুক্ত হইবার কথা	৩	২	১
দাস ও দাসীকরণের নিমিত্তে আনীত পুরুষ ও স্ত্রী কি বালক বিক্রয়করণের শাস্তির কথা	ঐ	ঐ	২
নিমকের বিষয়—			
মূলের লিখিত বিশেষ বিষয় এবং রওয়ানা নূতন কি তবদীলী অথবা আংরাফী রওয়ানা কি বিশেষ রওয়ানাভিন্ন অন্য কোন দস্তাবেজক্রমে লবণ লইয়া যাওনের দণ্ডের কথা	৪	২	০
অতএব লবণ জব্দ কি অন্য কোন দণ্ড চালান কি সাহায্যকারি অন্য কোন দস্তাবেজে দৃষ্টি না করিয়া কেবল রওয়ানাপ্রভৃতিতে দৃষ্টি করিয়া ধার্য্য হইবার কথা	ঐ	ঐ	০
লবণ লইয়া যাওনিয়া জাবেতামত চালান লইবার ও তাহা না লইলে তাহার কি অন্য কোন অবিহিত কর্ম্মের কারণ যে শাস্তি নিরূপণ আছে তাহা পাইবার কথা	ঐ	ঐ	০

এদেশীয়—

	আইন	ধারা	প্রকরণ
এদেশীয় জুরী ব্যক্তির বিষয়—			
দেওয়ানী আদালতের ইউরোপীয় কোন কার্য্যকারক সাহেবকে নীচের লিখিতব্যমত ক্ষমতার্পণ করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর ক্ষমতা রাখিবার এবং অর্পণকরা ঐরূপ ক্ষমত রহিত করিতে উচিত বুঝিলে রহিত করিতে পারিবার কথা	৬	২	০
দেওয়ানী আদালতের কার্য্যকারক সাহেবেরা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে এদেশীয় মান্য লোকদিগের পঞ্চাইতের ন্যায় বা আসেসরের ন্যায় বা জুরীর ন্যায় সহায়তা লইতে পারিবার কিন্তু এরূপ হইলেও চূড়ান্ত হুকুমকরণের ভার কর্ত্তৃকারি সাহেবের উপরেই থাকিবার কথা	ঐ	৩	০
উপরের লিখিত হুকুম ফৌজদারী আদালতে খাটিবার কিন্তু সরকারহইতে ঐ বিষয়ের কোন বিশেষ ক্ষমতা পাওনের আবশ্যকতা না হইবার এবং এরূপে যেই মোকদ্দমার বিচার হয় তাহাতে বিশেষ পণ্ডিতের মৌলবীর ফতওয়া লইবার আবশ্যকতা না হইবার কিন্তু কর্ত্তৃকারি সাহেবের প্রতিই চূড়ান্ত হুকুমকরণের ভার থাকিবার কথা	ঐ	৪	০
মুসলমানের মতাবলম্বিভিন্নেরা মুসলমানের			

শরীয়—

	আইন	ধারা	প্রকরণ
শরার মতে তাহারদের মোকদ্দমার বিচার না হওনের জন্যে দাওয়া করিতে পারিবার এবং ঐ২ গতিকে জজসাহেব যে রূপে মোকদ্দমার বিচার করিবেন তাহার কথা	৬	৫	[illegible]
নিজামৎ আদালতের জজসাহেবরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে ফতওয়া লইতে বা না লইতে পারিবার কথা	ঐ	৬	ঐ
সদর আমীনপ্রভৃতির বিষয়			
জিলা আদালতের করা ফয়সলার উপর ৩ তিন মাসের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিতে হইবার এবং প্রধান সদর আমীনের করা ফয়সলার উপর ৩ তিন মাসের মধ্যে জজসাহেবের নিকটে আপীল করিতে হইবার এবং মুনসেফ ও সদর আমীনের করা ফয়সলার উপর ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীল করিতে হইবার কথা	৭	২	১।২।৩
পরন্ত মধ্যে পড়িলে উপরের লিখিত হুকুমের অন্যথা না হইবার কথা	ঐ	ঐ	৪
জিলা ও শহরের জজসাহেবের আদালতে প্রথমত উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমাভিন্ন অন্য মোকদ্দমা এবং দ্রব্যের মূল্য ১০০০৲ এক হাজার টাকার অধিক না হইলে সওয়ালজওয়াব ৪৲ চারি টাকা			

মূল্যের

	আইন	ধারা	প্রকরণ
মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবার এবং সদর আমীন ও মুনসেফের করা ফয়সলার উপর আপীল হইলে সওয়ালজওয়াব ১, এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার কথা	৭	৩	০
প্রধান সদর আমীন দস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণের ভারের যোগ্য হইবার কথা	ঐ	৪	০
যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে হুকুমনামা বাহির হয় তাহার ইচ্ছানুসারে হুকুম জারীকরণের নিমিত্তে মুনসেফেরা তলবানা লইতে পারিবার এবং হুকুম নামা জারীকরণের অর্থে যে২ পেয়াদা নিযুক্ত হইবেক তাহারদের ইসমনবীসী রাখিবার এবং তদ্ভিন্ন অন্য কোন পেয়াদাকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত না করিবার কথা	ঐ	৫	১।২।৩
ঐ২ গতিকের তলবানাবিষয়ি হুকুমের এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরা আপন২ সিরিশ্‌তায় নাজির রাখিবার কথা	ঐ	ঐ	৪।৫
রাজীনামাক্রমে মোকদ্দমা রফা হইলে রসুম ফিরিয়া দিবার নিষেধ রদ হইবার কথা	ঐ	৬	২
সদর আমীন ও মুনসেফেরা আপন২ ডিক্রী জারী করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার এবং ঐ বিষয়ের বিশেষ বিধির এবং মুনসেফ ও সদর আমীনের			

করা—

	আইন	ধারা	প্রকরণ
করা হুকুমের উপর আপীল হইলে জজসাহেবের হুকুম চূড়ান্ত হইবার কথা	৭	৭	০
আসামী ও ফরিয়াদীর মতাবলম্বি বিষয়ি বিধি রদ করিবার কথা	ঐ	৮	০
যে২ ব্যক্তির উপর উপরের লিখিত আইনের হুকুম খাটিবেক এবং দেওয়ানী মোকদ্দমায় উভয় বিবাদী ভিন্ন২ মতাবলম্বী হইলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা	ঐ	৯	০
ভূমির মালগুজারীর বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথাকরণের অর্থে জাবে তামত যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরা শুনিতে পারিবার কথা	ঐ	১০	০
উকীল ও মোখ্তারের রসুমবিষয়ি এবং ঐ রসুম উসুলকরণের বিষয়ি হুকুমের কথা	ঐ	১১	০
রেজিষ্টরসাহেবের করা ডিক্রীর উপর যে২ আপীল হয় তাহার নিষ্পত্তি যেরূপে হইবেক তাহার কথা	ঐ	১২	১
বিশেষ ক্ষমতাপন্ন রেজিষ্টরসাহেবের করা ফয়সলার উপর যে২ স্থানে আপীল হইতে পারিবেক তাহার কথা	ঐ	ঐ	২

জিলার—

	আইন	ধারা	প্রকরণ
জিলার জজসাহেবের করা কয়সলার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে খাসআপীল করিতে হইবার কথা	৭	১৩	০
পশ্চিমদেশের সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকাসম্পর্কীয় সমস্ত মোকদ্দমা ঐ আদালতে অর্পণ করিতে হইবার কথা	ঐ	১৪	০
সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজসাহেবের ক্ষমতার বিষয়ে যাহা লেখা আছে তাহা স্পষ্ট করা যাইবার কথা	ঐ	১৫	০
ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮২০ সালের ১ আইনানুসারে রেজিষ্টরসাহেব ও জজসাহেবদিগের দ্বারা যেং কার্য্য হইত তাহা রাজস্বের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগকে অর্পণ হইবার কথা	ঐ	১৬	১
ভারতবর্ষজাত ব্যক্তিভিন্ন অন্য যে ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইন কোন জিলায় চলন হওনের পূর্বে সদর আমীনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন সেই ব্যক্তি তৎকর্ম্মে বহাল থাকিতে পারিবার কথা	ঐ	১৮	০
চব্বিশপরগনা জিলার বিষয়—			
কলিকাতা শহরতলীর ৫ পাঁচ থানা চব্বিশ পরগনা—			

ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের ১২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার খোলাসা

	আইন	ধারা	প্রকরণ
পরগনা জিলায় শামিল হইবার কথা	৮	৩	০
শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ জিলার সরহদ্দের ফেরফার করিতে পারিবার কথা	ঐ	৪	০

সমাপ্তঃ

A True Translation,

G. F. HARVEY,

Acting Translator of Regulations.

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের যে২ তারিখে যে২ বিষয়ের যে২ আইন জারী হয় তাহার মধ্যে যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি—

১ প্রথম আইন .... ৫ ফেব্রুআরি—

আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর এলাকার মধ্যে যে২ দেশ আছে ঐ দেশের পরমিট ও শহরের মাসুলের কর্তৃত্ব ঐ বোর্ডে অর্পণ করিবার—

২ দ্বিতীয় আইন .... ১৫ মার্চ—

প্রবিন্স্যল আপীল আদালত উঠাইয়া দিবার ক্ষমতা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে অর্পণ করিবার—

৪ চতুর্থ আইন .... ৩ মাই—

যে বন্দুয়ানেরদিগের প্রতি পরিশ্রমকরণের দণ্ডাজ্ঞা হইয়া রাস্তাতে অথবা সরকারী এমারতে সরকারের নিযুক্তকরা সুপ

রিণ্টেণ্ডেণ্ট—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি—

রিটেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের অথবা তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরদের অধীনে কার্য্য করিতেছে পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার দিগকে অতিদৃঢ়রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার এবং তত্ত্বাবধারক সাহেবেরা ঐ বন্দুয়ান ও তাহারদের তৈনাতী সৈন্যেরদিগকে উপযুক্তরূপে শাসন করিতে পারিবার—

৫ পঞ্চম আইন .... ১৩ মার্চ—

ঢাকা শহরের এলাকা ও ঢাকা জলালপুর জিলা লইয়া এক জিলা করিবার—

৬ ষষ্ঠ আইন .... ৩ জুন—

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১৫ আইনের কতক২ রদ করিবার এবং সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া জিনিসের বিষয়ে অন্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার—

৭ সপ্তম আইন .... ১৩ জুলাই—

ফররোখাবাদী টাকার ওজন পরিবর্ত্ত করিয়া মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর তাবে দেশের চলিত টাকার সঙ্গে ঐ টাকার সমতা করিবার এবং কলিকাতার সিক্কা টাকার ওজন নিরূপণ করিবার এবং সমস্ত হিন্দুস্থানে ব্যবহারহওনার্থে যাহা অন্য সকল ওজনের মূল হইবেক এমত এক ওজন নিরূপণ করিবার—

৮ অষ্টম আইন—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালেরং ২২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার কিঞ্চিত্তি—

৮ অষ্টম আইন .... ২৩ আগস্ত—

জিলা ও শহরের আদালতে যে এক জন জজ নিযুক্ত আছেন্ তাঁহার অতিরিক্ত এক কি তাহাহইতে অধিক জজ মধ্যে২ নিযুক্ত করিবার—

৯ নবম আইন .... ৯ সেপ্তেম্বর—

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইন এবং ১৮২৮ সালের ৪ আইনের কতক২ মতান্তর করিবার এবং উপরের লিখিত ২ দুই আইনের হুকুমক্রমে রেবিনিউর যে কার্য্যকারক সাহেবেরা বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হন্ তাঁহারদের বিবেচনীয় নানা বিষয় খাতিরজমারূপে অতিত্বরায় নিষ্পত্তি পাইবার এবং গ্রামের হিসাব অবশ্য দাখিল করিবার এবং রেবিনিউসম্পর্কীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দিবার এবং মালিকানার দাওয়ার বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার প্রকৃতার্থ জানাইবার—

১২ দ্বাদশ আইন .... ৪ নবেম্বর—

আদালতের উকীলদিগকে বাচনীকরণ ও নিযুক্তকরণ ও মেহনতানাদেওনের বিষয়ি চলিত আইনের কতক২ হুকুম মতান্তর করিবার—

১৩ ত্রয়োদশ আইন—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা
হইল তাহার ফিরিস্তি —

১৩ ত্রয়োদশ আইন .... ২ দিসেম্বর —

রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলার দেওয়ানী আদালত উঠাইয়া দিবার এবং এক্ষণে রামগড় ও জঙ্গলমহাল ও মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত কএক প্রদেশের তত্ত্বাবধারণকরণের বিশেষ হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার —

সমাপ্তঃ —

A True Translation,

G. F. HARVEY,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ১ প্রথম আইন—

আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর এলাকার মধ্যে যে২ দেশ আছে ঐ ২ দেশের পরিমিট ও শহরের মাসুলের কর্ত্তৃত্ব ঐ বোর্ডে অর্পণ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ৫ ফেবুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৯ সালের ২৫ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ১ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ২৬ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৯ সালের ১ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৮ সালের ১৪ রমজানে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক উচিত বোধ হইল যে পরিমিট ও শহরের মাসুলের বিষয়ে যে পরাক্রম ও ক্ষমতা কলিকাতার পরিমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগেরে অর্পণ হইয়াছে— হেতুবাদ

য়াছে আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর তাবে যে২ দেশ হইয়াছে ঐ২ দেশসম্পর্কীয় পরিমিট ও শহরের মাসুলের বিষয়ে আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিন্যিউর সাহেবদিগেরে সেই ক্ষমতা অর্পণ করা যায় এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ২ হুকুম জারী ও চলন হয় ইতি—

২ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯।১০ আইনের কতক ভাগ ও ১৮২৬ সালের ৯ আইন ও অন্যা২ আইন মতান্তর করা যাইবার কথা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ১০ আইন ও ১৮৩২ সালের ৫ আইনানুসারে যে২ দেশ রেবিনিউসম্পর্কীয় আলাহাবাদের সদর বোর্ডের কর্তৃত্বাধীন হইয়াছে ঐ২ দেশসম্পর্কীয় পরিমিট ও শহরের মাসুলের কর্তৃত্ব পরিমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগেরে অর্পণ করিবার বিষয়ে যে২ হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ ও ১০ আইন এবং ১৮২৬ সালের ৯ আইন ও চলিত অন্যা২ যে আইনে লেখা আছে ঐ২ হুকুম নীচের লিখনক্রমে মতান্তর করা গেল ইতি।—

৩ ধারা—

যে২ দেশ রাজস্বসম্পর্কীয় আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্তৃত্বাধীন

সুবে বারাণসী দেশে ও দত্ত ও জয়করা দেশে এবং যে দেশ ইহার পূর্ব্বে দিল্লীর প্রধান কমিস্যনরসাহেবের তাবে ছিল—

ছিল ঐ দেশে এবং কুমাউ ও সাগর ও নর্ম্মদা দেশে এ আইন জারীহওনের তারিখহইতে আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের প্রতি ঐ২ দেশসম্পর্কীয় পরিমিট ও শহরের মাসুলের বিষয়ি সাধারণ কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধারণের ক্ষমতা হইবেক এবং রাজস্বের ঐ২ দেশসম্পর্কীয় মাসুল তহশীলের নিমিত্তে যে সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন তাঁহারদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন এবং উপরের লেখা ঐ সকল দেশের মধ্যের পরিমিট ও শহরের মাসুলের বিষয়ে কলিকাতার পরিমিট ও নিমক ও আফীমের বোর্ডের সাহেবদিগের আর কোন ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি,।—

ইহকাছে ঐ২ দেশের পরিমিট ও শহরের মাসুলের কর্ত্তৃত্ব ঐ বোর্ডে অর্পণ হইবার ও ঐ২ দেশের পরিমিট ও শহরের মাসুলের বিষয়ে কলিকাতার পরিমিট ও নিমক ও আফীমের বোর্ডের আর কোন ক্ষমতা না থাকিবার কথা—

সমাপ্ত :—

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ২ দ্বিতীয় আইন—

প্রবিন্স্যল আপীল আদালত উঠাইয়া দিবার ক্ষমতা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে অর্পণ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ১৫ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৩৯ সালের ৩ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ৯ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ৪ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৮৯ সালের ১০ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৪৮ সালের ২২ শওয়ালে জারী করিলেন ইতি—

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৭ ধারার ১ প্রকরণানুসারে ঐ আইনের হুকুম যে জিলা বা শহরে চলন হইয়াছে ঐ জিলা কি শহরের আদালতের ফয়সলার উপর আপীলহওয়া কোন মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে প্রবিন্স্যল আদালতের— হেতুবাদ—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ২ দ্বিতীয় আইন

আদালতের সাহেবদিগকে নিষেধ হইয়াছে অতএব কোন এলাকার সমস্ত জিলায় পূর্ব্বের লেখা আইন চলন হইলে ঐ এলাকার প্রবিন্স্যল আদালতরাখণের এই মাত্র আবশ্যক যে ঐ আদালতে মুলতবীথাকা মোকদ্দমাঘটিত বিষয়সকলের নিষ্পত্তি ঐ আদালতের দ্বারা হয় কিন্তু বর্ত্তমান অন্য২ আদালতের দ্বারা মুলতবীথাকা ঐ২ বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবার অর্থে এবং প্রবিন্স্যল আদালত থাকিবাতে সরকারের যে খরচ হইতেছে তাহা রহিত করিবার অর্থে প্রবিন্স্যল আদালত উঠাইয়া দিতে এবং ঐ২ প্রত্যেক আদালতের সমক্ষে উপস্থিতহওয়া মুলতবী কার্য্যের নিষ্পত্তিকরণের বিষয়ে সুনিয়ম ধার্য্য করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের প্রতি ক্ষমতার্পণবিষয়ি নীচের লিখিতব্য হুকুম জারী হইল ইতি

২ ধারা

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণ নীচের লিখনক্রমে মতান্তর হইল ইতি

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণ মতান্তর হইবার কথা

৩ ধারা

প্রবিন্স্যল আদালতে সম্প্রতি যে২ মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়া আছে এবং প্রথমত উপস্থিতহওয়া মো

১ প্রথম প্রকরণ। কোন প্রবিন্স্যল আদালতে যে সকল মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়া আছে এবং আপীলব্যতিরেকে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাঘটিত

যে২

যেং মুৎফরক্কা কার্য্য ঐ আদালতে উপস্থিত হইয়া আছে এবং প্রথমতঃ উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা গ্রাহ্যকরণে ঐ আদালতের ক্ষমতাঘটিত সামান্যতঃ যেং কার্য্য ঐ আদালতে উপস্থিত হইয়া আছে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ৮ ধারার হুকুমানুসারে যে জিলা বা শহরের আদালতে মোকদ্দমাসকলের শুননি হইত সেই জিলা বা শহরের আদালতে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম চলন হইলে উপরের লেখা ঐ মোকদ্দমাসকলের তজবীজের ভার অর্পণ হইবেক এবং এই প্রকরণানুসারে যে জিলা বা শহরের আদালতে যে কোন মোকদ্দমা অর্পণ হইবেক সেই আদালতের সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৭ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে যেমত প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতেন সেই মত ঐ মোকদ্দমারো নিষ্পত্তি করিবেন ইতি—

মোকদ্দমা গ্রাহ্যকরণের ক্ষমতাঘটিত যে সকল কার্য্য ঐ আদালতে উপস্থিত হইয়া আছে যদি ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম কোন জিলা বা শহরে চলন হয় তবে ঐ জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপরের লেখা সমস্ত বিষয় অর্পণ হইবার কথা—

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমা বা বিষয়সম্পর্কীয় যেং প্রিসেপ্ট অথবা হুকুমনামা সদর দেওয়ানী আদালতহইতে প্রবিন্সাল আদালতের নামে পাঠান গিয়াছে যে জিলা বা শহরের আদালতে ঐ মোকদ্দমা কি বিষয়ের সম্পর্ক থাকে প্রবিন্সাল আদালতহইতে ঐ জিলা বা শহরের আদালতে ইঙ্গরেজী

সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যেং প্রিসেপ্ট বা হুকুমনামা সদর দেওয়ানী আদালতহইতে প্রবিন্সাল আদালতের সাহেবদিগের নামে পাঠান গিয়াছে সমস্ত জিলা আদালতে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইন জারী হউক কি না

১৮৩১।—

হউক তথায় ঐ সকল হুকুমনামা জারীহওনের অর্থে অর্পণ হইবার কথা—

১৮৩১ সালের ৫ আইন জারী হউক কি না হউক ঐ প্রিসেপ্ট বা হুকুমনামা অর্পণ করা যাইবেক এবং যে আদালতের সাহেব ঐ প্রিসেপ্ট কি হুকুমনামা পাইবেন ঐ সাহেব তাঁহার নামে তাহা লেখা গেলে যেমত তাহা জারী করিতেন সেই মত এপ্রকার প্রিসেপ্ট কি হুকুমনামাও জারী করিবেন ইতি।—

৪ ধারা—

কোন প্রবিন্সাল আদালতের এলাকার তাবে সমস্ত জিলায় ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম চলনহইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ঐ প্রবিন্সাল আদালত উঠাইয়া দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম প্রবিন্স্যল আদালতের এলাকার তাবে সমস্ত জিলায় চলন হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে দাঁড়ামত জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখৎকরা হুকুমক্রমে ঐ প্রবিন্স্যল আদালত উঠাইয়া দিতে পারিবেন এবং উঠাইয়া দেওনের এস্তেহারনামা ঐ এলাকার সমস্ত মুনসেফের এবং জিলা বা শহরের কাছারীতে লট্‌কাইয়া রাখিতে হইবেক এবং সদর দেওয়ানী আদালতে তাহা জানান যাইবেক ইতি।—

৫ ধারা—

কোন প্রবিন্সাল আদালতউঠাইয়া দেওনের সময়ে যেং আপীল এবং আপীল আদালত উপলক্ষেতাহারএলাকায়ঘটিত

প্রবিন্স্যল আপীল আদালত উঠাইয়া দেওনের তারিখে যে সকল সামান্য কিম্বা খাস অথবা সরাসরী আপীল এবং খাস আপীল গ্রাহ্যকরণের বিষয়ে অথবা পুনর্ব্বিচারকরণের বিষয়ে যে

সকল—

সকল দরখাস্ত এবং আপীল আদালতউপলক্ষে তাহার এলা কাঘটিত যে২ মুৎফরক্কা কার্য্য উপস্থিত হইয়া থাকে সেই২ আপীল ও কার্য্য সদর দেওয়ানী আদালতে অর্পণ করা যাইবেক এবং ঐ আদালতের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদের প্রতি যে সামান্য ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে মোকদ্দমা তাঁহারদের নিকটে শুনানি হইলে এবং তাঁহারদের হাতে অর্পণ হইলে কি তাঁহারদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইলে যেমত তাহার নিষ্পত্তি করিতেন সেই মত অর্পণকরা এইং মোকদ্দমারো নিষ্পত্তি করিবেন এবং প্রবিন্স্যল আদালত উঠাইয়া দেওনের তারিখে যে কোন মূল্যের আপীলী মোকদ্দমা ঐ আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহার মূল্য এবং তাহা যে সাহেবের স্থানহইতে অর্পণ হইয়াছে তাহা বিবেচনা না করিয়া ঐ সকল আপীলের শুনানি সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক এক্ষণকার চলিত আইনে তাহার বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলেও প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।—

যে২ বিষয় ঐ আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা সদর দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হইবার এবং ঐ আদালতের জজসাহেবেরা ঐং বিষয় নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা ও হুকুম পাইবার কথা—

সমাপ্তঃ।—

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৪ চতুর্থ আইন

যে বন্দুয়ানেরদিগের প্রতি পরিশ্রমকরণের হুকুম হইয়া রাস্তাতে অথবা সরকারী এমারতে সরকারের নিযুক্ত করা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবদিগের অথবা তাঁহারদের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের অধীনে কার্য্য করিতেছে পূর্ব্বাপেক্ষা তাহারদিগকে অতিদৃঢ়রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার এবং তত্ত্বাবধারক সাহেবেরা ঐ বন্দুয়ান ও তাহারদের তৈনাতী সিপাহীরদিগকে উপযুক্তরূপে শাসন করিতে পারিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ৩ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ২২ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ২৯ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ২৩ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ১৪ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৮ সালের ১২ জীহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি—

রাস্তা এবং সরকারী এমারতের কার্য্যের যে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব— হেতুবাদ—

সাহেবদিগের অথবা তাঁহারদের যে আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের অধীনে বন্দুয়ানেরা কার্য্য করিয়া থাকে তাঁহারদিগকে কোন২ গতিকে বন্দুয়ানদিগের এবং তাহারদের নিকটে নিযুক্তথাকা সৈন্যেরদিগের প্রতি যথোচিত শাসনকরণের অর্থে উপযুক্ত ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুম জারী হইল ইতি

২ ধারা

রাস্তা ও সরকারী অন্যাং কার্য্যে নিযুক্ত বন্দুয়ান দিগের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ও তাঁহারদের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগেরে বন্দুয়ান ও তাহারদের তৈনাতী সৈন্যেরদিগকে শাসন করিবার অর্থে যে ক্ষমতা দেওয়া উচিত বোধ হয় শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর তাহা দিতে পারিবার কথা

রাস্তা এবং সরকারী অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত বন্দুয়ানেরদের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব ও তাঁহারদের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে উপরের লিখিত কার্য্য নির্বাহার্থে যে২ ক্ষমতা দেওয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উচিত বোধ করেন সেই২ ক্ষমতা তাঁহারদিগকে দিতে পারিবেন ইতি

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৫ পঞ্চম আইন

ঢাকা শহরের এলাকা ও ঢাকা জলালপুর জিলা লইয়া এক জিলা করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ১৩ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ১ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেক হিজরী ১২৪৮ সালের ২২ জীহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি—

হেতুবাদ—

ঢাকা শহরের এলাকা ও ঢাকা জলালপুর জিলা লইয়া এক জিলা করিতে উচিত বোধ হইল এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুম জারী হইল এবং ঐ হুকুম অবিলম্বেই জারী হইবেক ইতি—

২ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ ও ৯ আইন ও

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ ও ৯ আইন এবং ১৭৯৭ সালের—

১৭৯৭ সালের ৭ আইনে ঢাকা শহর ও ঢাকা জলালপুর জিলার এলাকা স্বতন্ত্রং করণের বিষয়ে যেং হুকুম আছে তাহা রদ হইবার কথা

সালের ৭ আইনে ঢাকা শহর ও ঢাকা জলালপুর জিলার এলাকা স্বতন্ত্রং করণের বিষয়ে যেং হুকুম আছে এই হুকুম রদ হইল ইতি

৩ ধারা

ঢাকা শহর ও ঢাকা জলালপুর জিলার অন্তঃপাতী যেং স্থান আছে তাহা এক জিলা হইয়া ঢাকা জিলানামে খ্যাত হইবার কথা

এক্ষণে ঢাকা শহর ও ঢাকা জলালপুর জিলার অন্তঃপাতী যেং স্থান আছে তাহা লইয়া এক জিলা হইবেক এবং তাহার ঢাকা জিলানামে খ্যাত হইবেক ইতি

৪ ধারা

উচিত বোধ হইলে মতনের লেখা জিলার সরহদ্দের ফেরফার করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা থাকিবার কথা

এতদ্বারা জানা কর্ত্তব্য যে যদি উপরের লিখিত জিলার কিম্বা তাহার নিকটের অন্য কোন জিলার সীমাসরহদ্দের ফেরফার কোন প্রকারে করা উচিত বোধ হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এতং বিষয়েতে যে ক্ষমতাক্রমে আচরণ করিয়া থাকেন এক্ষণে এ বিষয়েতে তাহা করিতে সেমত ক্ষমতা রাখেন না ইহা এই আইনের লিখিত প্রকার কথাক্রমে বুঝা না যায় ইতি

সমাপ্তঃ।

A True Translation.

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১৫ আইনের কতক২ রদ করিবার এবং সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া জিনিসের বিষয়ে অন্য হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ৩ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ২২ জৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ১ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ২৩ জৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ১ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৪৯ সালের ১৩ মোহরমে জারী করিলেন ইতি—

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১৫ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে জিনিসের মূল্য কম লেখা গিয়াছে বোধ হইলে যদি মাসুলের কার্য্যকারক ঐ জিনিস সরকারের নিমিত্তে লন তবে আমদানীকরণিয়া ব্যক্তিকে তাহার ঐ জিনিসের লিখিত হেতুবাদ—

মূল্য—

মূল্য এবং তাহার অতিরিক্ত শতকরা ১০৲ দশ টাকা করিয়া বেশী দিলেন তাহাতে সরকারের ক্ষতি হইয়াছে এমত বোধ হইল এবং যেহেতুক যে জিনিসের মূল্য কম লেখা যায় ঐ জিনিস সরকারের নিমিত্তে লওয়া গেলে যে মূল্যে ঐ জিনিস সরকারের নিমিত্তে লওয়া যায় সেই মূল্য ধরিয়া আমদানীর মাসুল নির্দ্দিষ্টকরা উচিত বোধ হইল এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল মহামহিম শ্রীযুত কোর্ট ডাইরেক্টর্স সাহেবদিগের হুকুমপ্রযুক্ত এবং হিন্দুস্থানের কার্য্যের নিমিত্তে স্থাপিত বোর্ড কমিসনরের সম্মতিপ্রযুক্ত নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ২ হুকুম এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী হইবেক ইতি।—

২ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১৫ আইনের ২ ধারা ভিন্ন রদ হইবার কথা

ইঙ্গরেজী ১৮২৯ সালের ১৫ আইনের ২ ধারাব্যতিরেকে ঐ আইন রদ হইল ইতি।—

৩ ধারা—

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ১৫ আইনের শেষের লিখিত তফসীলঅনুসারে সমুদ্রপথে আমদানী হওয়া জিনিস এবং বাণিজ্যদ্রব্যের উপর যেপ্রকারে মাসুল ধার্য্যকরা কর্ত্তব্য তাহা ঐ আইন কিম্বা অন্য কোন আই

নেতে—

নেতে বিশেষরূপে অন্য কোন প্রকার লেখা না থাকিলে আড বালোরেমের অর্থাৎ যে স্থানে ও যে কালে আমদানী হয় ঐ স্থান ও কালের বাজারভাওঅনুসারে নিরূপণ করা যাইবেক এবং ঐ জিনিসের আমদানীকরণিয়া কি ঐ জিনিস যাহার নিকটে পাঠান যায় সে জন কিম্বা ঐ২ জিনিসের মালিক কি তাহার কর্ম্মকর্ত্তা কি মোখ্তারকার ঐ বিষয়ের দরখাস্ত করিবার সময়ে মাসুলের কাছারীহইতে ঐ২ জিনিস খালাস করিবার নিমিত্তে ঐ আরজীতে ঐ২ প্রকার সকল জিনিস ও বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্যবোধক শব্দ লিখিবেক এবং সেই২ জন ঐ আরজীর শেষে নীচের লিখিতব্য প্রকারে সত্যতাজ্ঞাপক কথা লিখিবেক ইতি—

জিনিস খালাস করিবার আরজীতে ঐ জিনিসের মূল্যবোধক কথা লেখা যাইবার কথা—

জিনিসের—

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন—

জিনিসের পাস করিবার দরখাস্তের প্রকার—

সমুদ্রপথে আমদানীহওয়া জিনিসের মাসুলের কালেক্টরসাহেব মহাশয়—

কলিকাতা শহরে যাইতে অমুক কাপ্তানের অমুক দেশহইতে আগত অমুক নিশানযুক্ত অমুক জাহাজহইতে উবরাকরা নীচের লিখিতব্য জিনিসের ছাড়চিঠী অনুগ্রহ করিয়া দিতে আজ্ঞা হয় ইতি—

বস্তাইত্যাদির সংখ্যা ও প্রকার	বস্তাইত্যাদির উপর নিশানী ও নম্বর	প্রত্যেক বস্তাতে যেং জিনিস থাকে তাহার বেওরা	জিনিসের মোট সংখ্যা	সিক্কা টাকাতে প্রত্যেক প্রকার জিনিসের মূল্যের হার	সিক্কা টাকাতে প্রত্যেক প্রকার জিনিসের মোট মূল্য	যাহার স্থানে ঐ জিনিস পাঠান যায় তাহার নাম
সংখ্যাবোধক কথা লিখিতে হইবেক		বিশেষকরিয়া				

আমি অমুক এই লিখনের দ্বারা জানাইতেছি যে উপরের লিখিত সকল জিনিস অমুক দেশের উৎপন্ন অথবা প্রস্তুতকরা এবং আমি ঐ সকল জিনিসের সমুদয় মূল্য এত টাকা এই আরজীতে লিখিতেছি— অমুক তারিখ

মূল্য সিক্কা এত টাকা
আমার দ্বারা মঞ্জুর হইল
অমুক

মালিকের কি যাহার নিকটে
ঐ জিনিস পাঠান যায়
তাহার কি তাহার গোমাস্তা
কারের দস্তখৎ।

যাচনদার

২ দ্বিতীয় প্রং—

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত আরজীতে জিনিসের মালিকের কি আমদানীকরণিয়ার কি যাহার নিকটে ঐ জিনিস পাঠান যায় তাহার কি তাহার কর্ম্মকর্ত্তার কি মোখ্তারকারের দস্তখৎ করা যাইবেক এবং যদি ঐ২ জিনিস কি বাণিজ্যদ্রব্যের তদারক কি যাচাইয়ের দ্বারা হাসিলের কার্য্যকারকদিগের এমত বোধ হয় যে ঐ জিনিস কি বাণিজ্যদ্রব্য কি তাহার কোন অংশের কিম্বা মাসুলের ধার্য্যকরণের নিমিত্তে যে কোন জিনিসের মূল্য উপরের লিখিতমতে নিরূপণ করা গিয়াছে তাহার মূল্য ঐ আরজীকরণসময়ে কলিকাতার বাজারের নিরিখমতে লেখা যায় নাহি তবে কালেক্টরসাহেবের কিম্বা ঐ কর্ম্মকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারক কি কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ জিনিস কি বাণিজ্যদ্রব্য আটক করেন এবং বোর্ড কষ্টম কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবদিগের হুকুম যেপর্য্যন্ত না পাওয়া যায় সেপর্য্যন্ত ঐ২ জিনিস সরকারী গুদামে অথবা অন্য কোন স্থানে রাখেন এবং ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কি ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কোম্পানি বাহাদুরের লাভ ও হিতের নিমিত্তে ঐ আমদানীকরণিয়ার কি জিনিসের মালিকের লিখিত আরজীর তারিখের পর ৮ আট দিনের মধ্যে কোন সময়ে ঐ সকল জিনিস কি বাণিজ্যদ্রব্য

আমদানীকরণিয়ার কি তাহার মোখ্তারকারের দস্তখৎ আরজীতে হইবার কথা।—

কম মূল্যের লিখিত জিনিস কার্য্যকারকের দ্বারা আটক হইতে পারিবার কথা।—

তাহা বোর্ড কষ্টমের সাহেবদিগের নিকটে আরজীকরণাধীন হইবার কথা।—

বোর্ড কষ্টমের সাহেবেরা কোম্পানির নিমিত্তে তাহা লইয়া বিক্রয় করাইতে পারিবার কথা।—

লইতে

লইতে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম করেন্ তাহা হইলে কালেক্টরসাহেব কি কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেব ঐ তারিখঅবধি ১৫ পনের দিনের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের নিমিত্তে আটককরা জিনিস কি বাণিজ্যদ্রব্যের মালিককে কি আমদানীকরণিয়াকে কি ঐ ২ জিনিস যাহার নিকটে পাঠান যায় তাহাকে কি তাহার কর্ম্মকর্ত্তাকে কি তাহার মোখ্তারকারকে ঐ আরজীর লিখিত জিনিসের মূল্য দিবেন ইতি—

লিখিত মূল্য আমদানীকরণিয়ারে দিতে হইবার কথা—

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ ২ জিনিস কি বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য ঐ আমদানীকরণিয়া কি মালিককে দেওয়া যাওনের সময়ে তাহা ঐ জিনিস কি বাণিজ্যদ্রব্য সামান্য বিক্রয়ের দ্বারা হস্তান্তর করা গেলে যেপ্রকারে ঐ ২ জিনিসের সম্পূর্ণ মূল্যস্বরূপ দেওয়া যাইত সেই প্রকারে দেওয়া যাইবেক এবং কালেক্টরসাহেব বোর্ড কষ্টমের হুকুমানুসারে সরকারের হিতের নিমিত্তে ঐ সকল জিনিস ও বাণিজ্যদ্রব্য বিক্রয় করাইবেন ইতি—

ঐ প্রকারে জিনিস সরকারের নিমিত্তে লইয়া বিক্রয় করা যাইবার কথা—

৪ ধারা—

যখন কোন জিনিস কি বাণিজ্যদ্রব্য সরকারের দ্বারা কি নিমিত্তে লওয়া ও ক্রয় করা যায় তখন তাহার উপর যে মাসুল লওয়া যাইবেক তাহা আমদানীর আরজীতে লিখিত ও নির্দ্দিষ্ট—

জিনিসের মালিক কি ঐ জিনিস যাহার নিকটে পাঠান যায় তাহার স্থানে মাসুল লওয়া যাইবার কথা—

নির্দ্দিষ্ট মূল্যানুসারে ঐ জিনিসের মালিক কি আমদানীকরণি য়ার স্থানে অথবা যাহার নিকটে ঐ২ জিনিস পাঠান যায় তাহার স্থানে লওয়া যাইবেক ইতি।—

সমাপ্তঃ।—

A True Translation,

C. G. UDNY,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৭ সপ্তম আইন—

ফররোখাবাদী টাকার ওজন পরিবর্ত্ত করিয়া মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর তাবে দেশের চলিত টাকার সঙ্গে ঐ টাকার সমতা করিবার এবং কলিকাতার সিক্কা টাকার ওজন নিরূপণ করিবার এবং সমস্ত হিন্দুস্থানে ব্যবহার হওনার্থে যাহা অন্য সকল ওজনের মূল হইবেক এমত এক ওজন নিরূপণ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ১৩ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ৩১ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ১২ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ৩২ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ১১ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২৪৯ সালের ২৪ সফরে জারী করিলেন ইতি—

ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১০ সেপ্তেম্বর তারিখে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হুকুম করিলেন হেতুবাদ—

যে—

যে ে ফর্‌রোখাবাদী টাকা প্রস্তুত হইবেক তাহার ওজন ১৮০ গ্রেন হইবেক অর্থাৎ খাটী ১৬৫ গ্রেন খাদি ১৫ গ্রেন এবং ঐ টাকা সাগর ও নর্ম্মদা দেশে চলন হইবার হুকুম করিলেন এক্ষণে ১৮১৯ সালের ১১ আইনের ৫ ধারায় যে পরখ ও ওজন নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার পরিবর্ত্তে সাগরের টাকশালে প্রস্তুত হওয়া ফর্‌রোখাবাদী টাকার ন্যায় কলিকাতার টাকশালে প্রস্তুতহওয়া টাকার উপরের লিখিত পরখ ও ওজন ব্যবহারকরা উচিত বোধ হইল (উভয়ের বৈলক্ষণ্য যৎকিঞ্চিৎ) এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর তাবে দেশের চলন নূতন টাকার ওজন ও মূল্যের সহিত ফর্‌রোখাবাদী টাকার সমতাকরা উচিত বোধ হইল এবং ১৮১৮ সালের ১৪ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট কলিকাতার সিক্কা টাকার ওজনের যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যকরা উচিত বোধ হইল এবং উচিত বোধ হইল যে সমস্ত হিন্দুস্থানে সরকারের সম্পর্কীয় কার্য্যে ব্যবহার হওনের নিমিত্তে অন্য সকল ওজনের মূল ফর্‌রোখাবাদী টাকার ওজন হইয়া তাহার নাম এদেশীয় সকলে সুজ্ঞাত তোলা হইবেক এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ২ হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী ও চলন হইবেক ইতি—

২ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৭ সপ্তম আইন—

২ ধারা—

জানান যাইতেছে যে উনিশ সন সিক্কা টাকার ওজন ও পরখের নিরূপণের বিষয়ে যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮১৮ সালের ১৪ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণে লেখা আছে এবং ফরোখাবাদী টাকার ওজন ও পরখের নিরূপণের বিষয়ে যে হুকুম ১৮১৯ সালের ১১ আইনে লেখা আছে এই ধারাক্রমে তাহা রদ হইল ইতি— পূর্ব্বের আইনের কতক রদ হইবার কথা

৩ ধারা—

জানান যাইতেছে যে নীচের লিখিতব্য বেওরাক্রমে কলিকাতার সিক্কা টাকা ও তাহার অংশ ক্ষুদ্র মুদ্রা অর্থাৎ রেজকী ও ফরোখাবাদী টাকা ও তাহার রেজকীর ওজন ও পরখ এই রূপে নিরূপণ করা যাইবেক— কলিকাতার সিক্কা টাকা ও ফরোখাবাদী টাকা ও তাহার রেজকীর পরখ ও ওজন নিরূপণ হইবার কথা—

	ওজন	খাটী	খাদি
কলিকাতার সিক্কা টাকার	গ্রেন	গ্রেন	গ্রেন
	১৯২	১৭৬	১৬
তাহার আধুলী	৯৬	৮৮	৮
তাহার সিকী	৪৮	৪৪	৪
ফরোখাবাদী টাকা	১৮০	১৬৫	১৫

এবং তাহার ক্ষুদ্রতর অংশ ঐ হিসাবমতে হইবেক অর্থাৎ বারো অংশের এগার অংশ খাটী ও এক অংশ খাদি ইতি—

৪ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৭ সপ্তম আইন

৪ ধারা

এক্ষণকার চলন সিক্কার ওজনের ব্যবহার সরকারের টাঁকশালের হিত হইবার কথা—

টাঁকশালে রূপা দাখিলকরণের সময়ে ১৭৯ গ্রেন ৬৬৬ ডেসিমল যে সিক্কার ওজন আজিপর্য্যন্ত ব্যবহার হইতেছে তাহা ফলতঃ পুরাতন পরখেরও যে মুরশিদাবাদী সিক্কা টাকা কোম্পানি বাহাদুরের মুখে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার চলন টাকার ন্যায় নিরূপিত হইয়াছিল তাহারি ওজন এক্ষণে তাহা ব্যবহারকরা রহিত হইবেক এবং তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিতব্য ইউনেট অর্থাৎ অন্য সকল ওজনের মূল তোলানামে বিখ্যাত হইয়া ব্যবহার হইবেক। পশ্চিম দেশের চলন টাকার সঙ্গে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর তাবে দেশের টাকার সমতা হওয়াপ্রযুক্ত তাহা অনায়াসে অতিশীঘ্র সমস্ত ব্রিটনীয় অধিকারের মধ্যে ব্যবহার হইবেক—

এবং ১৭৯ গ্রেন ৬৬৬ ডেসিমল সিক্কার ওজনের ইউনেটের পরিবর্ত্তে ১৮০ গ্রেন ট্রয়ের তোলা ব্যবহার হইবার কথা

তোলা অর্থাৎ সিক্কার ওজন ১৮০ গ্রেন ট্রয়ের তুল্য ওজন হইবেক এবং নীচের লিখিতব্য হিসাবমতে ওজনের অন্য ২ প্রকার ঐ ইউনেটের অনুসারে হইবেক—

এই নিয়মানুসারে ওজনের নিরূপণ হইবার কথা—

৮ আট রতিতে এক মাষা অর্থাৎ ১৫ গ্রেন ট্রয়

১২ মাষাতে এক তোলা অর্থাৎ ১৮০ গ্রেন ট্রয়

৮০ তোলা অর্থাৎ সিক্কার ওজনেতে /১ এক সের অর্থাৎ ২৷৷ পৌণ্ড ট্রয়—

৪০ সেরে ১/ এক মোন অর্থাৎ বাজারের মোন অর্থাৎ ১০০ পৌণ্ড ট্রয়—

৫ ধারা—

৫ ধারা —

সাগর ও কলিকাতার টাকশালে যত রূপায় যত টাকা হইবেক তাহার হিসাব পূর্ব্বের লিখিত নিয়মানুসারে করা যাইবেক এবং টাকশালের আইনে শতকরা যে ২৲ দুই টাকা সরকারী মাসুল নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাও দিতে হইবেক কিন্তু যদি ঐ রূপা ডালরের পরখহইতে মন্দ হয় অথবা যদি ছয় পেনীওয়েটের অনধিক মন্দ হয় তবে পরখসহীকরণের অর্থে টাকশালে যে খরচখরচা লাগে তাহা পোষাইবার নিমিত্তে আরো কিছু দিতে হইবেক কিন্তু রূপার মালিক আপন ইচ্ছামতে টাকশালব্যতিরেক অন্যত্র তাহা পরখসহী করিতে পারে অথবা পরখসহীকরণের অর্থে যে মাসুল নিরূপণ আছে তাহা দিতে পারে যত রূপায় যত টাকা হইবেক তাহার এক নক্শা তোলার ওজনের হারানুসারে এবং এই আইনের লিখনক্রমে যে বিলক্ষণ হইবেক তাহার অনুসারে এই আইনের শেষে লেখা যাইতেছে ইতি —

টাকশালে যত রূপায় যত টাকা হইবেক তাহার হিসাবের কথা

সরকারী মাসুল দিতে হইবার কথা —

পরখসহীহইতে মন্দ হইলে পরখসহীকরণের নিমিত্তে অন্য খরচা লওয়া যাইবার কথা

রূপার মালিক টাকশালের বাহিরে আপনার ইচ্ছামত রূপা পরখসহী করিতে পারিবার অথবা রূপা পরখসহীকরণের নিমিত্তে যে খরচা আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা দিতে পারিবার কথা —

যত রূপাতে যত টাকা হইবেক তাহার নক্শা এই আইনের শেষে লেখা যাইবার কথা —

৬ ধারা —

সরকারী বা অন্য কোন সামান্য কার্য্যের নিমিত্তে যত বাটখারা কলিকাতা ও সাগরের টাকশালে বা পরখাইয়ের দফতরে তজবীজ ও নির্ণয়হওনার্থে পাঠান যাইবেক তাহার তজবীজ ও নির্ণয় ৪ ধারার লিখিত ওজনের নিয়মানুসারে করা যাইবেক ইতি —

সরকারী অথবা অন্য সামান্য কার্য্যের নিমিত্তে বাটখারা এই আইনের ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট নূতন নিয়মানুসারে তজবীজ ও নির্ণয় হইবার কথা —

এই —

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৭ সপ্তম আইন—

এই আইন জারীহওনের পর কলিকাতা ও সাগরের টাকশালে ব্যবহারহওনার্থে রূপার পরখাই হইয়া যত ফর্রোখাবাদী ও কলিকাতার টাকা হইবেক তাহার হিসাবের নকশা—

তোলা অর্থাৎ নূতন সিক্কার ওজন মত রূপার ওজন—	পরখাইয়ের রিপোর্ট			একশত অংশের মধ্যে যত খাটি রূপা তাহা—	ফররোখাবাদী অথবা সোণাৎ টাকা যত হইবেক তাহার পরিমাণ—	কলিকাতা অর্থাৎ সিক্কা টাকা যত হইবেক তাহার পরিমাণ—
১০০	২০	পেনীওয়েট	বেশী	১০০|০০০	১০৯|০৯১	১০২|২৭৩
ঐ	১৯||	ঐ	ঐ	৯৯|৭৯২	১০৮|৮৬৪	১০২|০৬০
ঐ	১৯	ঐ	ঐ	৯৯|৫৮৩	১০৮|৬৩৬	১০১|৮৪৬
ঐ	১৮||	ঐ	ঐ	৯৯|৩৭৫	১০৮|৪০৯	১০১|৬৩৩
ঐ	১৮	ঐ	ঐ	৯৯|১৬৭	১০৮|১৮২	১০১|৪২১
ঐ	১৭||	ঐ	ঐ	৯৮|৯৫৮	১০৭|৯৫৫	১০১|২২১
ঐ	১৭	ঐ	ঐ	৯৮|৭৫০	১০৭|৭২৭	১০০|৯৯৪
ঐ	১৬||	ঐ	ঐ	৯৮|৫৪২	১০৭|৫০০	১০০|৭৮১
ঐ	১৬	ঐ	ঐ	৯৮|৩৩৩	১০৭|২৭৩	১০০|৫৬৮
ঐ	১৫||	ঐ	ঐ	৯৮|১২৫	১০৭|০৪৫	১০০|৩৫৫
ঐ	১৫	ঐ	ঐ	৯৭|৯১৭	১০৬|৮১৮	১০০|১৪২
ঐ	১৪||	ঐ	ঐ	৯৭|৭০৮	১০৬|৫৯১	৯৯|৯২৯
ঐ	১৪	ঐ	ঐ	৯৭|৫০০	১০৬|৩৬৪	৯৯|৭১৬
ঐ	১৩||	ঐ	ঐ	৯৭|২৯২	১০৬|১৩৬	৯৯|৫০২
ঐ	১৩	ঐ	ঐ	৯৭|০৮৩	১০৫|৯০৯	৯৯|২৯০
ঐ	১২||	ঐ	ঐ	৯৬|৮৭৫	১০৫|৬৮২	৯৯|০৭৭
ঐ	১২	ঐ	ঐ	৯৬|৬৬৭	১০৫|৪৫৫	৯৮|৮৬৪
ঐ	১১||	ঐ	ঐ	৯৬|৪৫৮	১০৫|২৭৭	৯৮|৬৯৭
ঐ	১১	ঐ	ঐ	৯৬|২৫০	১০৫|০০০	৯৮|৪৩৭
ঐ	১০||	ঐ	ঐ	৯৬|০৪২	১০৪|৭৭৩	৯৮|২২৫
ঐ	১০	ঐ	ঐ	৯৫|৮৩৩	১০৪|৫৪৫	৯৮|০১১
ঐ	৯||	ঐ	ঐ	৯৫|৬২৫	১০৪|৩১৮	৯৭|৭৯৮
ঐ	৯	ঐ	ঐ	৯৫|৪১৭	১০৪|০৯১	৯৭|৫৮৫
ঐ	৮||	ঐ	ঐ	৯৫|২০৮	১০৩|৮৬৪	৯৭|৩৭২

১০০

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৭ সপ্তম আইন

তোলা অর্থাৎ নূতন সিক্কার ওজন মতে রূপার ওজন	পরখাইয়ের রিপোর্ট	একশত অংশের মধ্যে যত খাটিরূপা তাহা	ফরুরোখাবাদী অর্থাৎ সোনাৎ টাকা যত হইবেক তাহার পরিমাণ	কলিকাতা অর্থাৎ সিক্কা টাকা যত হইবেক তাহার পরিমাণ
১০০	৮ পেনীওয়েট বেশী	৯৫।০০০	১০৩।৬৩৬	৯৭।১৫৯
ঐ	৭॥ ঐ ঐ	৯৪।৭৯২	১০৩।৪০৯	৯৬।৯৪৬
ঐ	৭ ঐ ঐ	৯৪।৫৮৩	১০৩।১৮২	৯৬।৭৩৩
ঐ	৬॥ ঐ ঐ	৯৪।৩৭৫	১০২।৯৫৫	৯৬।৫২০
ঐ	৬ ঐ ঐ	৯৪।১৬৭	১০২।৭২৭	৯৬।৩০৬
ঐ	৫॥ ঐ ঐ	৯৩।৯৫৮	১০২।৫০০	৯৬।০৯৪
ঐ	৫ ঐ ঐ	৯৩।৭৫০	১০২।২৭৩	৯৫।৮৮১
ঐ	৪॥ ঐ ঐ	৯৩।৫৪২	১০২।০৪৫	৯৫।৬৬৭
ঐ	৪ ঐ ঐ	৯৩।৩৩৩	১০১।৮১৮	৯৫।৪৫৪
ঐ	৩॥ ঐ ঐ	৯৩।১২৫	১০১।৫৯১	৯৫।২৪১
ঐ	৩ ঐ ঐ	৯২।৯১৭	১০১।৩৬৪	৯৫।০২৯
ঐ	২॥ ঐ ঐ	৯২।৭০৮	১০১।১৩৬	৯৪।৮১৫
ঐ	২ ঐ ঐ	৯২।৫০০	১০০।৯০৯	৯৪।৬০২
ঐ	১॥ ঐ ঐ	৯২।২৯২	১০০।৬৮২	৯৪।৩৮৯
ঐ	১ ঐ ঐ	৯২।০৮৩	১০০।৪৫৫	৯৪।১৭৬
ঐ	॥ ঐ ঐ	৯১।৮৭৫	১০০।২২৭	৯৩।৯৬৩
ঐ	পরখসহী	৯১।৬৬৭	১০০।০০০	৯৩।৭২৫
	॥ পেনীওয়েট কম	৯১।৪৫৮	৯৯।৭৭৩	৯৩।৫৩৭
ঐ	১ ঐ ঐ	৯১।২৫০	৯৯।৫৪৫	৯৩।৩২৩
ঐ	১॥ ঐ ঐ	৯১।০৪২	৯৯।৩১৮	৯৩।১১১
ঐ	২ ঐ ঐ	৯০।৮৩৩	৯৯।০৯১	৯২।৮৯৮
ঐ	২॥ ঐ ঐ	৯০।৬২৫	৯৮।৮৬৪	৯২।৬৮৫
ঐ	৩ ঐ ঐ	৯০।৪১৭	৯৮।৬৩৬	৯২।৪৭১
ঐ	৩॥ ঐ ঐ	৯০।২০৮	৯৮।৪০৯	৯২।২৫৮
ঐ	৪ ঐ ঐ	৯০।০০০	৯৮।১৮২	৯২।০৪৬
ঐ	৪॥ ঐ ঐ	৮৯।৭৯২	৯৭।৯৫৫	৯১।৮৩৩
ঐ	৫ ঐ ঐ	৮৯।৫৮৩	৯৭।৭২৭	৯১।৬১৯
ঐ	৫॥ ঐ ঐ	৮৯।৩৭৫	৯৭।৫০০	৯১।৪০৬
ঐ	৬ ঐ ঐ	৮৯।১৬৭	৯৭।২৭৩	৯১।১৯৩
ঐ	৬॥ ঐ ঐ	৮৮।৯৫৮	৯৭।০৪৫	৯০।৯৮০
ঐ	৭ ঐ ঐ	৮৮।৭৫০	৯৬।৮১৮	৯০।৭৬৭
ঐ	৭॥ ঐ ঐ	৮৮।৫৪২	৯৬।৫৯১	৯০।৫৫৪
ঐ	৮ ঐ ঐ	৮৮।৩৩৩	৯৬।৩৬৪	৯০।৩৪১

১০০

সোনা অর্থাৎ নূতন গিনির ওজন হইতে কম্তির ওজন —	পরখাইয়ের রিপোর্ট —		[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৮০	৮॥ পেনীওয়েট	কম	৮৮।১২৫	৯৬।১৩৬	৯০।১২৭
ঐ	৯ ঐ	ঐ	৮৭।৯১৭	৯৫।৯০৯	৮৯।৯১৫
ঐ	৯॥ ঐ	ঐ	৮৭।৭০৮	৯৫।৬৮২	৮৯।৭০২
ঐ	১০ ঐ	ঐ	৮৭।৫০০	৯৫।৪৫৫	৮৯।৪৮৯
ঐ	১০॥ ঐ	ঐ	৮৭।২৯২	৯৫।২২৭	৮৯।২৭৬
ঐ	১১ ঐ	ঐ	৮৭।০৮৩	৯৫।০০০	৮৯।০৬২
ঐ	১১॥ ঐ	ঐ	৮৬।৮৭৫	৯৪।৭৭৩	৮৮।৮৫০
ঐ	১২ ঐ	ঐ	৮৬।৬৬৭	৯৪।৫৪৫	৮৮।৬৩৬
ঐ	১২॥ ঐ	ঐ	৮৬।৪৫৮	৯৪।৩১৮	৮৮।৪২৩
ঐ	১৩ ঐ	ঐ	৮৬।২৫০	৯৪।০৯১	৮৮।২১০
ঐ	১৩॥ ঐ	ঐ	৮৬।০৪২	৯৩।৮৬৪	৮৭।৯৯৮
ঐ	১৪ ঐ	ঐ	৮৫।৮৩৩	৯৩।৬৩৬	৮৭।৭৮৪
ঐ	১৪॥ ঐ	ঐ	৮৫।৬২৫	৯৩।৪০৯	৮৭।৫৭১
ঐ	১৫ ঐ	ঐ	৮৫।৪১৭	৯৩।১৮২	৮৭।৩৫৮
ঐ	১৫॥ ঐ	ঐ	৮৫।২০৮	৯২।৯৫৪	৮৭।১৪৫
ঐ	১৬ ঐ	ঐ	৮৫।০০০	৯২।৭২৭	৮৬।৯৩২
ঐ	১৬॥ ঐ	ঐ	৮৪।৭৯১	৯২।৫০০	৮৬।৭১৯
ঐ	১৭ ঐ	ঐ	৮৪।৫৮৩	৯২।২৭৩	৮৬।৫০৬
ঐ	১৭॥ ঐ	ঐ	৮৪।৩৭৫	৯২।০৪৫	৮৬।২৯২
ঐ	১৮ ঐ	ঐ	৮৪।১৬৭	৯১।৮১৮	৮৬।০৭৯
ঐ	১৮॥ ঐ	ঐ	৮৩।৯৫৮	৯১।৫৯১	৮৫।৮৬৭
ঐ	১৯ ঐ	ঐ	৮৩।৭৫০	৯১।৩৬৪	৮৫।৬৫৪
ঐ	১৯॥ ঐ	ঐ	৮৩।৫৪২	৯১।১৩৬	৮৫।৪৪০
ঐ	২০ ঐ	ঐ	৮৩।৩৩৩	৯০।৯০৯	৮৫।২২৭

এবং এইরূপেও মন্দ অপর হিসাব করা যাইবেক ইতি —

যত রূপা বা অন্য দেশের জরবহওয়া টাকা জরবহওনার্থে টাকশালে দাখিল হয় তাহার উপর শতকরা ২) দুই টাকা সরকারী —

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৭ সপ্তম আইন—

সরকারী মাসুল লওয়া যায় কিন্তু কোম্পানি বাহাদুরের কোন টাকশালে জরবহওয়া টাকা পুনর্ব্বার জরবহওনার্থে দাখিল হইলে তাহার উপর কেবল শতকরা ১৲এক টাকা মাসুল লওয়া যায় ইতি—

মিলাইবার নিমিত্তে টাকশালে ঐ রূপার আবশ্যক না হইলে পরখহইতে মন্দ যত রূপা দাখিল হয় তাহা টাকার তুল্য পরখসহীকরণের খরচা পোষাইবার নিমিত্তে নীচের লিখনমত খরচা লওয়া যাইবেক পরখসহীহইতে ১ পেনী ওয়েট কম হইলে প্রত্যেক হাজার তোলায় ৪ চারি তোলা লওয়া যাইবেক ১২॥ সাড়েবারো পেনীওয়েট কম হইলে তাহার পরখসহীকরণের খরচা এই প্রকারে নিরূপণ হইবেক

এক হাজার তোলায় ৫০ অর্থাৎ শতকরা আদ তোলা—

২০ পেনীওয়েট কম হইলে প্রত্যেক হাজারে ৮০ আশী তোলা—

এবং তদনুসারে অন্যং প্রকার রূপার নীচের লিখিতব্য নকশাঅনুসারে খরচা লাগিবেক—

রূপার—

রূপার পরখসহীকরণের খরচার নকশা—					
পরখাই—	পরখাইয়ের খরচা শতকরা—	পরখাই—	পরখাইয়ের খরচা শতকরা—	পরখাই—	পরখাইয়ের খরচা শতকরা—
০॥ কম	০।০২	৬॥ কম	০।২৬	১২॥ কম	০।৫০
১ ঐ	০।০৪	৭ ঐ	০।২৮	১৩ ঐ	০।৫২
১॥ ঐ	০।০৬	৭॥ ঐ	০।৩০	১৩॥ ঐ	০।৫৪
২ ঐ	০।০৮	৮ ঐ	০।৩২	১৪ ঐ	০।৫৬
২॥ ঐ	০।১০	৮॥ ঐ	০।৩৪	১৪॥ ঐ	০।৫৮
৩ ঐ	০।১২	৯ ঐ	০।৩৬	১৫ ঐ	০।৬০
৩॥ ঐ	০।১৪	৯॥ ঐ	০।৩৮	১৫॥ ঐ	০।৬২
৪ ঐ	০।১৬	১০ ঐ	০।৪০	১৬ ঐ	০।৬৪
৪॥ ঐ	০।১৮	১০॥ ঐ	০।৪২	১৬॥ ঐ	০।৬৬
৫ ঐ	০।২০	১১ ঐ	০।৪৪	১৭ ঐ	০ ৬৮
৫॥ ঐ	০।২২	১১॥ ঐ	০।৪৬	১৭॥ ঐ	০।৭০
৬ ঐ	০।২৪	১২ ঐ	০ ৪৮	১৮ ঐ	০।৭২

মন্তব্য—কলিকাতার টাকশালে এই ব্যবহার আছে যে ছয় পেনীওয়েটের অনধিক কম হইলে পরখসহীকরণের কিছু খরচা লওয়া যায় না কিন্তু সাগরের টাকশালে পরখসহীহইতে সব প্রকার মন্দ রূপার উপর খরচা লওয়া যায় ইতি—

সমাপ্তঃ।—

A True Translation,
C. G. UDNY,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৮ অষ্টম আইন—

জিলা ও শহরের আদালতে যে এক জন জজ নিযুক্ত আছেন তাঁহার অতিরিক্ত এক কি তাহাহইতে অধিক জজ মধ্যে২ নিযুক্ত করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ২৬ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ১১ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ২৬ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ১২ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ১২ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৪৯ সালের ৯ রবীয়ঃ সানীতে জারী করিলেন ইতি—

কোন২ জিলা বা শহরের জজসাহেবের সমক্ষে মুলতবী দেওয়ানী মোকদ্দমার সংখ্যার এমত বৃদ্ধি হইয়াছে যে শীঘ্র নিষ্পত্তিহওনের কোন উপায় না করিলে ঐ২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিহওনের অধিক বিলম্ব হইবেক এবং তাহার নিষ্পত্তির পুর্ব্বে অন্য যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত হইবেক তাহারো বিচার ও নিষ্পত্তির অতিবিলম্ব হইবেক এবং ঐ সকল মোক হেতুবাদ—

দমার—

দ্দমার একপ সংখ্যা বৃদ্ধি দৈবায়ত্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান আদালতের এলাকার চিরকাল কোন রূপান্তর না করিয়া যে সকল মোকদ্দমা মুলতবী রহিয়াছে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির কিছু কালের জন্যে কোন সুনিয়ম করিলে সমস্ত বিষয় শুধরা যাইতে পারে অতএব উপরের লিখিত হেতুপ্রযুক্ত যদি কোন জিলার জজসাহেবদিগের সমক্ষে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির সহায়তাকরণের অর্থে অতিরিক্ত জজের নিযুক্তহওনের আবশ্যক হয় কি উত্তর কালে হইবেক তবে সেইং জিলায় মধ্যেং এক কি তাহাহইতে অধিক জজ নিযুক্ত হওনের নিয়মকরণের আবশ্যক বোধ হইল এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী হইবেক ইতি —

২ ধারা —

আবশ্যক মতে অতিরিক্ত জজ নিযুক্তহওনের হুকুমের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ — যখন কোন জিলা বা শহরের আদালতের জজসাহেবের নিকটে এত দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে যে শীঘ্রং তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে অধিক জজসাহেবের সহায়তা ও নিযুক্তহওনের আবশ্যক হয় তখন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সদর দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের

পরামর্শক্রমে —

পরামর্শক্রমে অথবা ঐ শ্রীযুতের বিবেচনাতে উচিত বোধ হইলে তাঁহারদিগের পরামর্শ না লইয়া আবশ্যকমতে কোন জিলা বা শহরের আদালতে এক কি তাহাহইতে অধিক জজ সাহেব নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং ঐ সাহেবদিগের নাম ঐ জিলা বা শহরের আদালতের আডিসন্যাল অর্থাৎ অতিরিক্ত জজ হইবেক এবং জিলা বা শহরের আদালতের জজসাহেব দিগের যেপ্রকার শপথ ও দস্তখৎ করিতে হুকুম আছে ঐ জজসাহেবেরা স্বং পদের কার্য্যে নিযুক্তহওনের পূর্ব্বে ঐ প্রকার শপথ ও দস্তখৎ করিবেন ইতি—

অতিরিক্ত জজসাহেব দিগের কার্য্য ও ক্ষমতার কথা—

২ দ্বিতীয় প্রকরণ— যে অতিরিক্ত জজসাহেবেরা এই রূপে নিযুক্ত হন্ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে জিলা বা শহরের আদালতের জজসাহেব দিগের যে সকল কার্য্য ঐ অতিরিক্ত জজসাহেবদিগের প্রতি সমর্পণ করিবেন তাঁহারা জিলা বা শহরের জজসাহেব দিগের যে ক্ষমতা আছে ঐ ক্ষমতানুসারে সর্ব্বপ্রকারে ঐ সকল কার্য্য নিষ্পত্তি করিবেন এবং জিলা বা শহরের জজসাহেব দিগের উপদেশের নিমিত্তে যে সকল হুকুম কি আইন আছে সেই সকল হুকুম বা আইন ঐ অতিরিক্ত জজসাহেবদিগের প্রতি খাটিবেক ইতি—

সমাপ্তঃ।—

A True Translation,
C. G. UDNY,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৯ নবম আইন—

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইন এবং ১৮২৮ সালের ৪ আইনের কতক২ মতান্তর করিবার এবং উপরের লিখিত ২ দুই আইনের হুকুমক্রমে রেবিনিউর যে কার্য্যকারক সাহেবেরা বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হন তাঁহারদিগের বিবেচনীয় নানা বিষয় খাতিরজমারূপে অতিত্বরায় নিষ্পত্তি পাইবার এবং গ্রামের হিসাব অবশ্য দাখিল করিবার এবং রেবিনিউসম্পর্কীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দিবার এবং মালিকানার দাওয়ার বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার প্রকৃতার্থ জানাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ৯ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ২৫ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২৪০ সালের ১০ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪০ সালের ২৬ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ১০ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৪৯ সালের ২৩ রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।—

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৮ সালের— হেতুবাদ—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৯ নবম আইন—

সালের ৪ আইনের কতক২ হুকুম মতান্তরকরণের এবং ঐ আইনক্রমে রেবিনিউসম্পর্কীয় কার্য্যকারক সাহেবদিগের বিবেচনীয় নানা বিষয় পূর্ব্বাপেক্ষা থাতিরজমারূপে অতিত্বরায় নিষ্পত্তি পাইবার উপায়করণের এবং মালিকানার বিষয়ি ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার হুকুমের অর্থ স্পষ্টরূপে জানাইবার অত্যাবশ্যক বোধ হইল এবং যেহেতুক গ্রামের হিসাব নিতান্ত রাখিবারকরণের অর্থে এবং ঐ হিসাব যাহার দের দেখিবার আবশ্যক হয় তাহারা স্বচ্ছন্দে তাহা দেখিতে পায় এমত কোন উপায় স্থিরকরণের আবশ্যক হইল এবং যেহেতুক রেবিনিউ অর্থাৎ রাজস্বসম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যে ভারতবর্ষীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুতর কার্য্যে নিযুক্তকরণের আবশ্যক বোধ হইল এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ২ হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী ও চলন হইবেক ইতি—

কোন মহালের উপর যে জমা দাওয়া করা যাইবেক তাহা ধার্য্য করিবার প্রকারের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনে যে হুকুম আছে তাহা রদ হইবার কথা—

২ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের যেং ভাগে হুকুম আছে অথবা অর্থকরণের দ্বারা লোকদিগের বোধ হইয়াছে যে যে কোন মহালের উপর যে জমা দাওয়া করা যায় তাহা ঐ মহালের উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা ও মূল্য নির্ণয় করিয়া অথবা উৎপন্নকরণের খরচা ও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের সংখ্যা খতাইয়া ধার্য্য করা যাইবেক তাহা রদ হইল ইতি—

৩ ধারা—

৩ ধারা—

উপরের লিখিত আইনের যে ভাগে হুকুম আছে অথবা অর্থকরণের দ্বারা লোকদিগের বোধ হইয়াছে যে প্রজাদের যে কোন বিরোধি নিজবিষয়ের বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা সরকারী রাজস্বের দাওয়ার নির্ণয় ও নিষ্পত্তি করণের অংশই কর্ত্তব্য তাহা রদ হইল ইহার পর উপরের উক্ত বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তি যে কোন হইবেক শ্রীযুক্ত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবেন ইতি—

যে সময়ে সরকারের জমা নির্ণয় করিতে হয় সেই সময়ে প্রজাদিগের বিরোধি বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে হইবেক ইহার বিষয়ে উপরের লিখিত আইনে যে হুকুম আছে তাহা রদ হইবার কথা—

ইহার পর উক্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি যে ক্রমে হইবেক শ্রীযুত তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

৪ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৪ আইনের ২ ধারার ১।২।৩ প্রকরণ রদ হইল ইতি—

ইঙ্গরেজী ১৮২৮ সালের ৪ আইনের কতক২ রদ হইবার কথা—

৫ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৩ ধারার অতিরিক্ত এক্ষণে হুকুম হইতেছে যে ১৮২২ সালের ৭ আইনের হুকুম ক্রমে যে কালেক্টরসাহেব অথবা অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হন তাঁহারদের সম্মুখে কোন বিষয় উপস্থিত হইয়া থাকিলে যদি ঐ সাহেবদিগের এমত বোধ হয় যে ইহার নিষ্পত্তি সালিসদিগের দ্বারা যথার্থ হইবেক তবে ঐ কালেক্টরপ্রভৃতি সাহেব কর্ত্তৃত্বকারি রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমক্রমে যত দিবসের মধ্যে সালিসদিগের করা—

ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩৩ ধারার অতিরিক্ত এক্ষণে হুকম হইতেছে যে ঐ আইনের হুকমক্রমে যে কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হন্ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হওয়া কোন বিষয় সালিসের হাতে সমর্পণ করিয়া কর্ত্তৃত্বকারি রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমমতে উত্তর বিবাদির ঐ সালিসের করা

নিষ্পত্তি দাখিল করিবার মিয়াদ নিরূপণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার কথা—

করা নিষ্পত্তি উভয় বিবাদির দাখিল করিতে হইবেক এমত এক মিয়াদ নিরূপণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলেন ইতি—

৬ ধারা—

উভয় বিবাদী নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সালিসের ফয়সলা দাখিলকরণে অস্বীকার বা ত্রুটি করিলে কালেক্টর বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ বিষয়ের তজবীজ করিবার অর্থে পঞ্চাইত আহ্বান করিবার এবং যে প্রকার লোক পঞ্চাইত ধার্য্য করা যাইবেক তাহার কথা—

তাহা হইলে যদি উভয় বিবাদী ঐ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সালিসের করা নিষ্পত্তি দাখিল করিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করে তবে কালেক্টর বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ বিবাদের নিষ্পত্তিকরণের অর্থে তিন বা পাঁচ অপক্ষপাতি এবং উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্তিকে পঞ্চাইতরূপে আহ্বান করিয়া তাঁহারদের হাতে ঐ বিষয় সোপর্দ্দ করিবেন ইতি—

৭ ধারা—

এইমতে ধার্য্যকরা পঞ্চাইত যে প্রকারে তজবীজ ও ফয়সলা করিবেন তাহার কথা—

উভয় বিবাদির কথা ও সাক্ষ্য শুনিয়া অথবা উভয় বিবাদির মধ্যে কোন এক জন সাক্ষ্যইত্যাদি না দিয়া গর হাজির থাকিলে কেবল হাজিরথাকা ব্যক্তির কথা ও সাক্ষ্য শুনিয়া পঞ্চাইত আপনারদিগের মত জানাইবেন এবং অধিকাংশ ব্যক্তির করা মতানুসারে ডিক্রী লেখা যাইবেক

কর্ত্তৃত্বকারি রেবিনিউর সাহেবেরা কার্য্যকারক বা পঞ্চাইত যে রূপে কার্য্য করিবেন তাহার বিষয়ি হুকুম তাঁহারদের উপদেশের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা—

কর্ত্তৃত্বকারি রেবিনিউর সাহেবেরা সময়ক্রমে এই কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া কর্ম্মকারক অথবা পঞ্চাইত যেরূপে কার্য্য নিষ্পত্তি করিবেন তাহার হুকুম তাহারদের উপদেশের নিমিত্তে যেমত উচিত বোধ করেন সেইমত নির্দ্দিষ্ট করিবেন ইতি—

৮ ধারা—

এই প্রকারে ধার্য্যকরা পঞ্চাইতের করা ফয়

এই প্রকারে নিষ্পত্তিহওয়া বিষয়ের উপর কোন আপীল হইলে—

হইলে তাহা শুনা যাইবেক না এবং ঐ নিয়ুক্তি তৎক্ষণাৎ জারী হইয়া বহাল থাকিবেক কিন্তু কমিস্যনরসাহেব বিশেষ কারণপ্রযুক্ত ঐ বিষয় অন্য পঞ্চাইতের হাতে বিবেচনার্থে সোপর্দ্দ করা উচিত বোধ করিলে ঐ নিয়ুক্তি জারী হইবেক না যদি সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ঐ বিষয়ের হুকুম দেন ইতি—

সলার উপর যে আপীল হইতে পারিবেক তাহার কথা—

৯ ধারা—

উপরের উক্ত হুকুমানুসারে যাহার নিয়ুক্তি হয় তাহা অন্যথাকরণার্থে যদি কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তবে খরচাসমেত ঐ মোকদ্দমা ননসুট হইবেক ইতি—

উপরের উক্ত হুকুম মতে করা ফয়সলার অন্যথাকরণের অর্থে নালিশ উপস্থিত হইলে খরচাসমেত তাহা ননসুট হইবার কথা—

১০ ধারা—

ঐ প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হুকুমক্রমে যে সালিসেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদের ফয়সলার দৃষ্টে ডিক্রীর দ্বারা ক্ষতিহওয়া সম্পত্তি পুনঃরায় পাইবার নিমিত্তে তাঁহারদিগের নামে স্বতন্ত্রং অথবা একত্র কোন আদালতে নালিশ উপস্থিত হইলে খরচাসমেত ঐ মোকদ্দমা ননসুট হইবেক ইতি—

ঐ মত সালিসের করা ফয়সলার দৃষ্টে ক্ষতি হওয়া সম্পত্তি পুনরায় পাইবার অর্থে নালিশ উপস্থিত হইলে খরচা সমেত তাহা ননসুট হইবার কথা—

১১ ধারা—

এক্ষণে জানান যাইতেছে যে মালিকানার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারায় যে হুকুম আছে তাহা ঐ হুকুম জারীহওনের তারিখের পর হওয়া বিষয়ের

মালিকানার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৫ ধারায় যে হুকুম আছে তাহার অভিপ্রায়ের কথা—

উপর এবং কেবল ঐ আইনানুসারে ... ন্যর উপর এবং ঐ বন্দোবস্ত সমাপ্তির পর ... অনুক্রমে কেবল ও ...ন্যর উপর থা... ভিপ্রায় নয় ইতি—

১২ ধারা—

খাজনার হিসাব যে প্রকারে রাখা যাইবেক তাহার এবং তাহার কত নকল প্রস্তুত করা যাইবেক তাহার কথা—

পুনশ্চ হুকুম করা যাইতেছে যে গ্রামের যে হিসাব পূর্ব্বের দাঁড়ানুসারে রাখিবার হুকুম হইয়াছিল অথবা উত্তর কালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নির্দ্দিষ্ট করা দাঁড়ানুসারে রাখিবার হুকুম হইবেক তাহার দুই নকল প্রস্তুত করা যাইবেক এক নকল পাটওয়ারীবর্গের কাছারীতে থাকিবেক দ্বিতীয় নকল জমীদারী বা ভূমি যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার কালে...হেবের কাছারীতে থাকিবেক এবং যেং স্থানে কানুনগো নিযুক্ত আছেন সেইং স্থানে তাহার তৃতীয় নকল করিয়া ঐ কাছারীতে থাকিবেক ইতি—

১৩ ধারা—

উপরের লিখিত হিসাব পরগনা ও জিলার রেবিনিউর কাছারীতে যেং ক্রমে ও যেং সময়ে দাখিল করিতে হইবেক তাহার এবং ঐ ... কথা—

উপরের লিখিতমতে পরগনা ও জিলার কাছারীতে যে হিসাব প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হুকুম আছে তাহা হুকুমানুসারে হরং মাসাস্তর দাখিল না হইয়া বোর্ডের সাহেবেরা যেং প্রকারে ও যেং সময়ে দাখিল করিতে হুকুম করিবেন তদনুসারে দাখিল করিতে হই... ভূমি সম্পর্কীয় যে কোন ব্যক্তি ঐ সকল কাগজ ... ও তজর্জ্জমা করিতে পারিবেন ইতি—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৯ নবম আইন—

১৪ ধারা—

যে কোন জমীদার কি ইজারদার বা অন্য কোন প্রকার ভূম্যধিকারী এই আইন জারীহওনের পর উপরের লিখিত হুকুমানুসারে কার্য্য করিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করেন তিনি পাট্টা কি ইজারার লিখিত নিয়মমতাচরণ না করণ অথবা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত রাইয়ত বা অন্য প্রকার ভূমির দখীলকার ব্যক্তিকে ভূমিহইতে বেদখল করিতে পারিবেন না অথবা কোন রাইয়ত বা দখীলকার ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারিবেন না অথবা বাকী খাজানার নিমিত্তে বা বন্দোবস্তের মতাচরণ না করণ নিমিত্তে তাহার নামে কোন আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন না ইতি—

জমীদার কি ইজারদার বা অন্য কোন প্রকার ভূম্যধিকারী উপরের উক্ত হুকুমমত কার্য্য করিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করিলে যাহা না করিতে পারিবেন তাহার কথা—

১৫ ধারা—

উপরের লিখিত হুকুমমতাচরণ না করনিয়া যে কোন জমীদার বা ইজারদার কি অন্য কোন প্রকার ভূম্যধিকারী উপরের লিখিত কোন প্রকার মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করিলে খরচাসমেত ঐ মোকদ্দমা ননসুট হইবেক যদি তিনি কোন রাইয়ত বা অন্য প্রকার কোন দখীলকার ব্যক্তিকে ভূমিহইতে বেদখল অথবা তাহারদের সম্পত্তি ক্রোক করেন তবে যে আদালতের দ্বারা সেই ভূমি বা সম্পত্তি রাইয়তকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক সেই আদালতে ঐ বেআইনী—

উপরের লিখিত হুকুমমতাচরণ না করনিয়া কোন ভূম্যধিকারী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে খরচাসমেত তাহা ননসুট হইবার কথা—

জমীদারইত্যাদি কোন রাইয়তকে বেদখল কি তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিলে জরীমানার যোগ্য হইবার কথা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৯ নবম আইন—

বেআইনী কার্য্যের নিমিত্তে যে জরীমানা উচিত বোধ হয় সেই জরীমানা ঐ জমীদারের দিতে হইবেক ইতি—

১৬ ধারা—

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কোন রেবিনিউর এলাকার মধ্যে ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা—

কোন রেবিনিউর এলাকার মধ্যে ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত করিতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা রাখেন্ এবং নীচের লিখনক্রমে ঐ ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা ধার্য্য হইবেক ইতি—

১৭ ধারা—

ঐ পদের যোগ্য যেং লোক তাহার এবং যে প্রকারে নিযুক্ত হইবেন তাহার কথা—

ঐ ডেপুটী কালেক্টরী পদে এদেশীয় যে কোন জাতীয় বা ধর্ম্মাবলম্বী হউন সকলেই নিযুক্ত হইতে পারেন্ যাঁহারা ঐ কার্য্যের নিমিত্তে বাচনি করা যাইবেন তাঁহারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নিযুক্ত হইবেন এবং চলিত দাঁড়ানুসারে সরকারহইতে কমিস্যন অর্থাৎ সনদ পাইবেন এবং ঐ সনদে রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি সাহেবের দস্তখৎ থাকিবেক ইতি—

১৮ ধারা—

তাঁহারদের মাহিয়ানা যেপ্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার এবং যেং প্রকারে মাহিয়ানার বৃদ্ধির যোগ্য হইবেন তাহার কথা—

ডেপুটী কালেক্টরেরা যে মাহিয়ানা পাইবেন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবেন এবং সময়েং যেমত তাহাঁরদের আচারব্যবহারানুসারে উপযুক্ত বোধ হইবেক সেই মত মাহিয়ানার বৃদ্ধিও হইতে পারিবেক ইতি—

১৯ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৯ নবম আইন—

১৯ ধারা—

যাঁহারা এই আইনানুসারে ডেপুটী কালেক্টরী পদে নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা ঐ পদে প্রবৃত্তহওনের পূর্ব্বে সরকারী রাজস্বের সমস্ত তহসীলদারদিগের ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারায় যে শপথ করিতে হুকুম আছে তদনুসারে এক সুকৃতিপত্র যে জিলায় নিযুক্ত হইবেন ঐ জিলার কালেক্টরসাহেবের সম্মুখে লিখিয়া দিবেন ইতি—

এই আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া ডেপুটী কালেক্টর যে সুকৃতি পত্র লিখিয়া দিবেন তাহার কথা—

২০ ধারা—

যে ডেপুটী কালেক্টরেরা এই আইনানুসারে যে কালেক্টরীতে নিযুক্ত হইবেন সর্ব্বপ্রকারেই ঐ কালেক্টরের তাবে তাঁহারদের থাকিতে হইবেক এবং ঐ কালেক্টরসাহেব তাঁহারদিগের প্রতি যে কার্য্য করিতে হুকুম দিবেন তাঁহারা সেই কার্য্য করিবেন ইতি—

এই আইনানুসারে যে কালেক্টরীতে ডেপুটী কালেক্টরেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা ঐ কালেক্টরসাহেবের তাবে থাকিবার কথা—

২১ ধারা—

কালেক্টরসাহেব ইচ্ছামত তাঁহারদিগকে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের হুকুমমতে ভূমির বন্দোবস্তকরণের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং সরকারের খাসমহালের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং সামান্যতঃ কালেক্টরের কর্ত্তব্য অন্য যে কোন কার্য্য তাহাতে নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি—

কালেক্টরসাহেব যেং কার্য্যে তাঁহারদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন তাহার কথা—

২২ ধারা—

এই আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া ডেপুটী কালেক্টর দিগের—

তাঁহারদিগের রোয়দাদ যে প্রকারে লেখা

যাইবেক তাহার এবং যে প্রকারে তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক তাহার কথা—

দিগের করা সমস্ত রোয়দাদ তাঁহারদের নামেই লেখা যাইবেক ও তাহার দায়ী তাঁহারাই হইবেন কিন্তু কালেক্টরসাহেব তাহাতে পুনর্দৃষ্টি এবং তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন এবং তাহার উপর আপীল দাড়ানত উপস্থিত কার্য্যকারক সাহেবদিগের নিকটে হইতে পারিবেক ইতি—

২৩ ধারা—

কালেক্টরসাহেব যেং কার্য্য তাঁহার হাতে সোপর্দ্দ করেন তাহা ফিরিয়া লওনের হেতু কমিস্যনরসাহেবকে জানাইয়া তাহা ফিরিয়া লইতে পারিবার কথা

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কালেক্টরসাহেব যে কোন কার্য্য ডেপুটী কালেক্টরের হাতে সোপর্দ্দ করেন তাহা ফিরিয়া লওনের কারণ কমিস্যনরসাহেবকে জানাইয়া তাহা যে কোন সময়েই তাঁহার নিকটহইতে ফিরিয়া লইতে পারেন ইতি—

২৪ ধারা—

কালেক্টরসাহেব ডেপুটী কালেক্টরকে যেং কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন তাঁহার হুকমে যেপর্য্যন্ত রাজস্বের কমিস্যনরসাহেব হাত দিতে পারিবেন তাহার কথা

আরো জানা কর্ত্তব্য যে ডেপুটী কালেক্টরেরা যেং কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন তাহার যেং নিয়ম কালেক্টরসাহেবেরা স্থির করেন অথবা তাহারদিগকে যেং কার্য্য বিলিমতে সোপর্দ্দ করেন রাজস্বের কমিস্যনরসাহেবেরা উচিত বোধ হইলে তাহার ফেরফার করিতে পারেন কিন্তু সদর বোর্ড রেবিনিউর অথবা সরকারের যে সাধারণ কর্ত্তৃত্ব আছে তাহা এই সকল বিষয়ে খাটিবেক ইতি—

২৫ ধারা—

ডেপুটী কালেক্টরের তগীরের নিয়ম হুকুমের কথা—

এই আইনানুসারে যে ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইবেন তিনি কুকর্ম্ম না করিলে এবং শ্রীযুত নওয়াব

গবর্নর—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ৯ নবম আইন—

গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে হুকুম না হইলে তগীর হইতে পারিবেন না যখন এমত বোধ হয় যে কোন ডেপুটী কালেকটর কর্ম্মে ত্রুটি কি অনৈপুণ্য অথবা ঘুষ ইত্যাদি লওনপ্রযুক্ত ঐ পদে থাকনের অনুপযুক্ত তখন সেই এলাকার কার্য্যকারক সাহেবেরা সদর বোর্ড রেবিনিউর দ্বারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে বিবেচনার নিমিত্তে ঐ বিষয়ের এক রিপোর্ট করিবেন এবং শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ করিবেন সেই মত হয় তাঁহাকে শসপেণ্ড করিয়া তাঁহার কার্য্যের বিষয়ে পুনর্ব্বার তত্ত্বাবধারণার্থে হুকুম দিবেন নতুবা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তগীর করিতে পারিবেন ইতি—

সমাপ্তঃ।—

A True Translation,
C. G. UDNY,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ১২ দ্বাদশ আইন

আদালতের উকীলদিগকে বাচনীকরণ ও নিযুক্তকরণ ও মেহনতানাদেওনের বিষয়ি চলিত আইনের কতক২ হুকুম মতান্তর করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ৪ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ২০ কার্ত্তিক মওয়াফে ফসলী ১২৪১ সালের ৭ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪১ সালের ২১ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ৭ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২৪৯ সালের ২১ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি—

যেহেতুক সদর দেওয়ানী আদালতে আদালতের উকীলদিগকে বাচনীকরণ ও নিযুক্তকরণ ও মেহনতানাদেওনের বিষয়ি চলিত নিয়মের দ্বারা ঐ২ আদালতে মোকদ্দমায় কোন২ প্রকারে উভয় বিবাদির ক্ষতি হইতেছে এবং যেহেতুক উকীলদিগের সংখ্যার বৃদ্ধিকরণেতে অথবা অযোগ্য ব্যক্তিরা ওকালতী কার্য্যে নিযুক্তহওনেতে যে অপকার সম্ভাবনা তাহা উভয় বিবাদির স্বার্থপরতার দ্বারা যেমন খণ্ডন হইতে পারে আদা হেতুবাদ—

লতের—

লতের সাহেবদিগের হাতদেওনেতে তেমন হইতে পারে না এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী হইবেক ইতি—

২ ধারা—

[illegible] আইনের যেই হুকুম [illegible] করা গেল তা [illegible]—

১ প্রথম প্রকরণ—ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের লিখিত হুকুম এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৩৬ ধারা অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের উকীলদিগের নিযুক্ত হওনবা তলবীরহওন বা মেহনতানার বিষয়ি অন্য যেকোন চলিত আইন আছে নীচের লিখনক্রমে তাহা মতান্তর করা গেল ইতি—

[illegible] দেওয়ানী [illegible] [illegible] জাতী [illegible] অবলম্বী লো [illegible] পারিবার [illegible]—

২ দ্বিতীয় প্রকরণ—সদর দেওয়ানী আদালতে সর্ব্ব প্রকার ব্যক্তি যে কোন জাতীয় বা ধর্ম্মাবলম্বী হউন সকলেই ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন ইতি—

[illegible] আদালতে উকী[illegible] [illegible] মোক্তার নিরূপণ [illegible] দরখাস্ত [illegible] করা যাইবেক [illegible] নিষ্পত্তি [illegible] হইবেক তাহার [illegible]—

৩ তৃতীয় প্রকরণ—যে কোন ব্যক্তি ঐ২ আদালতের উকীলের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে চাহে অথবা যে কোন ব্যক্তি ঐ আদালতে উপস্থিতহওয়া যে কোন মোকদ্দমা অথবা যে কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকে ঐ মোকদ্দমা বা কার্য্যনির্ব্বাহার্থে আদালতের উকীলভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে চাহে তাহারা ঐ২ আদালতে দরখাস্ত করিবেক এবং আদালতের সাহেবদিগের অধিকাংশ ঐ দরখাস্তে সম্মত হইলে ঐ উকীল বা ঐ সামান্য মোক্তারকে কর্ম্মে

নিযুক্তহওনের—

নিযুক্তহওনের ক্ষমতাদেওনার্থে এক সনদ দিবেন এবং একক্ষণে অনেক উকীল ঐ২ আদালতে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্যকরণের কারণ হইবেক না ইতি

আদালতের উকীল ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ মোকদ্দমানির্ব্বাহার্থে নিযুক্ত করিতে চাহিলে তাহার অনুমতি যে রূপে পাওয়া যাইবেক তাহার কথা

৪ চতুর্থ প্রকরণ — কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকিয়া ঐ মোকদ্দমা নির্ব্বাহকরণের নিমিত্তে আদালতের উকীলভিন্ন অন্য কাহাকে নিযুক্ত করিতে চাহিলে ঐ নিমিত্তে এক দরখাস্ত করিবেক এবং যে জজ সাহেবের নিকটে ঐ দরখাস্ত অর্পণ হয় ঐ সাহেব তাহা গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে পারেন যদ্যপিঐ সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করেন তবে ঐ হুকুমের উপর আপীল ঐ আদালতের সমস্ত জজের নিকটে হইতে পারিবেক এবং তাহাতে জজসাহেবদিগের অধিকাংশ যাহা স্থির করিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক ইতি —

উকীলের মেহনতানা যে রূপে দেওয়া যাইবেক তাহার কথা

৫ পঞ্চম প্রকরণ — সদর দেওয়ানী আদালতে যাহারা উকীল নিযুক্ত করিতে চাহে তাহারদের প্রতি এক্ষণে এই অনুমতি হইল যে উকীলের যে মেহনতানা হইবেক আপনারাই পরস্পর তাহার বন্দোবস্ত করিবেক এবং ঐ মেহনতানা ওকালৎনামাতে লিখিতে হইবেক এবং ঐ নিমিত্তে আদালতে টাকা আমানৎকরণের আবশ্যক হইবেক না কেবল উকীলদিগের খাতিরজমার নিমিত্তে করিতে চাহিলে করিতে পারিবেক কিন্তু বর্ত্তমান আইনে যে মেহনতানা নির্দ্দিষ্ট আছে

বিশেষ বিধির কথা

তাহাহইতে

তাহাহইতে অধিক বিপক্ষের উকীলের মেহনতানার নিমিত্তে আদালতের খরচা বলিয়া পরাজিত ব্যক্তির দিতে হইবেক না ইতি—

মওক্কেলের সহিত উকীলের বন্দোবস্ত হইয়া কোন বিবাদ হইলে তাহার নিষ্পত্তি যেরূপে হইবেক তাহার কথা—

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ—মওক্কেলের সঙ্গে উকীলের কোন বন্দোবস্ত হইয়া যদি কোন বিবাদ হয় তবে জাবেতামত ঐ বিষয়ের মোকদ্দমা করিতে হইবেক এবং ঐ বিষয়ের কোন মুৎফরক্কা দরখাস্ত আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি—

মোখ্তারের ক্ষমতার কথা—

৭ সপ্তম প্রকরণ—যে মোখ্তার এই রূপে সওয়াল জওয়াব করিতে অনুমতি পায় তাহার প্রতি অর্পণকরা মোকদ্দমার বিষয়ে আদালতের উকীল যে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইতেন ঐ মোখ্তারও ঐ২ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেক এবং আইনানুসারে আদালতের উকীল যেমত ত্রুটি বা আদালতের হুকুম না মানন অথবা অন্য কোন অপরাধকরণের বিষয়ে জরীমানা বা শাস্তির যোগ্য হয় সেইমত এই মোখ্তারো জরীমানা ও শাস্তির যোগ্য হইবেক ইতি—

অন্য আদালতহইতে পাঠান মোকদ্দমায় উকীলের মেহনতানার বিষয়ি হুকুমের কথা

৮ অষ্টম প্রকরণ—ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের ২ আইনের লেখা হুকুমক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতে অর্পণকরা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পূর্ব্বে যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতে যে উকীলেরা ঐ মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিয়াছিল তাহারা যে মেহনতানা পাইবেক

ঐ—

ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরা তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবেন এবং সামান্যতঃ ইহার পূর্ব্বে যে খরচা লাগিয়াছিল তাহা কাহার শিরে পড়িবেক ইহাও নির্দ্দিষ্ট করিবেন উকীলের মেহনতানার নিমিত্তে যত টাকা পূর্ব্বে ঐ আদালতে আমানৎ হইয়াছিল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ টাকা আমানৎ থাকিবেক তাহার পর আদালতের ফয়সলানুসারে উকীল যাহা পাইবেক তাহা দেওয়া যাইবেক ইতি—

৯ নবম প্রকরণ—আদালতের সাহেবদিগের প্রতি এই ক্ষমতার্পণ হইল যে ঐ সাহেবেরা যদ্যপি উকীল বা মোখ্তারের এমত কোন অনুচিত কার্য্য দেখেন যে জজসাহেবদিগের অধিকাংশ তাহাকে কর্ম্মচ্যুতকরণরূপ দণ্ড করিতে উপযুক্ত বোধ করেন তবে মোকদ্দমানির্ব্বাহের কোন সময়ে আদালতের উকীলের সনদ ফিরিয়া লইতে পারিবেন বা মোখ্তারকে মোকদ্দমানির্ব্বাহার্থে নিযুক্ত হইতে বারণ করিতে পারিবেন ইতি—

অনুচিত কর্ম্ম করিলে উকীলের সনদ আদালতের জজসাহেবদিগের অধিকাংশ ফিরিয়া লইবার ও মোখ্তারকে কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে বারণ করিবার কথা—

৩ ধারা—

যে সকল আদালতে অন্যং আদালতহইতে বিচারহওনের নিমিত্তে মোকদ্দমা পাঠান যায় সেইং আদালতের উপর উপরের লিখিত ২ ধারার ৮ প্রকরণের লেখা হুকুম খাটিবেক ইতি—

উপরের ২ ধারার ৮ প্রকরণের লিখিত হুকুম বিস্তার করিবার কথা

৪ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন

রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলার দেওয়ানী আদালত উঠাইয়া দিবার এবং এক্ষণে রামগড় ও জঙ্গলমহাল ও মেদিনীপুর জিলার অন্তগত কএক প্রদেশের তত্ত্বাবধারণকরণের বিশেষ হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের তারিখ ২ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ১৮ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪১ সালের ৫ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪১ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ৫ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৯ সালের ১৯ রজবে জারী করিলেন ইতি

যেহেতুক রামগড় ও জঙ্গলমহাল ও মেদিনীপুর জিলার অন্তগত নানা প্রদেশের বর্ত্তমান অবস্থাদৃষ্টে এবং ঐ২ প্রদেশের নানাভাগে সম্প্রতি যে দৌরাত্ম্য হইয়াছিল তাহার ভাব দৃষ্টে এবং দেশীয় লোকের আচার ব্যবহারদৃষ্টে ঐ২ প্রদেশ পূর্ব্বোক্ত জিলাসকলহইতে স্বতন্ত্রকরণ এবং শ্রীযুত নওয়াব — হেতুবাদ

গবরনর

গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট নামে এক জন কার্য্যকারক সাহেবের তাবে রাখা উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কার্য্যনির্ব্বাহের এবং পোলীস ও ভূমির রাজস্ব ও মাসুল ও আবকারী ও ইষ্টাম্প ও ঐ২ স্থানসম্পর্কীয় সকল দেওয়ানী কার্য্যের তত্ত্বাবধারণার্থে বিশেষ হুকুমকরা উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক পূর্ব্বোক্ত নিয়মসকলের উপলক্ষে রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলার দেওয়ানী আদালত উঠাইয়া দেওন আবশ্যক বোধ হইল এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ঐ এজেণ্টসাহেবের কার্য্যের ভারলওনের তারিখঅবধি জারী হইবেক ইতি—

২ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ আইন এবং ১৮০৫ সালের ১৮ আইনের কতক২ হুকুম রদ হইবার এবং রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলার দেওয়ানী আদালত মৌকুফ হইবার কথা—

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ আইন এবং ১৮০৫ সালের ১৮ আইনের অথবা অন্য কোন আইনের যে কোন ভাগে রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলা স্থাপনবিষয়ে যে২ হুকুম আছে তাহা রদ হইল এবং রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলার দেওয়ানী আদালত মৌকুফ হইল ইতি—

৩ ধারা—

কএক প্রদেশ রামগড় ও জঙ্গলমহাল ও মেদিনীপুর জিলাহইতে স্বতন্ত্র হইবার কথা—

নীচের লিখিতব্য যে২ স্থান এক্ষণে রামগড় ও জঙ্গলমহাল ও মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত আছে ঐ২ স্থান ঐ২ জিলাহইতে স্বতন্ত্র হইবেক এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী

কার্য্যনির্ব্বাহের—

কার্য্যনির্ব্বাহের বিষয়ে এবং রাজস্ব ও মাসুল ও আবকারী ও ইষ্টাম্পের মাসুল তহসীলকরণের বিষয়ে যে২ হুকুম আছে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনানুসারে ছাপা ও প্রকাশ হওয়া আইনসকলে অন্য যে২ হুকুম আছে ঐ২ হুকুম রহিত হইল এবং এই আইনের পশ্চাৎ যে মত ধার্য্য করা যাইবেক তাহাব্যতিরেকে এই আইনের হেতুবাদের লিখিত তারিখ অবধি ঐ সকল হুকুম এই সকল প্রদেশে জারী হইবেক ইতি

এপ্রকারে স্বতন্ত্রহওয়া প্রদেশসকলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনানুসারে ছাপা ও প্রকাশহওয়া আইনসকলের যে২ হুকুম সম্পর্ক রাখে তাহা রহিত হইবার কথা

বিশেষ বিধির কথা

রামগড় জিলায়

ছোট নাগপুর

পালা মৌ

করকদিয়া

রামগড়

কুণ্ডা

জঙ্গলমহাল জিলায় নীচের লিখিতব্য মহালব্যতিরেকে ঐ জিলায় যত মহাল আছে তাহা

সাইন পাহাড়ী

শিয়রগড়

বিষ্ণুপুর

মেদিনীপুর জিলায়

দলভূম

ঘাটশিলা

৪ ধারা

৪ ধারা

স্বতন্ত্রকরা প্রদেশের স্থলে সরকারের সকল সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহের ভার শ্রীযুত গবরনর জেনরলের এজেণ্ট নামে এক জন কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি অর্পণ হইবার কথা

পূর্ব্বের লিখিত ধারার কার্য্যকরামাত্র যে২ প্রদেশ স্বতন্ত্র করা গেল এই প্রদেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্য ও রাজস্ব তহসীলকরণের কার্য্য এবং পোলীসের ও ভূমির রাজস্ব ও মাসুল ও আবকারী ও ইষ্টাম্প ও রাজশাসনসম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যের ভার শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নিযুক্তকরা এক জন কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি অর্পণ হইবেক এবং ঐ কার্য্যকারকসাহেবের নাম শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরলের এজেণ্ট হইবেক ইতি

৫ ধারা

শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের হুজুর কৌন্সেল ঐ এজেণ্ট ও তাঁহার তাবে কার্য্যকারক সাহেবেরদের উপদেশের নিমিত্তে হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবার কথা

ঐ এজেণ্টসাহেব ও তাঁহার তাবে ও কর্ত্তৃত্বাধীনে যে কার্য্যকারকেরা থাকেন তাহারদের কার্য্যোপদেশের নিমিত্তে যে সকল হুকুম উচিতবোধ করেন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলের হুকুমানুসারে ঐ সকল হুকুম দিতে পারেন এবং ঐ এজেণ্টসাহেব ও তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা যে ক্ষমতাবিশিষ্ট হইবেন ঐ ক্ষমতা ধার্য্য করিতে পারেন এবং দেওয়ানী মোকদ্দমায় ঐ এজেণ্টসাহেবের নিষ্পত্তিকরা যে২ ডিক্রী চূড়ান্ত হইবেক ও যে২ ডিক্রীর উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতেপারিবেক তাহা ধার্য্য করিতে পারেন এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় ঐ এজেণ্টসাহেব যে ক্ষমতাপন্ন হইবেন তাহা এবং যে২ মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নিমিত্তে নিজা

ফৌজদারী মোকদ্দমায় ঐ এজেণ্টসাহেব ও নিজ সদর আদালতের সাহেবেরা যে ক্ষমতা রাখিবেন তাহাও নিরূপণ করিতে পারিবার কথা

মৎ

সং আদালতে অর্পণ হইবেক তাহা ধার্য্য করিতে পারেন ইতি—

৬ ধারা—

উত্তর কালে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের করা হুকুমক্রমে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইবেক তদনুসারে ঐ এজেন্টসাহেব নিজামৎ আদালতে যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা অর্পণ করিবেন ঐ২ মোকদ্দমা আদালতে পঁহুছিলে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মৌলবীর ফতওয়া না লইয়াই দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবের নিকটে সামান্যতঃ মোকদ্দমা অর্পণ হইলে যেমত হইত সেইমত ঐ২ মোকদ্দমার চূড়ান্ত হুকুম দেন অথবা সূক্ষ্ম বিবেচনার পর অন্য যে হুকুম দেওয়া উচিত ও যথার্থ বোধ হয় তাহা দেন ইতি—

এজেন্টসাহেবের অর্পিতহওয়া মোকদ্দমার চূড়ান্ত হুকুম কি অন্য হুকুম নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যেপ্রকারে জারী করিবেন তাহার কথা—

৭ ধারা—

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এই আইনক্রমে রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলার অন্তঃপাতি যে সকল প্রদেশ শ্রীযুত গবরনর জেনরলের এজেন্টসাহেবের তাবে রাখা যায় নাহি তাহা যে জিলার শামিলকরা উচিত বোধ হয় সেই জিলার শামিল করিতে পারেন এবং

রামগড় ও জঙ্গলমহাল জিলার যেং অংশ এজেন্টসাহেবের তাবে রাখা যায় নাহি শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে তাহা কোন জিলার শামিল করিতে পারিবার এবং সময়ক্রমে এজেন্টসাহেবের তাবে

সময়ক্রমে—

রাখা এলাকা কি তাহার নিকটবর্ত্তি অন্য২ জিলার সীমার ফেরফার করিতে পারিবার কথা

সময়ক্রমে এজেণ্টসাহেবের তাবে রাখা এলাকা অথবা তাহার নিকটবর্ত্তি অন্য২ জিলার সীমার যেরূপ ফেরফারকরা উচিত বোধ হয় সেইরূপ করিতে পারেন্ ইতি

সমাপ্তঃ।

A True Translation,
C. G. UDNY,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের আইনের মধ্যগত স্থূলং বিষয়—

আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউ—

প্রবিন্স্যল আপীল আদালত—

বন্দুয়ান—

ঢাকা জিলা—

আমদানীহওয়া জিনিস—

মুদ্রা—

জিলা ও শহরের আদালতের অতিরিক্ত জজ—

রাজস্ব—

উকীল—

রামগড় ও জঙ্গল মহাল ও মেদিনীপুর জিলা—

ঐ স্থূল বিষয়ান্তর্গত বিষয়সকল—

পরিমিট ও শহরের মাসুল …… আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর বিষয়ান্তর্গত—

কলিকাতা রাজধানীতে থাকা পরিমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ড…… ঐ

প্রবিন্স্যল আপীল আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা …… প্রবিন্স্যস আপীল আদালতের বিষয়ান্তর্গত—

আপীল …… …… ঐ

রাস্তা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের আইনের খোলাসা

রাস্তা ও সরকারী এমারতের সুপরিণ্টে
  ণ্ডেণ্টসাহেব ... . বন্দুয়ানের বিষয়ান্তর্গত

মূল্যানুসারে মাসুল .... আমদানীহওয়া জিনিসের বিষয়ান্তর্গত

করোখাবাদী টাকা ...... মুদ্রার বিষয়ান্তর্গত

মালিকানা .... রাজস্বের বিষয়ান্তর্গত

বন্দোবস্ত .... ঐ

সুদের হিসাব ... . ঐ

ডেপুটী কালেক্টর ... . ঐ

মেদিনীপুর .... রামগড় জিলার বিষয়ান্তর্গত

নতান্তরকরণ

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের আইনের খোলাসা—

মতান্তরকরণ ও শুধরণ ও রদকরণ ও বৃদ্ধিকরণইত্যাদি—

যে২ আইন মতান্তরইত্যাদি করা গেল					যে২ আইনের দ্বারা		
সন	আইন	ধারা	প্রকরণ		আইন	ধারা	প্রকরণ
১৮১০	২।১০	০	০				
১৮২৩	৯	২।৩	০	শুধরণ	১	২	০
১৮৩১	৫	২৭	২	ঐ	২	২	০
১৭৯৩	৩	২	০				
	৯	২	০	শুধরণ ও রদ	৫	২	০
১৭৯৭	৭	২	০				
১৮২৯	১৫	৩	২	রদ ও শুধরণ	৬	০	০
১৮১৮	১৪	২	২				
১৮১৯	৪০	১	০	রদ	৭	০	০
১৮২২	৭	৫	০	[illegible] ও অর্থ [illegible]	৯	২।৪	০
১৮২৮	৪	২	১।২।৩	রদ	ঐ	৪	০
১৮৩১	৪	৩	১	ঐ	১০	২	০
১৮৩০	৭	০	০	শুধরণ	১১	০	০
১৮১৪	২৭	৩০	০	ঐ	১২	২	১
১৮৩১	৫	০	০				
১৮০৩	৩	২।৩	০	ঐ	১৩	০	০
১৮০৫	১৮	০	০				

ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার খোলাসা

	আইন	ধারা	প্রকরণ
আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর বিষয়—			
যে ২ দেশ রাজস্বসম্পর্কীয় আলাহাবাদের সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়াছে সেই ২ দেশের পরিমিট ও শহরের মাসুলের কর্ত্তৃত্ব উত্তর কালে ঐ বোর্ডে অর্পণ হইবার কথা	১	৩	০
প্রবিন্স্যল আপীল আদালতের বিষয়—			
প্রবিন্স্যল আপীল আদালতে সম্প্রতি যে২ মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়া আছে যদি ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম কোন জিলা বা শহরে চলন হয় তবে ঐ জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপরের লেখা সমস্ত বিষয় অর্পণ হইবার কথা	২	৩	১
সদর দেওয়ানী আদালতের সমস্ত পরিসেপ্ট বা হুকুমনামা জারীহওনার্থে ঐ জিলা বা শহরের আদালতে অর্পণ হইবার কথা	ঐ	ঐ	২
সমস্ত জিলায় ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম চলন হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে প্রবিন্স্যল আপীল আদালত উঠাইয়া দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার কথা	ঐ	৪	০
যে ২ আপীল এবং আপীল আদালতউপলক্ষে			

যে২—

	আইন	ধারা	প্রকরণ
যেং বিষয় প্রবিন্স্যল আপীল আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা সমস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হইবার কথা	২	৫	০
বন্দুয়ানের বিষয়—			
রাস্তা ও সরকারী অন্য ২ কার্য্যে নিযুক্ত বন্দুয়ানদিগের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগেরে বন্দুয়ান ও তাহারদের তৈনাতী সৈন্যেরদিগ্‌কে শাসন করিবার অর্থে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা	৪	২	০
ঢাকা জিলার বিষয়—			
ঢাকা শহর ও ঢাকা জলালপুর জিলার অন্তঃপাতি যেং স্থান আছে তাহা এক জিলা হইয়া ঢাকা জিলানামে খ্যাত হইবার কথা	৫	৩	০
উচিত বোধ হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের ঐ জিল্লার সরহদ্দের ফেরফার করিতে ক্ষমতা থাকিবার কথা	ঐ	৪	০
আমদানীহওয়া জিনিসের বিষয়—			
জিনিস খালাস করিবার আরজীতে ঐ জিনিসের মূল্যবোধক কথা লেখা যাইবার কথা	৬	৩	১
আমদানীকরণিয়া কি তাহার মোখ্তারকারের দস্তখৎ—			

	আইন	ধারা	প্রকরণ
হস্তগত আরজীতে হইবার এবং কম মাশুলের লিখিত জিনিস কার্য্যকারকের দ্বারা আটক হইতে পারিবার এবং তাহা বোর্ড কষ্টমের সাহেবদিগের নিকটে আরজীকরণাধীন হইবার এবং ঐ সাহেবেরা কোম্পানির নিমিত্তে তাহা লইয়া বিক্রয় করাইতে পারিবার এবং লিখিত মূল্য আমদানীকরকে দিয়া দিতে হইবার কথা	৬	৩	২
জিনিসের মালিক কি ঐ জিনিস যাহার নিকটে পাঠান যায় তাহার স্থানে মাশুল লওয়া যাইবার কথা	ঐ	৪	০

মুদ্রার বিষয়—

	আইন	ধারা	প্রকরণ
কলিকাতার সিক্কা টাকা ও ফররোখাবাদী টাকা ও তাহার রেজকার পরখ ও ওজন নিরূপণ হইবার কথা	ঐ	৩	০
এক্ষণকার চলন সিক্কার ওজনের ব্যবহার সরকারের টাকশালে রহিত হইবার কথা	ঐ	৪	০
এবং ১৭৯ গ্রেন ৬৬৬ ডেসিমল সিক্কার ওজনের ইউনেটের পরিবর্ত্তে ১৮০ গ্রেন ট্রয়ের তোলার ব্যবহার হইবার এবং এই নিয়মানুসারে ওজনের নিরূপণ হইবার কথা	ঐ	৫	০

টাকশালে যত কথায় যত টাকা হইবেক তাহার

হিসাবের—

	আইন	ধারা	প্রকরণ
হিসাবের এবং সরকারী মাশুল দিতে হইবার এবং পরখসহীহইতে মন্দ হইলে পরখসহী করিবার নিমিত্তে অন্য খরচা লওয়া যাইবার এবং রূপার মালিক টাকশালের বাহিরে আপনার ইচ্ছামত রূপা পরখসহী করিতে পারিবার অথবা রূপা পরখসহীকরণের নিমিত্তে যে খরচা আইনেতে নির্দিষ্ট আছে তাহা দিতে পারিবার কথা	৭	৫	৩
সরকারী অথবা অন্য সামান্য কার্য্যের নিমিত্তে বাটখারা এই আইনের নিয়মানুসারে তজবীজ ও নির্ণয় হইবার কথা	ঐ	৬	৩
অতিরিক্ত জজের বিষয়			
আবশ্যকমতে অতিরিক্ত জজ নিযুক্তকরণের হুকুমের কথা	৮	২	১
অতিরিক্ত জজসাহেবদিগের কার্য্য ও ক্ষমতার কথা	ঐ	ঐ	২
রাজস্বের বিষয়			
যে কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হন তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হওয়া কোন বিষয় সালিসের হাতে সোপর্দ করিলে উভয় বিবাদির ঐ সালিসের কথা নিযুক্তি দাখিল করিবার মিয়াদ নিরূপণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবার			

	আইন	ধারা	প্রকরণ
হইবার কথা ...	৯	৫	০
উভয় বিবাদী তাহাতে অস্বীকার বা ত্রুটি করিলে ঐ বিষয় তজবীজকরণার্থে পঞ্চাইত আহ্বান হইতে পারিবার এবং যেপ্রকার লোক পঞ্চাইত ধার্য্য করা যাইবেক তাহার কথা	ঐ	৬	০
এইমতে ধার্য্যকরা পঞ্চাইত যেপ্রকারে তজবীজ ও ফয়সলা করিবেন তাহার এবং কর্ত্তৃত্বকারি রেবিনিউর সাহেবেরা কালেক্টর বা পঞ্চাইত যেরূপে কার্য্য করিবেন তাহার বিষয়ি হুকুম তাঁহারদের উপদেশের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা ...	ঐ	৭	
এইপ্রকারে ধার্য্যকরা পঞ্চাইতের করা ফয়সলার উপর যে আপীল হইতে পারিবেক তাহার এবং উপরের উক্ত হুকুমমতে করা ফয়সলার অন্যথা করণের অর্থে নালিশ উপস্থিত হইলে খরচাসমেত তাহা নন্‌সুট হইবার কথা	ঐ	৮।৯	০
ঐমত সালিসের করা ফয়সলার দৃষ্টে ক্ষতিহওয়া সম্পত্তি পুনরায় পাইবার অর্থে সালিসের নামে নালিশ উপস্থিত হইলে খরচাসমেত তাহা নন্‌সুট হইবার কথা	ঐ	১০	০
গ্রামের হিসাব যেপ্রকারে রাখা যাইবেক তাহার কথা	ঐ	১২	০

উপরের

	আইন	ধারা	প্রকরণ
উপরের লিখিত হিসাব যে সময়ে দাখিল করা যাইবেক তাহাপ্রভৃতির কথা	৯	১৩	০
কোন ব্যক্তি উপরের উক্ত হুকুমমত কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে যাহা না করিতে পারিবেন তাহার কথা	ঐ	১৪	০
শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কোন রেবিনিউর এলাকার মধ্যে ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা ...	ঐ	১৬	০
তাঁহারদের বাচনীকরণ ও নিযুক্তহওন ও কার্য্যকরণ ও তগীরহওনের বিষয়ি হুকুমের কথা ...	ঐ	১৭অবধি ২৫পর্য্যন্ত	
উকীলের বিষয়—			
সদর দেওয়ানী আদালতের উকীলের পদের যোগ সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বি লোক হইতে পারিবার কথা	১২	২	২
ঐ২ আদালতে উকীলের পদের কার্য্যকরণের দরখাস্ত যেপ্রকারে করা যাইবেক ও তাহার নিষ্পত্তি যেরূপে হইবেক তাহার এবং আদালতের উকীল ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে চাহিলে তাহার অনুমতি যেরূপে পাওয়া যাইবেক তাহার কথা	ঐ	ঐ	৩।৪
উকীলের মেহনতানা যেরূপে দেওয়া যাইবেক তাহার—			

	আইন	ধারা	প্রকরণ
তাহার এবং মওক্কেলের সাহিত উকীলের বন্দোবস্ত হইয়া কোন বিবাদ হইলে তাহার নিষ্পত্তি যেরূপে হইবেক তাহার কথা	১২	২	৫।৬
অন্য আদালতহইতে পাঠান মোকদ্দমায় উকীলের মেহনতানার বিষয়ি হুকুমের কথা	ঐ	ঐ	৮
অনুচিত কার্য্য করিলে উকীলের সনদ আদালতের জজসাহেবদিগের অধিকাংশ ফিরিয়া লইবার এবং মোখ্তারকে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে বারণ করিবার কথা	ঐ	ঐ	৯
শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সলের হুকুমানুসারে এই আইনের হুকুম কোন জিলা বা শহরের আদালতে চালাইতে পারিবার কথা	ঐ	৪	০
রামগড় ও জঙ্গল মহাল ও মেদিনীপুর জিলার বিষয়—			
কএক প্রদেশ রামগড় ও জঙ্গল মহাল ও মেদিনীপুর জিলাহইতে স্বতন্ত্র হইবার কথা ...	১৩	৩	০
স্বতন্ত্রকরা প্রদেশসকলে সরকারের সম্পর্কীয় সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহের ভার শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরলের এজেণ্ট নামে এক জন কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি অর্পণ হইবার কথা	ঐ	৪	০

শ্রীযুত—

	আইন	ধারা	প্রকরণ
শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেল ঐ এজেন্টের এবং তাঁহার তাবে কার্য্য কারক সাহেবের উপদেশের নিমিত্তে হুকুম নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবার এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় ঐ এজেণ্টসাহেব ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যে ক্ষমতা রাখিবেন তাহা নিরূপণ করিতে পারিবার কথা	১৩	৫	০
এজেণ্টসাহেবের অর্পণকরা মোকদ্দমার চূড়ান্ত হুকুম নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যেপ্রকারে জারী করিবেন তাহার কথা	ঐ	৬	০
রামগড় ও জঙ্গল মহাল জিলার যে২ অংশ এজেণ্টসাহেবের তাবে রাখা যায় নাই শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে তাহা কোন জিলায় শামিল করিতে পারিবার এবং সময়ক্রমে এজেণ্টসাহেবের তাবে রাখা এলাকা কি তাহার নিকটের অন্য২ জিলার সীমার ফেরফার করিতে পারিবার কথা ...	ঐ	৭	০

সমাপ্তঃ

A True Translation.

G. F. HARVEY,

Acting Translator of Regulations.

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে২ বিষয়ের যে২ আইন যে২ তারিখে জারী হয় তাহার ফিরিস্তি—

১ প্রথম আইন .... ১ ফেব্রুআরি—

কলিকাতা শহরের যে২ চৌকীতে মাসুল লওয়া যাইবেক বেওরা করিয়া তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে—

২ দ্বিতীয় আইন .... ১৭ ফেব্রুআরি—

বেতমারা শাস্তি রহিত করিবার এবং কোন২ গতিকে শ্রমের পরিবর্ত্তে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং জেলখানার কয়েদীদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা রক্ষণাবেক্ষণের অধিক সুনিয়ম ধার্য্য করিবার নিমিত্তে—

১ পুনঃ প্রথম আইন .... ২০ নবেম্বর—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উপরের লিখিত সালের ঐ তারিখে ১ প্রথম আইন জারী করেন্—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৪ সালের আইনের ফিরিস্তি—

২ পুনঃ দ্বিতীয় আইন .... ২০ নবেম্বর—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উপরের লিখিত সালের ঐ তারিখে ২ দ্বিতীয় আইন জারী করেন—

সমাপ্ত:—

PIERCE TAYLOR,
Officiating Deputy Register
and Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৪ সাল ১ প্রথম আইন —

কলিকাতা শহরের যেং চৌকীতে মাসুল লওয়া যাই বেক বেওয়া করিয়া তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৪ সালের তারিখ ১ ফেব্রুআরি মো তাবেক বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ২০ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪১ সালের ৭ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪১ সালের ২১ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ৮ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৯ সালের ২১ রমজানে জারী করিলেন ইতি —

যেহেতুক সমস্ত লোকের হিতের নিমিত্ত এবং কলিকাতা শহরের মাসুল পূর্বাপেক্ষা সুনিয়মরূপে আদায় করিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১০ আইনের ২৮ ধারায় লিখিত সীমাসকলের ন্যূনতা করা উচিত বোধ হইল এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুমসকল এ আইন জারীহওনের ইশ্তিহার দেওনের তারিখঅবধি জারী ও চলন হইবেক ইতি — হেতুবা

২ ধারা —

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১০ আইনের ২৮।২৯ ও ৩০ ধারা এই ধারাক্রমে রদ হইল ইতি — পূর্ব্বের আইনের ক তকং রদ হইবার কথা

৩ ধারা —

ইঙ্গরেজী ১৮৩৪ সাল ১ প্রথম আইন—

৩ ধারা—

কলিকাতা শহরের মাসুল আদায় করিবার নিমিত্তে তাহার আশ পাশের সীমা নির্দ্দিষ্টের কথা—

১ প্রথম প্রকরণ—ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১০ আইনের বেওরা করিয়া লেখা জিনিস বেচিবার কি ঢেরি করিয়া রাখিবার অথবা খরচ করিবার নিমিত্তে কলিকাতা শহরের কি তাহার আশপাশের যে কোন স্থানে আসিবার সময়ে তাহার উপর কলিকাতা শহরের পরিমিটের মাসুল লওয়া যাইবেক ও এই আইনের মর্ম্মের দৃষ্টে ঐ আশপাশের সীমা এই প্রকারে প্রকাশ ও নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে—

কলিকাতা শহরের হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গার উত্তর সীমা—

অর্থাৎ বালির খালহইতে বাগবাজারের নূতন খালের মহানাপর্য্যন্ত যেমত সূত্র পাত করিলে ঐ বালির খাল ও বাগবাজারের নূতন খাল মধ্যগত হয় সেই সূত্রপর্য্যন্ত—

উত্তর উত্তরপূর্ব্ব পূর্ব্ব দক্ষিণপূর্ব্ব এবং দক্ষিণ কলিকাতা শহরের মাসুল লইবার গঙ্গার বাম দিগের সীমা—

বাগবাজার অর্থাৎ যেখানে গঙ্গা এবং নূতন খাল মিলিয়াছে সেখানহইতে মীরগঞ্জের চৌকীর নিকট যেখানে বালিয়াঘাটা ও ইটালীর খাল মিলিয়াছে সেইপর্য্যন্ত এবং সেখানহইতে বালিগঞ্জের পরিমিটের চৌকীপর্য্যন্ত এবং ঐ চৌকীহইতে একটানা টালীগঞ্জপর্য্যন্ত এবং সেখানহইতে টালীগঞ্জের খালের

উত্তর—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৪ সাল ১ প্রথম আইন—

উত্তর কিনারাহইয়া যেখানে টালীগঞ্জের খাল ও গঙ্গা মিলি য়াছে সেইপর্য্যন্ত—

উত্তর উত্তরপশ্চিম পশ্চিম দক্ষিণপশ্চিম এবং দক্ষিণ দিগ অর্থাৎ গঙ্গার পশ্চিম পার এবং দাহিন দিগের সীমা—

অর্থাৎ গঙ্গাহইতে সাঁকরাইল মোকামে যাইবার সরে রাস্তার উপর যেখানে বালির খাল আছে ঐ বালির খালের সেইখানকার কিনারাহইতে শালিকিয়া ও হাবড়া ও শিবপুর হইয়া শিবপুরের টেঁকে চার্ল্‌স বারবেল সাহেবের কুঠীর পশ্চিম সরহদ্দের নিকটের ছোট খালপর্য্যন্ত ও সেখানহইতে গঙ্গার পারে বেঁকিয়া টালীর খালের মহানাপর্য্যন্ত—

২ দ্বিতীয় প্রকরণ—উপরের ধারার বেওরা করিয়া লেখা সীমার মধ্যভুক্ত যে সকল স্থান আছে সেই সকল স্থান কলিকাতা শহর ও তাহার আশপাশ বোধ করা যাইবেক ইতি—

৪ ধারা—

কলিকাতা শহরের মাসুলের কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে গঙ্গার ধারে নূতন খালে ও বালিয়াঘাটা ও টালীর খালের উপর চৌকী নিরূপণ করেন্‌ এবং কর্ত্তব্য যে আর২ ঘাট ও শহরের কিম্বা তাহার আশপাশের স্থানেতে খুশীতে এবং নৌকাতে যাতায়াতের পথের উপর যত চৌকী তাঁহার বিবেচনানুসারে বসান পরিমিট ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবদিগের—

বোর্ডের সাহেবদিগের মঞ্জুরীক্রমে কালেক্টরসাহেব চৌকী বসাইতে পারিবার কথা

সাহেবদিগের কিম্বা ঐ বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সাহেবদিগের মঞ্জুর হয় তাহা নিরূপণ করেন ইতি—

৫ ধারা—

কোন২ জিনিসভিন্ন অন্য সকল জিনিসের উপর কলিকাতা শহরের মাসুল যে২ স্থানে লওয়া যাইবেক তাহার কথা—

১ প্রথম প্রকরণ।— নীচের প্রকরণের লিখিতব্যছাড়া ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১০ আইনের বেওয়া করিয়া যথা জিনিস মফঃসল স্থানহইতে যদি নৌকায় বোঝাই হইয়া আইসে তবে তাহা নৌকাপথের গঙ্গার উত্তর ও দক্ষিণ সীমা মুড়ার চৌকীতে পঁহুছিবার সময়ে তাহার উপর পারমিটের মাসুল লওয়া যাইবেক ও মফঃসল স্থানহইতে জিনিস স্থলীপথে উপরের ধারার নিরূপিত সীমার মধ্যে কোন স্থানে আসিবার সময়ে তাহার উপর মাসুল লওয়া যাইবেক কিন্তু কালেক্টর সাহেবের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে ঐ সকল জিনিসের মালিক অর্থাৎ স্বামিরা যে সকল জিনিসের প্রকৃত যত মাসুল দিতে হইবেক তাহা ১৫ পনের দিবসের মধ্যে দিবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবের খাতিরজমা হইবার উপযুক্ত মাতবর জামিনীর সহিত দরখাস্ত দাখিল করে তবে ঐ সকল জিনিস কলিকাতা শহরের মধ্যেতে জলের ও স্থলীপথের চৌকীতে মাসুল দেওনবিনা আসিবার পরওয়ানগী অর্থাৎ অনুমতি সম্বলিত ছাড়চিঠী তাহারদিগকে দেন ইতি—

মাতবর জামিনী দাখিল হইলে কালেক্টরসাহেব ছাড়চিঠী দিবার কথা—

না বিক্রয় হইলে জিনিসের উপর শহ

২ দ্বিতীয় প্রকরণ—যদি কোন ব্যক্তি মফঃসল স্থান হইতে জিনিস নৌকায় বোঝাই করিয়া সমুদ্রের পারে লইয়া

যাইবার—

যাইবার মনস্থ আছে কিম্বা এ কথা জানায় যে গঙ্গাদিয়া যাইতে আসিতে সে সকল জিনিস শহরে কি তাহার আশ পাশের স্থানে উঠাইবার ইচ্ছা রাখে না এবং তাহা সাদা কাগজে লিখিয়া চৌকীর আমলা লোকের নিকটে দাখিল করে তবে সে সকল জিনিসের উপর তরী অর্থাৎ জলের পথের কোন চৌকীতে কিছু মাসুল লওয়া যাইবেক না কিন্তু এ দুই প্রকারেতেই এমত সকল জিনিস বোঝাইকরা নৌকাতে চৌকীর পেয়াদাহইতে অনেক পেয়াদা তৈনাৎ থাকিয়া পরিমিটের ঘরের ঘাটেতে পঁহুছাইতে হইবেক আর ঐ পেয়াদা ঐ সকল নৌকা ছাড়িয়া দিতে কিম্বা তাহার জিনিস পরিমিটের ঘরব্যতিরিক্ত অন্য কোন স্থানে উঠাইবার অনুমতি দিতে পারিবেক না ও যাবৎ ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের লিখিত দাঁড়ামত এমত জিনিস রফ্তানী হইবার কি যাইবার বিষয়েতে ঐ২ জিনিস জাহাজে বোঝাই করিবার কিম্বা ছাড়িয়া দিবার পরওয়ানা না হয় কিম্বা বেচিবার অথবা রাখিবার কি খরচ করিবার নিমিত্তে তাহা উঠাইতে হইলে যাবৎ নিষ্কারিত মাসুল না দেয় তাবৎ পরিমিটের ঘরে থাকিবেক ইতি—

রের মাসুল দাখিল হইবেক তাহার এবং যে প্রকারেতে তাহা পরিমিটের ঘরে যাইবেক এবং তাহার পর যাহা হইবেক তাহার কথা।

৬ ধারা—

যদি উপরের লিখিত সীমার ফেরফার কোন প্রকারেতে করা উচিত বোধ হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কলিকাতা গেজেটে তাহার ইশতিহার—

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার দিয়া উপরের লি

জিত সীমার ফেরফার করিতে পারিবার কথা

হার দিয়া করিতে পারেন্ এবং ঐ ইশ্তিহার আইনের মত বোধ করিতে হইবেক এবং চলিত আইনেতে তাহার বিপরীত কোন কথা থাকিলেও প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি—

সমাপ্তঃ—

A True Translation,

G. F. HARVEY,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৪ সাল ১ প্রথম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৪ সালের তারিখ ২০ নবেম্বরেতে ১ প্রথম আইন জারী করিলেন ইতি—

হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল কিম্বা ফোর্ট উলিয়মের তাবে দেশসকলের শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল অথবা ঐ২ সাহেবের দেওয়া ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেবের হজুরহইতে ইঙ্গরেজী ১৮৩৪ সালের ২২ আপ্রিলঅবধি ঐ সালের ১৪ নবেম্বরপর্য্যন্ত যে২ হুকুম জারী হইয়াছে ঐ২ হুকুম ঐ সালের ২২ আপ্রিলের পূর্ব্বে যে২ হুকুম জারী হয় সেইমত চলন ও বলবৎ থাকিবেক ইতি—

সমাপ্তঃ।

A True Translation.

A. F. DONNELLY,

Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৪ সাল ২ দ্বিতীয় আইন—

বেতমারা শাস্তি রহিত করিবার এবং কোন২ শাস্তিকে শুনের পরিবর্তে জরীমানা নির্দিষ্ট করিবার এবং জেলখানার কয়েদীদিগের পূর্বাপেক্ষা রক্ষণাবেক্ষণের অধিক সুনিয়ম ধার্য করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রেসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৪ সালের তারিখ ১৭ ফেব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২৪০ সালের ৭ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২৪১ সালের ২৩ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২৪১ সালের ৮ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৯০ সালের ৮ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২৪৯ সালের ৭ শওয়ালে জারী করিলেন ইতি—

যেহেতুক বেতমারা শাস্তির দ্বারা অপরাধি লোকদিগের সদাচার বা তাহারদিগের শাস্তিতে অন্যেরদিগকে ভয় দেখাইবার দ্বারা অপরাধের তাদৃশ লাঘব হয় নাহি এবং যেহেতুক বেতমারাতে দণ্ড্য ব্যক্তির অত্যন্ত অপমান হয় এবং কদাচ ঐ অপমানজনক বেতমারণের দাগ লোপ হয় না তাহাতে তাহার সদাচারে আর কখনো প্রবৃত্তি জন্মে না এবং যেহে হেতুবাদ—

তুক—

তুক এমত বোধ হইল যে অনেক মোকদ্দমায় অবিবেচনা ও অনাবশ্যকমতে ঐ বেতমারণরূপ শাস্তি করা গিয়াছে তাহাতে ঐ ব্যক্তির অপ্রতিকার্য্য ক্ষতি হইয়াছে এবং যেহে তুক সমস্ত হিন্দুস্থানের মধ্যে ইঙ্গরেজ সরকার হুকুম বিষয়ে অগ্রগণ্যহওয়াতে তাঁহার উচিত যে আইনের মধ্যে তাঁহারদের রাজনিয়মবিষয়ি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমং মূল বিধি দেদীপ্যমান হয় এবং তাঁহারদিগের সুনিয়মদৃষ্টে এদেশীয় অন্যং রাজারদের করা অঙ্গচ্ছেদ ও তহসীলকরণপ্রভৃতি অতিঅসভ্য ও নির্দ্দয় শাস্তির পরিবর্ত্তে দয়া ও সুবিবেচনার যে শাস্তির দ্বারা অপরাধি লোকের সদাচারহওনের সম্ভাবনা থাকে এবং সকল লোকের দৃষ্টিগোচরে অতিঘৃণ্যদর্শন না হয় সেই শাস্তি করিতে তাঁহারদের অন্তঃকরণে উদয় হয় এবং যেহে তুক যেকএক ক্ষুদ্র অপরাধে বর্ত্তমান আইনানুসারে ফৌজদারী আদালতের বিচারকারকেরা বেড়িসমেত অথবা বেড়িব্যতি রিক্ত শ্রমকরণার্থে কয়েদের হুকুম দিতে পারেন্ ঐ শাস্তির পরি বর্ত্তে জরীমানাকরা উচিত বোধ হইল এবং যেহেতুক জেল খানার কয়েদীদিগের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সুনিয়ম ধার্য্য করা উপযুক্ত বোধ হইল এ কারণ নীচের লিখিতব্য হুকুম সকল জারী হইল এবং ঐ২ হুকুম এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি

২ ধারা

২ ধারা—

১ প্রথম প্রকরণ—মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের ক্ষমতাযুক্ত কোন আদালত বা কার্য্যকারকের দ্বারা বেতমারা শাস্তিকরণের বিষয়ে চলিত আইনে যেং হুকুম আছে ঐং হুকুম রদ হইল ইতি—

বর্ত্তমান আইনের যেং ভাগে বেতমারা শাস্তিকরণের হুকুম আছে ঐ ২ ভাগ রদ হইবার কথা—

২ দ্বিতীয় প্রকরণ—উপরের লিখিত আদালত বা কার্য্যকারকের সমক্ষে যখন এমত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয় যে চলিত আইনের ধার্য্যকরা মিয়াদী কয়েদের অতিরিক্ত অপরাধি লোকের প্রতি বেতমারা শাস্তি হইতে পারিত তখন সেই মোকদ্দমায় ঐ আদালত অথবা ঐ কার্য্যকারকেরা নীচের লিখনমতে অপরাধিকে অধিক কাল অর্থাৎ নিজামৎ আদালতের সাহেব ও সশন জজসাহেব ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব ২ দুই বৎসর মিয়াদে মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ১ এক বৎসর মিয়াদে আসিষ্টাণ্ট প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরা এক মাস মিয়াদে কয়েদথাকনের হুকুম দিতে পারেন ইতি—

বেতমারা শাস্তির পরিবর্ত্তে যে অধিক কাল মিয়াদে কয়েদ হইতে পারে তাহার কথা

৩ ধারা—

১ প্রথম প্রকরণ—খুন ও ডাকাইতী ও রাহাজানী ও সিঁধ ও চুরী ও চোরা জিনিস অথবা চোরের জিনিস লওন ও জালকাগজকরণ ও মিথ্যাসাক্ষ্যদেওন ও গৃহদাহ ও বলাৎকারকরণব্যতিরিক্ত অথবা ঐ সকল অপরাধের

যেং অপরাধের বিষয়ে ফৌজদারী আদালত বেতিসামত শুন করিবার শাস্তির পরিবর্ত্তে জরীমানার হুকুম দিবেন তাহার কথা—

উদ্যোগকরণ—

উদ্যোগকরণ সাব্যস্তহওনব্যতিরিক্ত সামান্যতঃ অন্য যেং অপরাধেতে ৫ পাঁচ বৎসরের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ হইতে পারে সেই অপরাধ প্রমাণ হইলে ফৌজদারী আদালতের প্রতি হুকুম হইল যে জেলখানায় কয়েদ… নের অতিরিক্ত বেড়িসমেত অথবা বেড়িব্যতিরিক্ত শুমকরণের যে শাস্তি করিতে ঐ আদালতের বিচারকারকদিগের প্রতি ক্ষমতা আছে সেই শাস্তির পরিবর্ত্তে চলিত আইনানুসারে তাঁহারা যত জরীমানা করিতে ক্ষমতা রাখেন অপরাধের গুরুতা বা লঘুতা এবং অপরাধির মর্য্যাদাইত্যাদি এবং কত বৎসর কাহার প্রতি কয়েদের হুকুম হইতে পারে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া ঐ জরীমানার অধিক না হয় এমত জরীমানার হুকুম দিবেন যে আদালতহইতে এমত জরীমানার হুকুম হইবেক ঐ আদালতের বিচারকারকেরা ঐ জরীমানার টাকাদেওনের এক মাসের অধিক না হয় এমত এক উপযুক্ত মিয়াদ নিরূপণ করিয়া দিবেন ঐ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে জরীমানার টাকা না দেওয়া গেলে জরীমানার টাকা না দেওয়াপর্য্যন্ত অপরাধির প্রতি বেড়িব্যতিরিক্ত শুম করিবার হুকুম হইবেক আর সে ব্যক্তি জরীমানার টাকা না দিলে তাহার কয়েদথাকনের মিয়াদের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বেড়িব্যতিরিক্ত শুম করিবার হুকুম হইবেক কিন্তু সায়েরসায়েরীর কমিস্যনরসাহেবদিগের ও যখন জজসাহেব দিগের

সেই জরীমানা যে রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার কথা

জরীমানার টাকা অপরাধী না দিতে পারিলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা

পুনশ্চ হুকুমের কথা

দিগের এবং নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের উচিত ও যথার্থ বোধ হইলে কোন ব্যক্তির প্রতি শ্রমকরা ও বেড়ি দেওয়া রহিত করিতে যে ক্ষমতা আছে পূর্ব্বের লিখিত হুকুমক্রমে সেই ক্ষমতা রদ হইল এমত অর্থ করা যাইবেক না ইতি—

২ দ্বিতীয় প্রকরণ—যে কয়েদীরা শ্রমহইতে খালাস হইয়াছে অথবা যে কয়েদী লোক পূর্ব্বের লিখিত প্রকরণের হুকুমানুসারে জরীমানাদেওনপ্রযুক্ত শ্রমহইতে খালাসহওনের যোগ্য হইয়াছে তাহারদিগকে জেলখানার মধ্যে অথবা বাহিরে যে অপরাধিদিগের প্রতি বেড়িসমেত শ্রম করিবার শাস্তির হুকুম হইয়াছে তাহারদিগহইতে যথাসাধ্য স্বতন্ত্র রাখিতে হইবেক এবং মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব ও কয়েদীদিগের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা এবং তাঁহারদের তাবে আমলারা এ বিষয়ে সাবধান থাকিবেন যে ঐ দুই প্রকার অপরাধিদিগের পরস্পর কোন প্রকার কথোপকথন না হয় ইতি—

যে কয়েদীরা শ্রমহইতে খালাস হইয়াছে অথবা যাহারা জরীমানাদেওয়াতে শ্রম করিবার শাস্তিহইতে খালাসের যোগ্য হইয়াছে তাহারদিগকে যে অপরাধিদিগের প্রতি বেড়িসমেত শ্রম করিবার শাস্তির হুকুম করা গিয়াছে তাহারদিগহইতে সাধ্যমত স্বতন্ত্র রাখিতে হইবার কথা—

৪ ধারা—

৩ তৃতীয় ধারার লিখিত হুকুমসকল জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ ও আসিষ্টাণ্ট এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনদিগের হুকুমকরা দণ্ড্য লোকের উপর খাটিবেক কিন্তু চলিত আইনানুসারে অথবা অন্য কোন প্রকারে অবাধ্য অপরাধিদিগের শাসনকরণের নিমিত্তে—

৩ ধারার লেখা হুকুমসকল মাজিষ্ট্রেট্ ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ ও আসিষ্টাণ্ট ও প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের হুকুমকরা দণ্ড্য লোকের উপর খাটিবার কিন্তু কোন২ গতিকে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের বিবেচনানুসারে বেড়ির হু

কুম দিতে যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত না হইবার কথা—

নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের সামান্য যে ক্ষমতা আছে ইহার দ্বারা সেই ক্ষমতা রহিত হইবেক না এবং যে কয়েদীরা এই আইনের হুকুমমতে বেড়িসমেত অথবা তাহাব্যতিরেকে শ্রমকরণরূপ শাস্তিহইতে খালাস হয় তাহারা যদি জেল্‌খানাহইতে বা অন্য কয়েদের স্থানহইতে কি চৌকীদারের জিম্মাহইতে পলায়ন করে তবে তাহারা পুনরায় গ্রেফ্তার হইলে তাহারদিগের প্রতি বেড়িসমেত অথবা বেড়িব্যতিরিক্ত শ্রমযুক্ত শাস্তির হুকুম হইতে পারে ইতি—

৫ ধারা—

যে২ গতিকে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের এমত বোধ হয় যে সমুতি জেলখানার কয়েদী অপরাধিদিগের উপকার করা ৩।৪ ধারার লেখা নিয়মক্রমে উচিত সেইং গতিকে তাঁহারদের যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা—

১ প্রথম প্রকরণ—উপরের লিখিত ২ দুই ধারার হুকুম বর্ত্তমান সময়ে সেই রূপ অবস্থায় জেলখানায় কয়েদ থাকা অপরাধিদিগের উপর খাটাইতে উচিত বোধ হইল অতএব হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ দুই ধারার লেখা হুকুমানুসারে কোন কয়েদীর উপকারকরা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের উচিত বোধ হইলে ঐ সাহেব সেই সকল বৃত্তান্তের এক রিপোর্ট ঐ এলাকার কমিস্যনরসাহেবের নিকটে অথবা যদি কয়েদী লোকের শাস্তি সশন জজসাহেবের হুকুমমতে হইয়া থাকে তবে ঐ সশন জজসাহেবের নিকটে করিবেন এবং শ্রমের পরিবর্ত্তে ঐ কয়েদীর স্থানে যত টাকা জরীমানা লওয়া উচিত বোধ হয় তাহাও জানাইবেন ইতি—

২ দ্বিতীয়—

২ দ্বিতীয় প্রকরণ—যে গতিকে ঐ শাস্তির হুকুম দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর অথবা সশন জজসাহেবের দ্বারা হইয়া থাকে সেই গতিকে ঐ সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের রিপোর্টক্রমে অথবা তাঁহারদের সমীপে ঐ বিষয়ের যে কোন সম্বাদ পঁহুছে তদনুসারে পূর্ব্বের লিখিত হুকুমমতে ঐ শাস্তির হুকুম শুধরাইতে পারেন্ ইতি—

দায়েরসায়েরীর কমিস্যনর অথবা সশন জজসাহেবের দ্বারা যদি শাস্তির হুকুম হইয়া থাকে তবে ঐং গতিকে তাঁহারদের যে ক্ষমতা হইবেক তাহার কথা—

৩ তৃতীয় প্রকরণ—যদ্যপি ঐ শাস্তির হুকুম কোন মাজিষ্ট্রেট্ কি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট্সাহেব অথবা নীচের কোন আদালতের দ্বারা হইয়া থাকে তবে কমিস্যনরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে পূর্ব্বোক্ত ২ দ্বিতীয় প্রকরণের হুকুমানুসারে শুমের শাস্তি রহিত করেন ইতি—

যে গতিকে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কি নীচের অন্য কোন আদালতের দ্বারা শাস্তির হুকুম হইয়া থাকে সেই গতিকে কমিস্যনরসাহেবের যে ক্ষমতা হইবেক তাহার কথা—

৪ চতুর্থ প্রকরণ—যদ্যপি ঐ শাস্তির হুকুম নিজামৎ আদালতের সাহেবের দ্বারা হইয়া থাকে তবে কমিস্যনর সাহেব ঐ আদালতের সাহেবের বিবেচনা ও হুকুমহওনের নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমা আপনার বিবেচনার কথাসম্বলিত তথায় অর্পণ করিবেন ইতি—

যদ্যপি নিজামৎ আদালতের সাহেবের হুকুমক্রমে শাস্তি হইয়া থাকে তবে কমিস্যনর সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা—

৬ ধারা—

পুনরায় জানান যাইতেছে যে জেলখানার কয়েদী দিগের উত্তমরূপে শাসনকরণের অর্থে যে অল্প বেত মারি বার আবশ্যক যে অপরাধিদিগের প্রতি বেড়িসমেত শুম করিবার শাস্তির হুকুম হইয়াছে তাহারদিগের কয়েদ হওনের—

২ ধারার ১ প্রকরণের লেখা হুকুমানুসারে যে অপরাধিদিগের প্রতি বেড়িসমেত শুম করিবার হুকুম হইয়া থাকে তাহারদিগকে অল্প বেত মারিবার নিষেধ না হইবার কথা—

হওনের সময়ে এই আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণানুসারে ঐ বেত মারিবার যে নিষেধ হইয়াছে এমত বোধ করিতে হইবেক না ইতি—

৭ ধারা—

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে জেলখানার কয়েদী লোকের রক্ষণাবেক্ষণার্থে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম নিয়মকরণের হুকুম দিতে পারিবার কথা।

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা আছে যে জেলখানা রক্ষণাবেক্ষণের উত্তম নিয়ম নিরূপণ করণার্থে অর্থাৎ যে নিয়মক্রমে অপরাধি লোকের সদাচার হইতে পারে এবং তাহারদিগের শাস্তিকরণদৃষ্টে অন্য২ লোক অপরাধকরণে নিবৃত্ত হয় এমত নিয়ম করিতে সময়ক্রমে হজুর কৌন্সেলহইতে হুকুম করেন ইতি—

সমাপ্তঃ।—

A True Translation,

G. F. HARVEY.

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৪ সাল ২ দ্বিতীয় আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৪ সালের তারিখ ২০ নবেম্বরেতে ২ দ্বিতীয় আইন জারী করিলেন ইতি

হুকুম হইল যে আক্ত পার্লিমেন্টের দ্বারা অথবা চলিত অন্য কোন আইনক্রমে এপর্য্যন্ত যে২ হুকুম কোর্ট উলিয়মের তাবে প্রধান সেক্রেটারীসাহেব জারী করিয়া অথবা যে২ ক্ষমতানতাচরণ করিয়া আসিতেছেন ভারতবর্ষের এবং কোর্ট উলিয়মের তাবে প্রত্যেক সেক্রেটারীসাহেব ঐ২ হুকুম জারী করিতে অথবা ঐ২ ক্ষমতানতাচরণ করিতে পারিবেন এবং আক্ত পার্লিমেন্টের দ্বারা অথবা চলিত অন্য কোন আইনক্রমে মান্দ্রাজ কি বোম্বাইয়ের তাবে প্রধান সেক্রেটারীসাহেব যে২ হুকুম জারী অথবা যে২ ক্ষমতা মতাচরণ করেন মান্দ্রাজ কি বোম্বাইয়ের তাবে প্রত্যেক সেক্রেটারীসাহেব ঐ২ হুকুম জারী করিতে অথবা ঐ২ ক্ষমতামতাচরণ করিতে পারিবেন ইতি

সমাপ্তঃ।

A True Translation.

A. F. DONNELLY,

Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৪ সালের ২ আইনের অশুদ্ধশোধনপত্র—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৪ সালের ২ আইনের ৪ পত্রের উপরহইতে ৮ পংক্তিতে চলিত আইনানুসারে তাঁহারা যত জরীমানা করিতে ক্ষমতা রাখেন্ এই কএক শব্দের পরিবর্ত্তে তাঁহারদের আবশ্যক যে চলিত আইনানুসারে যত জরীমানা করিতে উপযুক্ত বুঝেন্ এই কএক শব্দ পড়িতে হইবেক—

G. F. HARVEY,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ২ দ্বিতীয় আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের তারিখ ১২ জানুআরিতে ২ দ্বিতীয় আইন জারী করিলেন ইতি—

হুকুম হইল যে যে২ কার্য্যকারক আসাম ও আরাকান এবং তনাসীরম প্রদেশে সম্প্রতি নিযুক্ত আছেন্ কি উত্তর কালে নিযুক্ত হন ঐ২ কার্য্যকারক ইহার পর আপন২ দেওয়ানী কর্ম্ম সকল সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমানুসারে এবং ঐ আদালতের তাবে হইয়া আর ফৌজদারী কর্ম্মসকল নিজামৎ আদালতের তাবে হইয়া এবং কালেক্টরী কর্ম্মসকল সদর বোর্ড রেবিনিউর তাবে হইয়া নির্ব্বাহ করিবেন কিন্তু ঐ২ কার্য্যকারক যে সমস্ত হুকুম সুবে বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্টহইতে পাইয়াছেন কি উত্তর কালে পান্ ঐ২ হুকুমানুসারে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের এবং সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আপন২ হুকুম জারী করিবেন ইতি—

সমাপ্তঃ।

A True Translation.

A. F. DONNELLY,

Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ৪ চতুর্থ আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের তারিখ ১৩ মার্চেতে ৪ চতুর্থ আইন জারী করিলেন ইতি—

হুকুম হইল যে চলিত কোন আক্ট আফ্ পার্লিমেণ্ট কিম্বা আইনানুসারে ফৌজদারী মোকদ্দমা নির্ব্বাহকরণের নিমিত্তে কলিকাতা শহরের দুই জন জুষ্টিস আফ্‌দী পিস সাহেবের প্রতি যে২ ক্ষমতা আছে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৪ মার্চ্চ অবধি এক জন জুষ্টিস আফ্‌দী পিস সাহেবের প্রতি ঐ২ ক্ষমতা হইবেক ইতি—

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

A. F. DONNELLY,

Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের তারিখ ১৩ মার্চেতে ৬ ষষ্ঠ আইন জারী করিলেন ইতি—

হুকুম হইল যে যে২ কার্য্যকারক কাশিয়া পর্ব্বতের রেসিডেণ্টী কর্ম্মে অথবা কাছাড় দেশের অধ্যক্ষতাকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন্ কি উত্তর কালে নিযুক্ত হন্ ঐ২ কার্য্যকারক ইহার পর আপন২ দেওয়ানী কর্ম্মসকল সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমানুসারে এবং ঐ আদালতের তাবে হইয়া এবং আপন২ ফৌজদারী কর্ম্মসকল নিজামৎ আদালতের তাবে হইয়া নির্ব্বাহ করিবেন এবং যে২ কার্য্যকারক কাছাড় দেশে নিযুক্ত আছেন্ কি উত্তর কালে নিযুক্ত হন্ ঐ২ কার্য্যকারক আপন২ কালেক্টরী কর্ম্মসকল সদর বোর্ড রেবিনিউর তাবে হইয়া নির্ব্বাহ করিবেন কিন্তু ঐ সমস্ত কার্য্যকারক সুবে বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্টহইতে যে২ হুকুম পাইয়াছেন কি উত্তর কালে পান্ ঐ২ হুকুমানুসারে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের এবং সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আপন২ হুকুম জারী করিবেন ইতি—

সমাপ্তঃ।

A True Translation.

A. F. DONNELLY,

Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ৭ সপ্তম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ৮ জুনেতে ৭ সপ্তম আইন জারী করিলেন ইতি—

হুকুম হইল যে উত্তর কালে সুবে বাঙ্গালার শ্রীযুত গবরনর সাহেব বাহাদুর ও আগরার শ্রীযুত গবরনর সাহেব বাহাদুরের ক্ষমতা আছে যে সম্প্রতি ফৌজদারীর বিষয়ে যে২ ক্ষমতা দায়েরসায়েরীর কোন কমিস্যনরসাহেবের প্রতি অর্পিত আছে তাহার কতক কি ঐ সমস্ত ক্ষমতা জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীসাহেবের দস্তখতী হুকুমের দ্বারা কোন শশন জজসাহেবকে অর্পণ করেন এবং ঐ২ সাহেবের প্রতি স্বতন্ত্র২ ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করেন ইতি—

সমাপ্তঃ।—

A True Translation,

A. F. DONNELLY,

Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ৮ অষ্টম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ৮ জুনেতে ৮ অষ্টম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণ এবং সুবে বাঙ্গালা ও আগরার সম্পর্কীয় চলিত অন্য কোন আইনের লেখা যে কোন হুকুমানুসারে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরা বাকীদারের তালুক কি অন্য কোন ভূমি খাজানা আদায়কারণ সরাসরী ডিক্রীক্রমে নীলামকরণের ক্ষমতা রাখেন্ ও ঐ প্রকার উপরের উক্ত ঐ দুই সুবার চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত যে কোন হুকুমানুসারে মালগুজারীর বাকী আদায়কারণ সরাসরী ডিক্রীক্রমে ভূমি নীলামকরণ কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি নিষেধ আছে ঐ২ হুকুম রদ হইল মালগুজারীর বাকী আদায়কারণ সরাসরা ডিক্রীক্রমে ভূমি বিক্রয় করিবার যে ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতের

জজসাহেবদিগের—

জজসাহেবদিগের প্রতি অর্পিত ছিল এক্ষণে সেই ক্ষমতা মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগকে অর্পণ করা গেল ইতি

২ ধারা

হুকুম হইল যে যখন ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণ ও ২৩ ধারার ৬ প্রকরণ ও ২৫ ধারার লিখনানুসারে যে কোন ভূমি মালগুজারীর বাকী আদায়কারণ বিক্রয় হয় কর্ত্তব্য যে তাহার নীলাম সর্ব্ব সাধারণ লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে হয় এবং কালেক্টরসাহেব কি ডেপুটী কালেক্টর অথবা ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণের ক্ষমতা পাওয়া কোন আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর তাহা নীলাম করিবেন এবং নীলামের নিরূপিত দিনের ১০ দশ দিন পূর্ব্বে জিলার আদালতে অথবা অন্য* কোন কাছারীতে ও কালেক্টরী কাছারীতে এক ইশ্‌তিহারনামা সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে লট্‌কাইয়া রাখিতে হইবেক ইতি

সমাপ্তঃ।

---

* জানা কর্ত্তব্য যে অন্য কোন কাছারী শব্দের এই অর্থ বোধ করিতে হইবেক যে যদি কোন জিলার কাছারীতে জজসাহেব উপস্থিত না থাকেন তবে উপরের লিখিত ইশ্‌তিহারনামা প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে তাহা না থাকিলে সদর আমীনের কাছারীতে তাহাও না থাকিলে জিলার সদর মোকাম বাস মুনসেফের কাছারীতে লট্‌কাইয়া রাখা যায় ইতি

A True Translation,

A. F. DONNELLY.

Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ৯ নবম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ৬ জুলাইতে ৯ নবম আইন জারী করিলেন ইতি—

১ ধারা—

হুকুম হইল যে উত্তর কালে সুবে বাঙ্গালার শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বাহাদুরের ক্ষমতা হইবেক যে নিমকচৌকীয়াতের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী কর্ম্ম সরকারের চিহ্নিত চাকরভিন্ন অন্য কাহাকে অর্পণকরা আপন বিবেচনায় আবশ্যক বুঝিলে অর্পণ করেন্ এবং তাঁহারদিগকে যে ক্ষমতার্পণ হয় তাহা নির্দ্দিষ্ট করেন্ ইতি—

২ ধারা—

সুবে বাঙ্গালার শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেব বাহাদুর উপরের লিখিতপ্রকারে নিমক চৌকীয়াতের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টদিগকে নিযুক্ত করিয়া নিমকের খাজানার রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ি আইনের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধের যে২ মোকদ্দমা সুবে বাঙ্গালা ও আগরার চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৯৬ ও ১০৯ ধারা এবং অন্য২ ধারানুসারে উপস্থিত হয় তাহার

নিষ্পত্তি—

নিযুক্তি করণের ভার তাঁহারদিগকে না দেন ঐ ভার জুডিসিয়ল কি রেবিনিউসম্পর্কীয় সরকারের কোন কার্য্যকারককে দিতে পারেন এবং তাহার সংবাদ গবর্ণমেণ্ট গেজেটের সমাচারকাগজের দ্বারা প্রচার করিতে হইবেক এবং যাঁহার প্রতি ঐ ভারার্পণ হয় তিনি সুবে বাঙ্গালা ও আগরার চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনানুসারে যে২ ক্ষমতা নিমকচৌকীয়াতের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও এজেণ্টসাহেবের প্রতি অর্পিত আছে ঐ২ ক্ষমতা রাখিবেন ইতি—

৩ ধারা—

এই আইনের লিখনক্রমে এমত বোধ না হয় যে যে২ ক্ষমতা এই আইন কিম্বা সুবে বাঙ্গালা ও আগরার চলিত অন্য কোন আইনানুসারে নিমকচৌকীয়াতের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী কর্ম্মে নিযুক্ত সরকারের চিহ্নিত চাকরলোকের প্রতি অর্পিত আছে তাহার হানি কি বাধা হইবেক ইতি—

৪ ধারা—

১ প্রথম প্রকরণ— সুবে বাঙ্গালা ও আগরায় চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ১০ আইনের ৭৯ ধারা শুধরিবাতে যে কার্য্যকারকপ্রভৃতি নিষিদ্ধ অর্থাৎ চোরা লবণ ধরে তাহারদের নিমিত্তে নীচের লিখিতব্য ইনাম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে ইতি

২ দ্বিতীয় প্রকরণ— সরকারে লবণ জব্দ হইলে পর যদি এজেণ্ট ও সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টহইতে নিমকসম্পর্কীয় কোন

ক্ষুদ্র—

ক্ষুদ্র কার্য্যকারক আপনার কোন সরদারের হুকুমমতে অথবা অন্য কাহাক এজহারক্রমে লবণ ধরিয়া থাকে এবং তাহা বাজারে বিক্রয়ের যোগ্য হয় তবে অপরাধি লোক ধরা পড়িলে ও চলিত আইনের বিরুদ্ধাচরণকরা সাব্যস্ত হইলে ধরণিয়া লোক ফিমোন ।।০ আট আনার হিসাবে এবং অপরাধি লোক ধরা না পড়িলে ৵ পাঁচ আনার হিসাবে ইনাম পাইবেক ইতি—

৩ তৃতীয় প্রকরণ— যদি অন্যের সংবাদ ও আপন সর দারের হুকুমব্যতিরেকে লবণ ধরিবার ক্ষমতারাখণিয়া সর কারের কোন ক্ষুদ্র কার্য্যকারক নিষিদ্ধ লবণ ধরে তবে লবণ লইয়া যাওনিয়ার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ফিমোন ১ এক টাকার হিসাবে ও তাহা সাব্যস্ত না হইলে ।।০ আট আনার হিসাবে ইনাম পাইবেক ইতি—

৪ চতুর্থ প্রকরণ— গোয়েন্দা লোক সরকারের চাকর হয় কি না হয় তাহারদের সংবাদক্রমে ধরাপড়া লবণ জব্দ হইলে যদি অপরাধি লোকের অপরাধ সাব্যস্ত হয় তবে ফিমোন ।।০ আট আনার হিসাবে ও সাব্যস্ত না হইলে ৵ পাঁচ আনার হিসাবে ইনাম পাইবেক ইতি—

সমাপ্তঃ—

A True Translation,

A. F. DONNELLY,

Translator.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১০ দশম আইন—

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ৬ জুলাইতে ১০ দশম আইন জারী করিলেন ইতি—

হুকুম হইল যে কোন আদালতে কোন আইন জারী হওন সাব্যস্তের আবশ্যক হইলে তাহার নিমিত্তে ইহাই ফলদায়ক হইবেক যে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের কাগজ কোন্ প্রেসীডেন্সীসম্পর্কীয় যাহাতে উপরের উক্ত আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে জারী হইয়াছে লিখিত আছে ঐ আদালতে তাহা দরপেশ হয় ইতি—

সমাপ্তঃ।

Translated by
A. F. DONNELLY, Esq.
D. R.

A True Translation,
PIERCE TAYLOR,
O. D. R.

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১১ একাদশ আইন

ভারতবর্ষের শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেল ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ৩ আগষ্টেতে ১১ একাদশ আইন জারী করিলেন ইতি

১ ধারা

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৫ সেপ্তেম্বর অবধি নীচের লিখিতব্য ৪ চারি আইন রহিত হইবেক ইতি

১ প্রথম আইন লাইসেন্স অর্থাৎ অনুমতিপত্র না পাইয়া ছাপাখানা রক্ষণাবেক্ষণের নিষেধের এবং ছাপাকরা কেতাব প্রকাশ ও অন্যং কাগজপত্র ক্রোমং অবস্থায় প্রকাশ ও ব্যক্ত করণের নিষেধের বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৫ আপ্রিল তারিখে জারী হয়

২ দ্বিতীয় আইন বাঙ্গালাদেশের ফোর্ট উলিয়মের কর্তৃত্বসম্পর্কীয় কর্ম্মসকল শৃঙ্খলাকরণের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে

ইঙ্গরেজী

— ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১১ একাদশ আইন—

ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ১৪ মার্চ তারিখে জারী হইয়া ঐ সালের ৪ আপ্রিল তারিখে সুপ্রিম কোর্ট আদালতে রেজিষ্টরী হয়—

৩ তৃতীয় আইন অচেনা মনুষ্যসকল সমাচারের কাগজ ও নামীয় কেতাবপ্রভৃতি ছাপা ও প্রকাশ করিলে যে অনিষ্ট হয় তাহা নিবারণের নিমিত্তে বোম্বাইয়ের শ্রীযুত অনরবিল গবরনর সাহেবের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ২ মার্চ তারিখে জারী হইয়া ঐ সালের ১১ মাই তারিখে বোম্বাইয়ের সুপ্রিম কোর্ট আদালতে রেজিষ্টরী হয়—

৪ চতুর্থ আইন ছাপাখানা প্রস্তুত ও ছাপা করা কেতাব ও কাগজ জারীকরণের নিষেধের নিমিত্তে বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের হুজুর কৌন্সেলহইতে ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের ১ জানুআরিতে জারী হয়—

২ ধারা—

১ প্রথম প্রকরণ—হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সালের ১৫ সেপ্তেম্বরের পর যে কোন নামীয় কেতাবেতে কোন সমাচার লেখা থাকে তাহা সরকার কোম্পানি বাহাদুরের কর্ত্তৃত্বসম্পর্কীয় দেশে নীচের লিখিতব্য নিয়মভিন্ন জারী হইবেক না ইতি—

২ দ্বিতীয় প্রকরণ—হুকুম হইল যে নানাপ্রকার নামীয় কেতাব ছাপা ও প্রকাশকরণিয়া যে২ অধিকারে ঐ কেতাব

প্রকাশ—

প্রকাশ হইবেক সেই অধিকারসম্পর্কীয় মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া নীচের লিখনমতে ২ দুই একরার নামা লিখিয়া দাখিল করিবেন—

একরার লিখিয়া দিতেছি ও এজহার করিতেছি যে আমি প্রকাশকরণিয়া অমুক অমুক কেতাব অমুক স্থানে প্রকাশ করিতেছি এবং ছাপাকরণিয়া প্রকাশকরণিয়া হইলে তাহাও লিখিয়া দিবেন এবং শেষের যে স্থলে অমুক শব্দ লেখা গিয়াছে সেই স্থলে ছাপাখানাপ্রভৃতির চতুঃসীমার নাম তফসীলমত লেখা থাকিবেক ইতি—

৩ তৃতীয় প্রকরণ—ছাপাখানার স্থান অথবা কেতাব জারীহওনের স্থান পরিবর্ত্ত হইলে নূতন একরারনামা লিখিয়া দিতে হইবেক ইতি—

৪ চতুর্থ প্রকরণ—যদ্যপি ছাপাকরণিয়া ও প্রকাশকরণিয়া উপরের লিখনমতে একরারনামা লিখিয়া দিলে পর সরকার কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারস্থ দেশহইতে স্থানান্তর হন্ তবে উক্ত দেশে বাস করিয়া ছাপাকরণিয়া বা প্রকাশকরণিয়া হইলে তাঁহার স্থানে নূতন একরারনামা লওয়া আবশ্যক হইবেক ইতি—

৩ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি উপরের লিখিত নিয়ম সকল না মানিয়া কোন কেতাব প্রস্তুত করেন্ অথবা

তাহা—

তাহা প্রকাশ করেন্ কিম্বা প্রস্তুত বা জারী করান্ ও তিনি জ্ঞাত থাকেন্ যে এই আইনের লিখিত নিয়মসকল ঐ কেতাবের সম্পর্কে মানা যায় নাহি তবে ঐ ব্যক্তি ৫০০০) পাঁচ হাজার টাকা জরীমানা ও ২ দুই বৎসর মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেন ইতি—

৪ ধারা—

হুকুম হইল যে পূর্বের লিখিত নিয়মানুসারে প্রস্তুত করা আসল দুই একরারনামাতে যে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের সমক্ষে তাহা শুধরা গিয়া থাকে তাঁহার দস্তখৎ ও মোহর থাকিবেক তাহার এক আসল ঐ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কাছারির দফতরে ও দ্বিতীয় আসল সুপ্রিম কোর্টের দফতরে অথবা অন্য যে কোন বাদশাহী আদালতের কর্তৃত্বাধীনে ঐ একরারনামা শুধরা গিয়া ও প্রস্তুত হইয়া থাকে তথায় দাখিল হইবেক আর যে হাকিমের দফতরে আসল একরারনামা দাখিল হইয়া থাকে তাঁহার কর্তব্য যে যদি কেহ তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার স্থানে রসুম বলিয়া ১) এক টাকা লইয়া আসল একরারনামা তাঁহাকে দৃষ্টি করিতে দেন এবং কেহ তাহার নকল লইতে চাহিলে তাঁহার স্থানে ২) দুই টাকা রসুম লইয়া যে আদালতে একরারনামা দাখিল হইয়া থাকে তথাকার মোহরে এক প্রস্থ নকল তাঁহাকে দেন ইতি—

৫ ধারা—

ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১১ একাদশ আইন—

৫ ধারা—

হুকুম হইল যে যদি কাহাক তরফহইতে ফৌজদারী বা দেওয়ানী মোকদ্দমাতে এই আইনক্রমে উপরের উক্ত একরারনামা যে আদালতে দাখিল হইতে পারে সেই আদালতের মোহরেতে প্রমাণকরা একরারনামার নকল উপস্থিত হয় তবে কেহ বিপরীত সাক্ষ্য না দিলেঐ একরারনামায় প্রত্যেক দস্তখৎকরণিয়ার লেখা নামীয় কেতাবের যত নাম উক্ত একরারনামার লিখিত নামীয় কেতাবে ঐক্য থাকে ছাপা করিয়াছে অথবা জারী করিয়াছে অথবা দুই কর্ম্মই করিয়াছে তাহা প্রমাণ হইবেক যেমন উক্ত একরারনামায় এক কিম্বা দুই কর্ম্মের প্রস্তাব দস্তখৎ করণিয়া লিখিয়া থাকে ইতি—

৬ ধারা—

যদি কেহ একরারনামায় উপরের উক্ত প্রকারে দস্তখৎ করিয়া মিয়াদ গত হইলে একরারনামার লিখিত কেতাব প্রকাশ ও ছাপার কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে কোন মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকটে নীচের লিখিতব্য দুই একরারনামা লিখিয়া দেন—

আমি অমুক একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে অমুক নামীয় কেতাব প্রকাশ ও ছাপার কর্ম্মহইতে ক্ষান্ত ও নিবৃত্ত হইলাম ছাপাকরণিয়া প্রকাশকরণিয়া হইলে—